শয়তানের
বাইবেল
দেবদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণপরিচয়

১৬৬৮ সাল

স্টকহোমে সুইডিশ রয়্যাল লাইব্রেরির উপরতলায় এক নির্জন কক্ষ। এক কিশোর একাই বসে একটি বিশাল বই পড়ছে। এই উপরের কক্ষে সাধারণত কেউ আসে না। প্রাচীন কিছু দুষ্প্রাপ্য পুথি, হাতে লেখা কিছু বই রয়েছে কক্ষের ভেতর। কিশোর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন নিয়ম করে আসছে। লাইব্রেরিয়ান পলের নজর এড়িয়ে এই কক্ষে এসে রোজ পড়াশোনা করছে কিশোর স্টিভ।

সেদিন পল একটা বিশেষ কাজে উপরের এই কক্ষে এসেছিল দুপুরবেলায়। কিশোরকে ওই বিশাল বইটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের অজান্তেই একবার কেঁপে ওঠে পল টমসন। এগিয়ে গিয়ে কিশোরের ঠিক পেছনে দাঁড়ায়। ঘুরে দাঁড়ায় কিশোর স্টিভ, চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে। রাজপরিবারের এক কনিষ্ঠ সদস্য স্টিভকে এই বই পড়তে দেখে চমকে ওঠে পল। কারণ বইটির নাম 'কোডেক্স গিগাস।'

প্যারাগুয়ের রাজা দ্বিতীয় রুডলফ-এর সংগ্রহশালায় ছিল এই বিশেষ বইটা। প্যারাগুয়ের সঙ্গে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ শেষে বিজয়ী সুইডিশ আর্মি এই বই লুঠ করে ১৬৪৮ সালে স্টকহোম সুইডিশ রয়্যাল লাইব্রেরিতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে এখানে আসার পর থেকেই বেশ কিছু অবাস্তব ঘটনা ঘটেছে বইটা ঘিরে। বইটার একটা বদনাম আগেই ছিল। তাই বইটা আলাদা করে এই কক্ষে রাখা হয়েছিল।

১৬৫ পাউন্ড ওজনের এই বইটা কমপক্ষে ১৬০টি গাধা বা খচ্চরের চামড়ার ওপর লিখিত। বইটিতে ৬০০ পৃষ্ঠা আছে আর তিন ফুট লম্বা। কমপক্ষে ২ থেকে ৩ জন মানুষ লাগে এই বইকে স্থানান্তরিত করতে।

সেই অদ্ভুত বই নিয়ে এত আগ্রহ কেন কিশোর স্টিভের? পল অবাক হয়ে প্রশ্ন করেই ফেলে একদিন। স্টিভ নির্বিকার, আশেপাশে কী হচ্ছে জানে না যেন। ঘোলাটে চোখে চেয়ে থাকে শুধু বইটার দিকে। পলের উপস্থিতি টের পেয়েছে বলে মনে হয় না। পল নিজে অবশ্য কখনও পড়ে দেখেনি বইটা। 'কোডেক্স গিগাস' নামের এত বড়ো বইটা 'শয়তানের বাইবেল' নামেই পরিচিতি পেয়েছিল। বইটা নিয়ে নানা ধরনের গুজব রয়েছে। অনেকেই বলে এই বই শয়তানের নিজের হাতে লেখা।

স্টিভকে বইটা পড়তে দেখে পল অবাক হলেও বাধা দিতে পারে না। তেমন কোনো রাজ-আদেশ ছিল না তার কাছে। অবশ্য আগের লাইব্রেরিয়ান তাকে বলেছিল বইটিতে চিকিৎসাশাস্ত্রের বেশ কিছু উন্নত পদ্ধতি রয়েছে। মৃগীর মতো রোগ সেরে যেতে পারে এমন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা রয়েছে। কয়েকদিন স্টিভকে আসতে দেখে পল ভেবেছিল ছেলেটা ওসব পড়তেই আসছে হয়তো।

এর পর কিছুদিন স্টিভ আসেনি আর লাইব্রেরিতে, পলও ভুলে গিয়েছিল ঘটনাটা। ঠিক এক মাসের মাথায় হঠাৎ যেদিন জানল স্টিভ মারা গেছে এক অচেনা জ্বরে ভেদ বমি করতে করতে। পল শিউরে উঠেছিল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ছেলেটা লাইব্রেরির ওই বিশেষ ঘরে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভীত পল এর পর ওই ঘরটায় তালা মেরে দিয়েছিল। ভাগ্যিস তাকে নিয়ে টানাটানি হয়নি! এর বেশ কিছুদিন পর রাতের পাহারাদার এসে জানিয়েছিল ওই ঘরে রাতের বেলা নানারকম আওয়াজ শোনা যায়। সবাই ভয় পাচ্ছে ওই উপরতলায় রাতে পাহারা দিতে। আস্তে আস্তে কেউ আর উপরতলায় যেত না। অবহেলায় ধুলো আর মাকড়সার জালের মাঝে বন্দি হয়ে পড়ে থাকল সেই আশ্চর্য বই।

১৬৯৭ সাল

উপরতলার এই ঘরটাতে যে এত দুষ্প্রাপ্য সব বই রয়েছে জানতই না রোজি। মরচে পড়া তালাটা খোলা দেখে সেদিন ও ঢুকে পড়েছিল ওপরের এই ঘরটায়। বই পড়তে রোজির দারুণ লাগে। কিন্তু ঘরের ঠিক মাঝখানে এই বিশাল পুস্তকটা দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল ও। এটা কী বই! কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে 'কোডেক্স গিগাস।' ভেতরে লাতিন ভাষায় হাতে লেখা পাতাগুলোর আকর্ষণ এড়াতে পারে না ষোলো বছরের কিশোরী রোজি। বইটা নড়ানো সম্ভব নয় তার একার পক্ষে। তাই ওই ধুলোর বিছানায় টুল নিয়ে বসেই ও পড়তে শুরু করেছিল বইটা। আশ্চর্য এক দুনিয়ার দরজা খুলে গিয়েছিল রোজির সামনে। এমন এক দুষ্প্রাপ্য বইকে এভাবে বন্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখার কারণ কী কে জানে! চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেসব পদ্ধতির কথা এই বইতে রয়েছে তা যদি চিকিৎসকরা ব্যবহার করে সাধারণ বহু মানুষ উপকৃত হবে। রোজি ভেবেছিল মহারাজকে নিজেই বলবে বইটা সর্বসমক্ষে আনার কথা। এই বই পড়ে রোজি এখন চোর ধরতে শিখেছে, চিকিৎসা করতেও শিখেছে। বইটা ওকে নেশার মতো আকর্ষণ করে। একটা দিন যদি লাইব্রেরিতে না আসতে পারে ওর কেমন পাগল-পাগল লাগতে থাকে। যত পড়ছে তত যেন আকর্ষণ বাড়ছে বইটার প্রতি।

রোজি তৎকালীন সুইডেনের রাজার ছোটো বোনের মেয়ে। রাজপরিবারের অন্দরমহলে

ক্রমশ একটা গুঞ্জন ছড়ায় যে রোজি ডাইনিবিদ্যা শিখছে। গুঞ্জন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এর মাঝে রাজার ছোটোভাইয়ের স্ত্রীর এক দুরারোগ্য রোগ সারিয়েছে রোজি। বহু বছর পর রানি ডরোথির পুত্রসন্তান হবে বলেছিল ও, তাই হয়েছে। দুবার চোর ধরে দিয়েছে রোজি। রাজপুত্রের এক অজানা জ্বর সারিয়েছে।

কিন্তু তবুও সবাই আজকাল রোজিকে ভয় পায়, মেয়েটা সারাক্ষণ লাইব্রেরির উপরের ঘরে পড়ে থাকে। ঘুমের ঘোরে কথা বলে, ভুলভাল বকে। কখনও টানা দু-দিন মৌন, কথা বলে না, খায় না। ইস্টারের সময় পাদরি জোনাথন ওকে দেখে রীতিমতো চমকে উঠেছিলেন। অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের গলার পবিত্র ক্রুশ সকলের মাথায় ছুঁইয়ে বলেছিলেন রাজপরিবারের ওপর বিপদের বড়ো কালো মেঘের ছায়া উনি দেখতে পাচ্ছেন। শয়তান লুসিফার প্রবেশ করতে চাইছে এই বংশে। আর শয়তানের প্রবেশ অর্থাৎ ঈশ্বরের বিদায়।

ভীত পরিবারের সকল সদস্য ওঁর কাছে পরিত্রাণের উপায় জানতে চেয়েছিল তখনই। পাদরি জোনাথন সুদূর রোম থেকে সবে এসেছিলেন ওখানে। সুইডেন রাজপরিবারের সম্পর্কে খুব কম জানতেন। তিনি অবাক হয়ে রোজির হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'হাতটা কাটল কী করে মা?'

চকিতে রোজি নেটের গ্লাভস দিয়ে হাতটা ঢেকে সেখান থেকে বিদায় নেয়। যাওয়ার আগে জ্বলন্ত চোখে একবার পাদরির দিকে তাকায়। সবাই রোজির দিকে তাকিয়ে ছিল।

পাদরি জোনাথন বললেন—'মেয়েটি অবুঝ, ও শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছে। কিছু একটা আছে যার মাধ্যমে শয়তান অল্প অল্প করে শক্তি সঞ্চয় করছে। মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখতেই হবে।'

ডুকরে কেঁদে উঠেছিল রোজির মা, পিতৃহারা মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের আশ্রয়ে রয়েছে সে। তার মেয়ের সম্পর্কে এ কী বললেন ফাদার!

বাকিদের মধ্যেও শুরু হয়েছে গুঞ্জন। হঠাৎ লিটল প্রিন্স পিটার বলে ওঠে যে রোজি সারাদিন লাইব্রেরির উপরের কক্ষে একটা নিষিদ্ধ বই পড়ে। সেই বিশাল বইটা পড়তে ও রোজ যায় সময় করে। পিটার এ-বংশের যুবরাজের সন্তান। সবাই ওর কথা অনুসরণ করে উপরে উঠে আসে। রোজি লাইব্রেরির দরজা আগলে বসে ছিল। জোর করে ওকে সরিয়ে পাদরি জোনাথন রাজার সঙ্গে ওই কক্ষে ঢোকেন, নোংরা দুর্গন্ধে টেকা দায় ঘরটিতে, ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে মৃত পাখির পালক, মরা মুরগি, চোখ ওপড়ানো কালো বেড়াল, মাছের কাঁটা। এত আবর্জনা এল কোথা থেকে? সবাই অবাক! ওদিকে রোজির চোখ টকটকে লাল, ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে মেয়েটা। খোলা সোনালি চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। গরর-গরর এক ধরনের শব্দ করছে মুখ দিয়ে। চারজন সৈনিক ছুটে আসে, রাজার আদেশে ওকে ধরে রাখে। 'কোডেক্স গিগাস', অত বড়ো বইটা দেখেই বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে যান পাদরি জোনাথন। বলেন ওই বিষাক্ত বইটা তখনই পুড়িয়ে দিতে। বইটা নাকি শয়তানের নিজে হাতে লেখা, এর নাম উচ্চারণ করে না কেউ, আসল নাম 'শয়তানের বাইবেল।' রাজার নির্দেশে তখনই আগুন লাগানো হয় বইতে। ওদিকে রোজি পুরো মৃগী রোগীর মতো ছটফট করছে। বিজাতীয় ভাষায় চিৎকার করছে। ওকে টেনে সরাতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে লাইব্রেরির সৈনিকদের।

এদিকে বইয়ের থেকে আগুন ছড়িয়ে গেছে পর্দায়, কাঠের আলমারিগুলো জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে। পাদরি জোনাথন অবাক হয়ে দেখে বইটা পুড়ছে না, কাঠের বাঁধানো অংশে আগুন ধরলেও চামড়ার পাতাগুলোকে আগুন ছুঁতেই পারছে না।

বইটাই যত নষ্টের মূল। আগুন ততক্ষণে সারা লাইব্রেরিকে গ্রাস করেছে। সবাই সরে যাচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে। হঠাৎ এক কর্মী ছুটে গিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বইটা ছুড়ে ফেলে দেয় বাইরে। সুইডেনের রয়্যাল লাইব্রেরি পুড়ছে, আকাশে কালো ধোঁয়া। তার মাঝেই এক বিশাল বড়ো বই জানালা দিয়ে উড়ে আসে বাইরে। বেশ কিছু পাতা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। পাদরি জোনাথন দ্রুত নেমে যান নীচে। এই বই যে সকলের জন্য নয়! এর শেষের দিকের পাতাগুলো সাধারণ মানুষের হাতে চলে গেলে সর্বনাশ হবে। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারাবে মানুষ। শয়তানের রাজত্ব কায়েম হবে। এ হতে পারে না। সাধারণ মানুষকে সব সত্য জানতে দেওয়া চলবে না। এখনই পাতাগুলোর অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। এইমাত্র পাদরি জোনাথন দেখেছেন এ বই আগুনে পোড়ে না। পাতা ছেঁড়াও যায় না। তবে এ ধ্বংসের উপায় কী? আপাতত লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু লাইব্রেরির বিধ্বংসী আগুন ততক্ষণে ওঁর গাউনেও ছড়িয়ে পড়েছে। লকলকে আগুনের লেলিহান শিখা উপেক্ষা করে দৌড়োতে পারেন না বৃদ্ধ পাদরি। সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো গড়িয়ে পড়ে যান পাথরের চাতালে। লাইব্রেরির এক কর্মী উইলিয়াম ছুটে এসেছিল ওঁকে পড়ে যেতে দেখে। তাকেই বলে যান শেষ কথাগুলো।

মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে এ বইয়ের শেষের পাতাগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে। নষ্ট করা না গেলে ঈশ্বরের নিকট গচ্ছিত রাখতে হবে। যাতে মানুষ শয়তানের পুত্র লুসিফারের ঘুম না ভাঙাতে পারে। শয়তান একবার জেগে উঠলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।

১৯১৫ সাল, সুইডেন

একটানা কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে এসেছিল বৃদ্ধ উইলিয়াম স্মিথের। ছেলে জেমস জলের বোতলটা এগিয়ে দিতেই গলাটা ভিজিয়ে নেন স্মিথ। বলেন—'বিগত দুশো বছর ধরে পাদরি জোনাথনকে আমাদের পূর্বপুরুষের দেওয়া কথা অনুযায়ী আমরা গোপনে

রক্ষা করে যাচ্ছি কোডেক্স গিগাসের রহস্যময় সেই কুড়িটা পাতা। কখনও খুলেও দেখিনি ওতে কী লেখা রয়েছে। কারণ আমার দাদুর মুখে শুনেছিলাম ওই পাতায় এমন রহস্য রয়েছে, যদি তুমি ওই পাতা পড়ে দেখতে যাও তুমি শয়তানের বশে চলে যাবে। বশীকরণের কালো জাদু রয়েছে ওই বইয়ের পাতায় পাতায়। আর তাহলেই শয়তান লুসিফার যা চাইবে তোমায় দিয়ে করিয়ে নেবে। তাই খবরদার ওই পাতাগুলো কেউ পড়ে দেখতে যেয়ো না কখনও। একটা পবিত্র ক্রুশ আর রুপোর চেন দিয়ে জড়ানো রয়েছে কাঠের বাক্সটা। আমি কখনও খুলে দেখিনি। এবার এটা রক্ষার দায়িত্ব তোমার। দুশো বছর ধরে আমাদের পরিবার ঈশ্বরের আদেশে এই পাতাগুলো রক্ষা করে আসছে। কখনও এর অন্যথা হয়নি। আমার জীবনকাল শেষ। এবার তোমার পালা। তুমি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ভারতবর্ষ যাচ্ছ, ভালো কথা। তোমার ভাই আগেই ওদেশে চলে গেছে। আমি ধরেই নিয়েছি তোমরা আর ফিরবে না, তাই কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। সর্বদা ওগুলো রক্ষা করবে। আর ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন। যেদিন থেকে এই দায়িত্ব আমরা গোপনে পালন করে আসছি, আমাদের পরিবারের উপর নানা রকম বিপদ এসেছে। তবুও আমরা কর্তব্যপালন করে এসেছি সর্বদা। ঈশ্বর আমাদের সহায়। তুমি এবং পরবর্তীতে তোমার বংশধর যেন এভাবেই এই গোপনীয়তা বজায় রেখে একে রক্ষা করে যায়। এই আমার শেষ ইচ্ছা।' চোখ বোজেন বৃদ্ধ স্মিথ।

জেমস কাঠের চৌকো বাক্সটা নিয়ে নিজের ঘরে আসে। প্যাকিং প্রায় শেষ। পরদিন সকালে জাহাজে উঠতে হবে পুত্রকন্যাসহ। যুদ্ধ করতে নয়, ভারতবর্ষে কিছু রেলব্রিজ তৈরির বরাত পেয়েছে ওদের কোম্পানি। তাই পরিবারসহ বিদেশ যাত্রা। ভাই রবার্ট দু-বছর হল ওদেশে রয়েছে। এখানে স্বামীসহ বোন স্টেলা থাকল বাবার দেখাশোনার জন্য।

বউকেও আপাতত বলতে পারে না জেমস বাবার গোপন কথা। আগে ভারতে পৌঁছোনো যাক। দেশটা নাকি জঙ্গল, সাপখোপ, পোকামাকড়ে ভরা ভাই বলেছিল। চারদিকে হিংস্র জন্তু, এছাড়া শুনেছে ওদেশের উপজাতিরা হিংস্র। আবার স্বদেশি ডাকাতও রয়েছে। রয়েছে ঠগি ডাকাতের দল। একটা কাঠের টুকরো আর রুমাল দিয়েই একের পর এক মানুষ খুন করে তারা। সাদা চামড়াকে পছন্দ করে না ওদেশের কিছু লোক। কিন্তু দেশটা নাকি খনিজের ভাণ্ডার। যারা এর আগে গেছে সব টাকার কুমির হয়ে উঠেছে। ভাই নিজেও আর ফিরতে চায় না।

পরদিন ওদের নিয়ে জাহাজ রওনা দেয় ভারত মহাসাগরের পথে, জল কেটে জাহাজ যত পুবের দিকে এগিয়ে চলে জেমসের মনে তত নানারকম চিন্তা ঘুরে ঘুরে আসে। বাবা যে এত বড়ো দায়িত্ব দিল, পারবে তো সে রক্ষা করতে! ঈশ্বরকে স্মরণ করে জেমস মনে মনে বলে—'আমায় শক্তি দাও যাতে এ দায়িত্ব পালন করতে পারি সারাজীবন।'

ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে ঢেউ গুনতে ব্যস্ত তার দুই ছেলে, এগারো বছরের হ্যারি আর চার বছরের বব। মেয়ে আট বছরের সামান্থা মায়ের সঙ্গে রয়েছে কেবিনের ভেতর। ইশ্বরের কাছে এই বিশাল জলযাত্রায় সবার সুস্থতা কামনা করে জেমস।

হ্যারি এক মনে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ও আসলে ভাবছিল কী রয়েছে ওই কাঠের বাক্সে? ড্যাড কী লুকিয়ে রেখেছে ওই বাক্সের ভেতর। খুব ইচ্ছা করছে একবার খুলে দেখতে। ওর সব বিষয়ে ভীষণ কৌতূহল। এই একঘেয়ে জলযাত্রাতে ওর একমাত্র আকর্ষণ ওই কাঠের বাক্সটা। মাম আর বোনকে লুকিয়ে ও একদিন ঠিক খুলে ফেলবে ওই বাক্স।

২০১৯ সাল (বর্তমান)

১

ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে পরিত্যক্ত কবরস্থান থেকে। কৃষ্ণপক্ষের তমসাচ্ছন্ন আকাশ। এই ঝুপসি আঁধারে একহাত দূরের কিছু ঠাহর হয় না। প্রথম রাতের একপশলা বৃষ্টি কমলেও টুপটাপ জল ঝরছে বড়ো বড়ো দেওদার গাছের থেকে। আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎরেখা। বাতাসে রয়েছে ভেজা শীতল কামড়।

পাহাড়ের গায়ে বহু পুরোনো একটা হেলে পড়া চার্চ, আর তার পেছনে এই পরিত্যক্ত কবরস্থান। অর্ধেক কবর বিদীর্ণ করে ঝোপঝাড় গজিয়েছে, কোথাও-বা মাথা তুলেছে বড়ো বড়ো মহিরুহ। তাদের শিকড়ের জালে বাঁধা পড়েছে কিছু ভগ্ন কবর, কিছু শিকড় কবর ফুঁড়ে নেমে গেছে মাটির গভীরে। আবার কিছু কবর ভেঙেচুরে মাটির বুকেই মিলিয়ে গেছে কালের নিয়মে। একদা কেয়ারি করা ফুল বাগান আজ ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে। তার মধ্যেই অযত্নে ফুটে রয়েছে কিছু জংলি ফুল।

কুয়াশাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত সেই কবরস্থানের এক কোণে গভীর রাতে মাটি কোপাচ্ছে দুটি অবয়ব। রাতের নিস্তব্ধতার বুক চিরে তারই মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে একটানা... ঝুপ...ঝুপ...ঝুপ। একটা লণ্ঠন মৃদু আলোর থেকেও বেশি কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে জায়গাটাকে আরও রহস্যাবৃত করে তুলেছে। একটানা মাটি কোপাতে কোপাতে বিরক্ত দুজনেই। প্রথমজন হঠাৎ ওদের ভাষাতে বলে—'কোই গলতি তো নেহি হুয়া ভাই! আমরা কিছু ভুল করছি না তো?'

'না, আমি ওই ভাঙা পাথরের নামের ফলকটা দেখেছি। এটাই সেই কবর। দিনের বেলা এসে দেখে গিয়েছিলাম এই শতাব্দীপ্রাচীন কবর।'

হঠাৎ মাটির বুকে কোদালের আওয়াজ কানে লাগে, ঠক ঠক শব্দ হয় কবরের বুকে, ওরা বসে পড়ে দু-হাতে ভেজা মাটি সরাতে থাকে। ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে

নীল একটা বিদ্যুতের রেখা ঝলসে ওঠে, সেই আলোতেই পরিষ্কার দেখা যায় শতাব্দী-প্রাচীন ভগ্ন কবরটা। সেগুন কাঠের কফিনের গায়ে পিতলের ফলকে জ্বলজ্বল করছে একটা নাম—'উইলিয়াম হ্যারি, জন্ম ১৯০৪, মৃত্যু ১৯৩৯।' আশি বছর পরেও অটুট কাঠের কফিনে চিরনিদ্রায় শায়িত যুবক হ্যারি। করুণাময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে দু-মিনিট প্রার্থনা করে ওরা দুজন। প্রাচীন মৃতদেহর নিদ্রাভঙ্গ করার আগে এভাবেই ওরা জিশুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় প্রতিবার।

চারপাশটা যেন অসম্ভব গুমোট। হঠাৎ করে বাতাসও থমকে গেছে। আবছা আলোয় একটা ধোঁয়াশার চাদর রয়েছে ওদের ঘিরে। হঠাৎ একটা নিশাচর পাখি টি-টি করে তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। শাবলের চাড় দিয়ে দ্বিতীয়জন খুলে ফেলেছে সেগুন কাঠের কফিনটা। ক্যাঁ-চ করে একটা শব্দ কাঁপন ধরায় বুকের মাঝে। যদিও এ-কাজে ওরা পারদর্শী, বহুবার করেছে এর আগে, তবুও এই প্রথমবার কফিনটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বরফ শীতল বাতাস যেন ওদের শরীর ছুঁয়ে যায়। শিরদাঁড়া বরাবর এক শীতল অনুভূতির ছোঁয়া, কেমন একটা অস্বস্তি বয়ে আনে শরীর জুড়ে। শাবলটা ছিটকে পড়ে দ্বিতীয়জনের হাত থেকে।

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় হলদেটে প্রায় ছয় ফিটের বড়োসড়ো কঙ্কালটা যেন এখনই জেগে উঠবে। অক্ষিকোটরের মধ্যে দিয়ে সড়সড় করে একটা পাহাড়ি বিছা চলে যায় ভেতরে।

প্রথমজন দু-হাতে তুলে আনতে যায় কঙ্কালটা। কিন্তু কীসে যেন আটকে রয়েছে। দ্বিতীয়জন ভালো করে লক্ষ করে দেখে কঙ্কালের বুকের পাঁজর বরাবর আড়াআড়ি ভাবে গাঁথা রয়েছে একটি রুপোর সরু ছুঁচোলো ক্রুশ। যা তাকে আটকে রেখেছে ওই কফিনের সঙ্গে। মুহূর্তের জন্য থমকে যায় ওরা। কাজটা করা কি ঠিক হবে? কিন্তু টাকার অঙ্কটাও যে এবার বিশাল। সেটা মনে পড়তেই প্রথমজন হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয় রুপোর ক্রুশটা। আবার জোরে বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ওধারের একটা বহু পুরোনো দেওদার গাছ। সেই আলোয় দ্বিতীয়জনের মনে হয় ক্রুশের নীচটা যেন কালচে খয়েরি, ভেজা-ভেজা।

'আরে বুরবক, জলদি কর। বারিশ আনে সে প্যহলে লওট চল।' কঙ্কালটা তুলে নিতেই একটা ধূসর বিবর্ণ কাপড়ের বড়ো পুঁটলি চোখে পড়ে ওদের, এক সময় কাপড়টার রং ছিল লাল। দুজনের চোখ লোভে চকচক করে ওঠে, ওরা এক ঝটকায় ওটাও তুলে নেয়।

কফিন বন্ধ করে দ্রুত হাতে মাটি চাপা দিয়ে দুজন বেরিয়ে আসে। ওদের ঠিক পেছনে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে চলেছে ওরা টের পায় না। আবার খুব জোরে জোরে বাতাস বইতে শুরু করে, গাছপালা যেন ভেঙেপড়বে। ভাঙা গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে হাঁপাতে থাকে ওরা দুজন। ওদের পুরোনো গাড়িটা ছিল রাস্তায়, কঙ্কাল আর পোঁটলাটা পেছনে তুলে দিয়ে ওরা সামনে বসে। প্রথমজন স্টার্ট দিতেই একরাশ কালো

ধোঁয়া ছেড়ে গর্জন করে ওঠে গাড়িটা। একটু লাফিয়ে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে যায় ওদের নিয়ে পুরোনো গাড়িটা। তখনই এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে যায় পাশের গাছটা থেকে। গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই কয়েক মিনিট আবার সব শান্ত। হঠাৎ বহুদূর থেকে একটা কান ফাটানো বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে আসে। দূরে রাস্তার বাঁকে একটা বড়ো আগুনের গোলা যেন গড়িয়ে পড়ে হাজার ফুট নীচের খাদে। বাতাসে ভেসে আসে পোড়া মবিলের গন্ধ। বেশ কিছু পাখি ছটফট করে ওঠে গাছের ডালে।

দীর্ঘ আশি বছর পর কবরের বাইরে এসে শয়তান তার প্রথম বলি নিজেই খুঁজে নিয়েছে। জোড়া বলি নিয়ে বোধহয় সে তৃপ্ত। আস্তে আস্তে আবার সব শান্ত হয়ে যায়। শেষরাতের সাদা কুয়াশার চাদর ঢেকে ফেলে ভগ্ন চার্চ, কবরস্থান, পাহাড় সব কিছু।

২

ডালহৌসি শহরের বাইরে পাইন বনের ভেতর পাহাড়ের গায়ে এক বহু পুরোনো ব্রিটিশ শৈলীর পাথরের বাংলো বাড়ি। সামনে সুন্দর সাজানো বাগানে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। মরশুমি ফুলের শূন্য টবে আগাছার দল মাথা তুলেছে। এক কোণে পাথরের ছোট্ট পুকুরে জল শুকিয়ে গেলেও কাদার বুকে কয়েকটা শীর্ণ ওয়াটার লিলি ফুলের ঝাড় এখনও বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। কুঁড়িও এসেছে কয়েকটা। একসময় হয়তো এই জলাশয়ে খেলে বেড়াত রঙিন মাছের ঝাঁক। ছোট্ট কাঠের সাঁকোতে বহুদিন আগে শেষবার রঙের প্রলেপ পড়েছিল বোঝা যায়। রোদ-জল-ঝড়ের অত্যাচারে আজ তা বিবর্ণ।

লাল টালির চালের এক কোণে বাহারি চিমনি দেখলে বোঝা যায় মালিক ছিলেন বেশ শৌখিন। কিন্তু আজ তাতে বাসা বেঁধেছে এক জোড়া ঘুঘু। এতেই বোঝা যায় ফায়ার প্লেসটা ব্যবহার হয় না বহুকাল। রঙিন কাচের জানালায় মলিন পর্দা ঝুলছে। কাচের জানালা চুঁইয়ে কোণের ঘর থেকে ভেসে আসছে হলুদ বাল্‌বের আলো। সেই টিমটিমে আলোয় দেখা যায় ঘরের কোণে একটা ব্রিটিশ আমলের খাটে শুয়ে রয়েছে এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ। সাদা গোঁফ-দাড়ির আড়ালে কোঁচকোনো চামড়ায় বয়েসের বলিরেখার ছাপ স্পষ্ট। ম্যাক ঝুঁকে পড়েছে বৃদ্ধের ওপর। ফিশফিশ করে বৃদ্ধ একটানা উচ্চারণ করছে কিছু। ম্যাকের চোখে চকচকে লোভ।

ম্যাক ইংরেজিতে বলে—'কোথায় আছে সেগুলো? বলুন আমায়।'

একটানা কথা বলার ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে বৃদ্ধর। গলার ক্রুশটা শক্ত করে ধরে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বার হয় শুধু। বড়ো করে একটা দম নেয় বৃদ্ধ, আবার কিছু একটা বলেই এলিয়ে পড়ে। মাথাটা কাত হয়ে যায়, চোখ স্থির।

দুবার ঝাঁকিয়েও আর সাড়া পায় না ম্যাক। রাগে নিজের হাতের চেটোতে ঘুসি মারে

সে। বৃদ্ধ কবরে যাবে বলে পা বাড়িয়েই ছিল। কিন্তু কী বলল এই শেষ মুহূর্তে। এই বৃদ্ধই ছিল জিনিসটা পর্যন্ত পৌঁছোনোর একমাত্র আশা। এর ভরসাতেই এদেশে পা দিয়েছিল ম্যাক। কিন্তু কী বলল ও শেষ সময়ে?

বৃদ্ধর রিডিং টেবিলটা তন্নতন্ন করে খোঁজে ম্যাক। আলমারি, লকার এমনকি বিছানার নীচে জুতোর র‍্যাক সব খুঁজে দেখে। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়। ডায়েরিগুলোয় শুধুই ডাক্তারের নম্বর, ওষুধের বিল, খাবারের হিসাব নয়তো নার্সের হিসাব। দু-একটা বিবর্ণ পুরোনো চিঠি রয়েছে ওর ভাই-বোনেদের। বৃদ্ধ বিয়ে করেনি। পরিবারে কেউ নেই। শেষ জীবনে এই বাংলোটা পেয়েছিল এক আত্মীয়ের থেকে। একটা অংশ টুরিস্টদের ভাড়া দিয়েই ওর চলত।

চিঠিপত্র, বিল সব খুঁজেও ম্যাক কোনো হদিস পায় না। অথচ এই লোকটার কথাই ম্যাক শুনেছিল। বিবর্ণ রং চটা সোফায় বসে এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকে ম্যাক।

মনে পড়ে বৃদ্ধ শেষ সময় হাতে ধরেছিল ক্রুশের লকেটটা শক্ত করে। ঈশ্বরকে স্মরণ করছিল! এখনও লকেটটা ওর শিথিল হাতের মাঝে ঝুলছে।

হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে ও। একটানে খুলে আনে কালো সুতোয় বাঁধা রুপোর লকেটটা, চাপ দিতেই দু'ভাগ হয়। একটা ছোট্ট তুলোটে কাগজে কিছু শব্দ, একটা চার্চের নাম-ঠিকানা। নামটা পড়ে ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে পেছনের দরজা দিয়ে। বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আবার-না ফেঁসে যেতে হয়। তা ছাড়া এখন বুড়োর পারলৌকিক কাজ রয়েছে। আত্মীয় বললে ওকেই দায়িত্ব নিতে হবে। বড়ো টুপিতে মুখ ঢেকে নিজের ভাড়ার গাড়িটা নিয়ে ও ফেরার পথ ধরে। ভাগ্যিস এখানে বাংলোগুলো ফাঁকা ফাঁকা! মনে হয় কেউ দেখেনি গাড়িটা।

পরদিন ভোরে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ম্যাক অবাক, এত বড়ো বিস্ময় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল ও বোঝেনি। কয়েকদিনের ভেতর কেউ কবরটা খুঁড়েছিল। একদম টাটকা মাটি চাপা দেওয়া ফাঁকা কফিন। নামটা এখনও জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু কে এসেছিল ওর আগে? কে লুঠ করল কবরের সেই অমূল্য সম্পদ?

সে ছাড়া আর কে জানে জিনিসটার কথা! ওদের বংশের কেউ কি তবে এখনও রয়েছে বেঁচে? কিন্তু সুদূর সুইডেন থেকে সে একাই এতদিন পর ছুটে এসেছে জিনিসটার খোঁজে। তবে কি কবর-চোরেরা ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে জিনিসটা? এদেশে ভাষা একটা প্রধান সমস্যা, ম্যাক এখানকার ভাষা বোঝে না, ওর সুইডিশ টানে ইংরেজি উচ্চারণ অনেকেই বোঝে না। তা ছাড়া বিদেশির কাছে ঘরের কথা বলতে চায় না কেউ বড়ো একটা। কিন্তু এতদূর এসে ম্যাক হেরে যাবে এটা হতেই পারে না। ম্যাককে খুঁজে বার করতেই হবে জিনিসটা। যেভাবেই হোক, এত কাছে এসে এভাবে হাতছাড়া করতে পারবে

না ওই অমূল্য সম্পদ। এই ফাঁকা কফিনই প্রমাণ যে ম্যাক সঠিক পথেই এগোচ্ছে। ও ওর লক্ষ্যের খুব কাছেই পৌঁছে গেছে। এবার ভালো করে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৩

পাথরের খাঁজে চকচকে কিছু একটা আটকে রয়েছে দেখে এগিয়ে গিয়েছিল পদম। জিনিসটা তো একটা রুপোর ক্রুশ, তার একটু নীচেই দুটো বড়ো পাথরের ফাঁকে একটা বহু পুরোনো কাপড়ের পুঁটলি। ভেড়াগুলোকে একবার দেখে নিয়ে ঝরনাটা পার হয়ে পদম লাফিয়ে নামে খাঁজটায়, রুপোর ক্রুশটা ভারী অদ্ভুত। নীচটা ছুঁচোলো। পেরেকের মতো। পুঁটলিটা খুলতে গিয়ে বোঝে কাপড়টা বহু পুরোনো, পচে এসেছে। খুলে ও দেখে বহু পুরোনো কয়েকটা বইয়ের পাতা, তবে কাগজ নয়। কিছুর চামড়া, কয়েকটা পাতায় আবার পোড়া দাগ। লেখাগুলো ঝাপসা হলেও পড়া যায়। তবে লিপিটাও ওর অচেনা, ওদের ভাষা নয়। পুঁটলিটা আর বেশ বড়ো ক্রুশটা নিয়ে ও ফিরে আসে। আগের দিন পাহাড়ের ঢালে ঝরনার কাছে একটা পোড়া ভাঙা গাড়ি দেখতে পেয়েছিল ও, পুলিশও চোখে পড়েছিল। দিন দুই আগে ঘটেছিল একটা দুর্ঘটনা, এমন দুর্ঘটনা এদিকে মাঝেমধ্যে হয়। ভেড়াগুলোকে নিয়ে ফিরতে হবে এবার। ওদের গাঁওয়ে যে দুজন পড়ালিখা আদমি আছে তাদের দেখাবে ও পাতাগুলো। ওর কুকুর শেরু হঠাৎ সব লোম খাড়া করে কেমন গরর গরর শব্দ করছে। অন্য দলের কুকুর বা চিতা দেখলে এমন করে শেরু। সন্ধ্যা নামতে বেশি দেরি নেই। তাড়াতাড়ি ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ও গাঁয়ের পথ ধরে।

ভীমাচাচা অল্প পড়ালিখা জানে। আর আছে জোহান, ও শহরে কাজ করে। ওদের দেখাতে হবে জিনিসগুলো। ঈশান কোণে দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করছে একটা কালো মেঘ। বাতাস থমকে গেছে। দ্রুত পা চালায় পদম।

শেরুকে দিয়ে ভেড়াগুলোকে খামারে ঢুকিয়েই ও আগে ছোটে ভীমাচাচার বাড়িতে। আম্মা এখনও কাজ থেকে ফেরেনি।

জিনিসগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ভ্রূ কোঁচকায় ভীমা। লিপিটা ঠিক কী? পুরোনো কোনো ভাষা, ইংরেজির সঙ্গে কয়েকটা অক্ষর মিললেও ইংরেজি নয়। তবে কয়েকটা বর্ণ ইংরেজির মতো। আর চামড়াটা ভেড়া, ঘোড়া বা গাধা জাতীয় কোনো প্রাণীর। লেখাটা যে বহু পুরোনো বোঝা যায়। ঝলসে গেছে কিছু চামড়া, তবে সেটাও বহু আগে। রুপোর ক্রুশটা অনেকটা গজালের মতো। তবে তার গায়েও কিছু খোদাই করা রয়েছে। এই বর্ণগুলো ইংরেজি মনে হয়। এত সূক্ষ্ম, পড়া যায় না। জিনিসটা বেশ পুরোনো ও ভারী। আপাতত জিনিসগুলো রেখে পদমকে বলে কাল একবার পাশের গাঁয়ের চার্চের ফাদারকে দেখিয়ে আনবে না হয়! আর এখনই কাউকে কিছু না বলতে। পদম মাথা নেড়ে চলে যায়। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে ছেলেটার।

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন গুমোট হয়ে উঠেছে। ঝড়ের আগে এমন হয়। আকাশের কোণে কালো মেঘটার শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে ধীরে ধীরে। সব কিছু গুছিয়ে কাগজে মুড়ে লুকিয়ে রেখে বারান্দায় এসে বসে ভীমা।

সামনেই বোধহয় অমাবস্যা, অন্ধকার চাদর ঢেকে ফেলেছে গোটা গ্রামটাকে। গ্রামের কুকুরগুলো কেমন করুণ স্বরে কাঁদছে। ভূমিকম্প বা প্রলয়ের আগে পশুরা এমন আচরণ করে। অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে ভীমার। ভীমা খেয়াল করে না ওর ঘরের পাশে একরাশ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাচ্ছে।

৪

ব্যাঙ্গালোর থেকে ফ্লাইটটা ছাড়তেই চার ঘণ্টা দেরি করেছিল। দিল্লি পৌঁছোতে জেকবের মাঝরাত হয়ে গিয়েছিল তাই। এত রাতে সুজানআন্টিকে বিরক্ত করবে না বলেই ও এয়ারপোর্টের বাইরে একটা হোটেল নিয়েছিল। রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে রুমে ঢুকেই ও ক্লান্ত শরীরটাকে নরম গদির পরিষ্কার বিছানায় ছেড়ে দিয়ে ভাবতে বসল আর একবার। আই.টি সেক্টরে কাজ করে জেকব। পরিবারে কেউ নেই। বাবা-মা বহুদিন গত হয়েছে। একাই মানুষ। আত্মীয় বলতে বাবার দিদি এই সুজানআন্টি, সে-ও একা। বিয়ে করেননি আন্টি। একটা দোকান আছে আন্টির পালিকা বাজারে, এখন অবশ্য কর্মচারীরাই দেখে ব্যাবসা।

গত সপ্তাহে আন্টি ফোন করে ওকে দিল্লি ডেকেছিলেন পরিবারের কোনো বিশেষ জিনিস দেবেন বলে। এই এক বিশেষ জিনিসের গল্প জেকব ছোটোবেলাতেও ঠাম্মার মুখে বহু শুনেছে। ওদের আদি বাড়ি ছিল সুইডেনে। বিশ্বযুদ্ধের সময় ওদের এক পূর্বপুরুষ উইলিয়াম জেমস স্মিথ পরিবার নিয়ে ভারতে চলে আসে। এর পর থেকে এখানেই থাকতে শুরু করে। সুইডেন থেকে সে নাকি সঙ্গে এনেছিল এক বিশেষ জিনিস। যা তাদের পরিবারের গুড লাক বলে মানত সবাই। কিন্তু ওঁর বড়ো ছেলে অর্থাৎ জেকবের গ্রেট গ্র্যান্ডপা-র বড়ো ভাই উইলিয়াম হ্যারি একদিন ওই বিশেষ জিনিসটা নিয়ে ভাগ্যের খোঁজে পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশে। আর ওই জিনিসটা চলে যেতেই পরিবারের ওপর আরও বড়ো দুর্যোগ নেমে আসে। আস্তে আস্তে বংশের অনেকেই নাকি মারা যায়। জেকবের বাবার জন্মের বহু আগের কথা এসব। জেকবের জন্মের পরেও অবস্থা বদলায়নি। একের পর এক বিপর্যয় চলতে থাকে, ওদের সময় খারাপ যাচ্ছিল। বাবা মারা যেতেই ওকে ওর মা মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল ছোটোবেলায়। তাই জিনিসটা ঠিক কী আন্দাজ করতে পারলেও সেটা ফেরত আনার উপায় কী ও কিছুই জানত না। সেই গ্রেট গ্র্যান্ডপা বেঁচে আছে কি না, কোথায় রয়েছে এসব নিয়ে বহু গল্প চললেও ওঁর হদিস কেউ পায়নি। আজ সুজানআন্টির ডাকে বারবার মনে পড়ছে ঘটনাগুলো।

তিনদিন আগে ওকে ফোন করে আন্টি বলেছিলেন উইলিয়াম হ্যারির সম্পর্কে কিছু বলতে চান। নামটা জেকব ভুলতেই বসেছিল। কিন্তু উইলিয়াম জেকব স্মিথের সেদিন নতুন করে মনে পড়েছিল গ্রেট গ্র্যান্ডপা-এর দাদার কথা। কিন্তু সেই গোপন জিনিসটা কি এত সহজে ওর হাতে আসতে চলেছে!

উত্তেজনায় সারারাত ঘুম হয় না ওর। পরদিন সকালে ও সুজানআন্টির সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে এক্সপ্রেস মেট্রো ধরে রওনা দেয়। আন্টির বাড়ি পৌঁছোয় অটো নিয়ে।

দশ বছর পর আন্টির সঙ্গে দেখা। ছোটোবেলায় এই গ্রেটার কৈলাসে থাকত জেকবরা। বাড়িটা বহু পুরোনো। একসময় একটা অংশ ভাড়া দেওয়া হয়েছিল।

সুজানআন্টির বয়স হয়েছে। শরীর খারাপ। জেকবকে দেখে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওকে শরবত খেতে দিয়ে আন্টি বলেন—'বংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী তুমি। আমাদের বংশের গায়ে যে অভিশাপ লেগেছিল তা দূর করার দায়িত্ব তাই তোমার। বংশের গায়ে যে দাগ লেগেছিল তার মাশুল সবাই দিয়েছি। তোমার বাবাও জিনিসটা উদ্ধার করতে গিয়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। কিন্তু তোমায় পারতেই হবে।'

জেকবের কাছে সবটাই হেঁয়ালি। ওর অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে সুজানআন্টি ওর দিকে একটা ডায়েরি এগিয়ে দেন। নীল ভেলভেটের জায়গায় জায়গায় পোকায় খাওয়ার দাগ স্পষ্ট। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। একটা বেশ পুরোনো সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে ডায়েরি থেকে।

জেকব ডায়েরিটা খুলেই দেখে প্রথম পাতায় লেখা উইলিয়াম জেমস স্মিথের নাম। এটা তো তার গ্রেট গ্র্যান্ডপা-এর বাবার ডায়েরি। এই ডায়েরি আন্টি পেল কোথায়?

'বহু বছর আগের ডায়েরি এটা। আমি ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সে অনেক বই-পত্রর ভেতর এটা খুঁজে পাই। আমি পড়েছি সবটা। কিন্তু এ কাজ তোমায় করতে হবে। না-হলে এই বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর নরকের শয়তানের হুকুমত কায়েম হবে এ দুনিয়ায়। সারা দুনিয়ার কথা ভেবে তোমায় এই অসাধ্য-সাধন করতেই হবে।' অল্প হাঁফাচ্ছিলেন সুজানআন্টি।

জেকব তখনও জানে না ডায়েরির ভেতর কী রহস্য অপেক্ষা করে রয়েছে ওর জন্য। তবে পরিবারের সেই গুপ্ত জিনিসের সন্ধান রয়েছে তা বুঝতে পেরেছিল।

আন্টির বাড়িতে বসেই ডায়েরিটা পড়া শুরু করে ও। জেমস স্মিথের হাতের লেখা মুক্তার মতো ঝরঝরে। যে গোপন জিনিস নিয়ে ওঁর ছেলে উইলিয়াম হ্যারি যুবক বয়েসে পালিয়েছিল সে সময়ের পর লেখা শুরু হয়েছে। প্রথমেই উনি লিখেছেন,

'ঈশ্বর হ্যারিকে রক্ষা করো। ও বোকা, লোভের বশে ও যা করতে চলেছে তা বিপর্যয় ডেকে আনবে। হয়তো আমারই পাপের ফল আমি ভোগ করতে চলেছি। জিনিসটা

সুইডেনের বাইরে আনাই আমার উচিত হয়নি। হ্যারিকে এত কথা বলাও উচিত হয়নি। জিনিসটার প্রতি ওর প্রবল আগ্রহ এবং কৌতূহল দেখে আমি বলে দিয়েছিলাম পাতাগুলোর কথা। ও যে ওগুলো পড়ে দেখবে আমি ভাবিনি। ও এখন শয়তানের দাস। ঈশ্বরের ওপর ওর আর আস্থা নেই।

ওই পাতাগুলো শয়তানের দলিল। করুণাময় ঈশ্বরের ওপর কারওর বিশ্বাস হারানো মহাপাপ। ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু শয়তান নিজেকে প্রমাণের জন্য ওই দলিল নিজে হাতে লিখেছিল। ঈশ্বরের থেকে শয়তান নিজেকে বড়ো ভাবে। সে ভেবেছিল ওই বই লিখলেই ঈশ্বরের উপাসকরা ঈশ্বরকে ছেড়ে তার আরাধনায় মেতে উঠবে। কিন্তু শয়তান কখনও ঈশ্বরের জায়গা নিতে পারে না। ভয় আর ভয়ংকরকে আপন করে নেওয়া সহজ নয়। শয়তানের ভয়ংকর রূপ, যা শয়তান নিজের হাতে এঁকে গেছে তা দেখে সবাই ভয় পায়, ভয়কে জয় করে গ্রহণ করতে চায় না। ওই বইতে শয়তান মানুষের প্রচুর উপকারের কথা লিখেছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিল তথ্য এমন কিছু ঔষধির কথা রয়েছে, যা মানুষকে নবজীবন দান করবে। কিন্তু একটা অংশে ছিল শয়তানের কথা, তাকে আহ্বানের নিয়ম। কী করে নিজের রক্ত দিয়ে শয়তানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয় সেসব কথা। ঈশ্বরের নির্দেশে সেই অংশটুকুই আমরা যুগ যুগ ধরে জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বইয়ের ওই অংশটুকু কারওর কোনো উপকারে আসবে না দেখেই ওই পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা। কিন্তু শয়তানের সৃষ্টিকে এত সহজে ধ্বংস করা যায় না, শয়তান যে নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা। আমি চাকরির জন্য বাধ্য হয়ে বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবার নিয়ে ভারতে চলে আসি। শুনেছিলাম এদেশ ঈশ্বরের কৃপায় ধন্য। অসংখ্য তান্ত্রিক আর তন্ত্রমন্ত্র, জাদুবিদ্যার চর্চা হয় এদেশে। পাতাগুলোর কথা এদেশে কেউ জানবে না। ওই রহস্য লুকোনো থাকবে আমাদের হৃদয়ে। করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে সফল হই এদেশে এসে। ঈশ্বরের করুণায় সৌভাগ্য বয়ে আসে আমাদের জীবনে। ভারতে এসে সব ঝড় থেমে যায়।

কিন্তু সেদিন বুঝিনি অশান্তির বীজ বড়ো হচ্ছে ঘরের ভেতর। হ্যারি যে পাতাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এমন চরম পদক্ষেপ নেবে কখনোই ভাবিনি। ওর বয়স অল্প, রক্ত গরম। কৌতূহল চরম। তাই বলে শয়তানের উপাসনা করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বাধা দিতেই ও যে পাতাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাবে ভাবিনি। ও তিব্বতের দিকে গেছে। কারণ প্রাচীন তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান তিব্বত। ও শয়তানকে জাগাতে বদ্ধপরিকর। যতদিন পাতাগুলোকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল আমাদের পরিবারের উপর। কিন্তু যেদিন থেকে ও পাতাগুলো নিয়ে চলে গেল, আমাদের ঈশ্বরও বিদায় নিয়েছে বোধহয়। এত বিপদ চারদিক থেকে আসবে কল্পনাও করিনি। এদেশে আর আমাদের থাকতে দেবে না। আমার এক ভাই পরিবারসহ ফিরে যাবে ঠিক করেছে। ছোটোপুত্র

বব যুদ্ধক্ষেত্রে, এখন কোথায় খোঁজ নেই। হ্যারিকে কে বোঝাবে এসব। কেউ যদি তাকে বুঝিয়ে ফেরাতে পারে... কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো যদি আবার গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে হয়তো এ পৃথিবী রক্ষা পাবে। আবার বলছি শয়তানের দলিলের ধ্বংস নেই। পুড়বে না, ছেঁড়া যায় না, জলে ডোবে না। শয়তান নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা। তাই শয়তানকে লুকিয়ে রাখতে হবে লোকচক্ষুর আড়ালে। শয়তানের উপাসককে ধ্বংস করতে হবে। আমি হ্যারির পিতা হয়ে ওর মৃত্যুকামনা করছি। কোডেক্স গিগাসকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার পরিবারের। আমার পরিবারকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পড়তে পড়তে চমকে উঠছিল জেকব। জিনিসটা যে এমন সাংঘাতিক ও আশা করেছিল, কিন্তু এত সহজে ও হদিস পাবে ভাবেনি। জিনিসটা ওকে উদ্ধার করতেই হবে।

৫

পুরোনো দিল্লির শেষ প্রান্তে নালার মতো নোংরা যমুনা নদীর ধারে একটা বস্তির ভেতর দোতলা ইট বের-করা বাড়িটার সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামল কালো প্যান্ট-শার্ট পরা ঢ্যাঙা লোকটা। কথামতো একশো টাকা বেশি নিল পাঞ্জাবি ড্রাইভার। এসব বস্তিতে আসতেই চাইছিল না সে। লোকটা এসব জায়গা কিছুই চেনে না। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই দেখল ফাদার থমাস আর সাদা পোশাক পরা দুজন লোক বসে রয়েছে। ফাদার ওকে দেখে বলল—'একটু দেরি করলে কতটা ক্ষতি হয় দেখলে তো? জিনিসটা তোমার নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

লোকটা বলল, 'কিন্তু আমি দুজনকে পাঠিয়েছিলাম। ওরা হয়তো পেয়েও ছিল। একটা দুর্ঘটনা সব শেষ করে দিল।'

'তোমার নিজে যাওয়া উচিত ছিল। আসলে যারা শয়তানের উপাসক নয় তাদের শয়তান সহ্য করে না অনেক সময়। শয়তান সব সময় রক্ত চায়, ছায়া-শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে সে ক্লান্ত। ওরা নিশ্চয়ই কিছু ভুল করেছিল। তার মাশুল গুনেছে জীবন দিয়ে। এবার তোমরা নিজেরা যাবে। আর শুনে রাখো, জিনিসটা শয়তানের সৃষ্টি, তাই ওর ধ্বংস নেই। তার মানে যেখানে গাড়িটার দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানেই আশেপাশে কোথাও থাকবে।'

বাকি দুজন মাথা নাড়ে।

ফাদার থমাস বলে, 'আমি সারাটা জীবন ধরে ওটার পেছনে ঘুরেছি, তিব্বত থেকে নেপাল, সিকিম, হিমাচল কোথায় যাইনি! অথচ জিনিসটা এদেশেই ছিল। তোমায় আনতে পাঠিয়েই ভুলটা করেছি জন। কিন্তু এবার আর ভুল নয়। শয়তানকে স্মরণ করে তোমরা তিনজনেই যাবে হিমাচল। খুঁজে আনবে সেই দলিল। এখন তোমাদের প্রতিযোগী কম।

আমি চাই না আর বাড়ুক। জিনিসটার কথা যত কম লোক জানবে তত ভালো। আজ রাতেই আলাদা আলাদা ভাবে তিনজন যাবে। ওখানে গিয়েও আলাদা করে খোঁজ করবে। রকি আর বিকি তোমরা সব দিকে লক্ষ রাখবে। আর তুমি জন... এবার কোনো ভুল নয়। কোডেক্সের পাতাগুলো আমার চাই-ই চাই।' ফাদারের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে।

—কিন্তু ফাদার... জন কিছু বলতে যাচ্ছিল। ফাদারের হাড়হিম করা কণ্ঠ ভেসে আসে ওর কথার মাঝেই।

—নো কিন্তু, যা বলছি তাই হবে। ওই এলাকা চষে ফেলো। গ্রামগুলো ঘুরে ঘুরে খোঁজো। গাড়িটা যদি পাও ভেতরেও খুঁজবে। আশেপাশে চিরুনি তল্লাশি চালাও। আমরা শয়তানের উপাসক। জানবে ভগবানের দেখা পাওয়া কঠিন। কিন্তু শয়তান তার উপাসককে কখনও নিরাশ করে না। শয়তানকে মন-প্রাণ দিয়ে ডাকলে সে আসবেই।

জন মাথা নামিয়ে নেয়। বিকি চুপ করে থাকে। ফাদার বলে, 'আমি শুনেছি আমাদের গুপ্ত সংগঠনের একজন মাথা নিজে আমাদের ওপর নজর রাখছে এইবার। তাকে কেউ চিনি না কিন্তু, তাই সাবধান। কোনো ভুল নয়। সব সময় চোখ-কান খোলা রাখো সবাই।'

—আমাদের সবার সঙ্গে তো সংগঠনের সব সদস্যর পরিচয় নেই। তাই বলছিলাম... জন কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু ফাদারের তাকানো দেখে চুপ করে যায়।

—তোমাকে এই গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি আমি, ওটাও আমার ওপর ছেড়ে দাও। প্রয়োজন পড়লে করাব। বেশি জানতে চেয়ো না একদিনে। অনেককে আমিও চিনি না। বুঝেছ? ফাদার কেটে কেটে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

বেশ কিছু আলোচনার পর মাঝরাতে সভা ভঙ্গ হয়। বিকি আর রকি ট্রেনে যাবে ভোর রাতে। আর জনকে ভোরের অমৃতসরের ফ্লাইট ধরে বাই রোড ম্যাকলয়েডগঞ্জ যেতে বলে দিল ফাদার।

সভা শেষে শয়তানের একটা ছবি বার করে ফাদার। নিজের গলার চেনে ক্রুশের বদলে রয়েছে একটা ছোট্ট চাকু, তা দিয়ে সবার বাঁ-হাতের মধ্যমা চিরে দিল সে। দু-ফোঁটা করে রক্ত সবাই ফেলে শয়তানের ছবিতে। দেখতে দেখতে ব্লটিং পেপারের মতো রক্ত শুষে নেয় কাগজ। শয়তানের ছবিটা উজ্জ্বল হয়। বিড়বিড় করে ওরা বলে 'শয়তান দীর্ঘজীবী হোক।' সব সভার শেষে শয়তানকে রক্ত দান ওদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

ফেরার পথে ফাদারের ফোনে একটা ফোন আসে, ফাদার ধরতেই এক গম্ভীর গলা ইংরেজিতে বলে, 'জিনিসটা পেয়েও হারালে? আর কি তোমার উপর ভরসা করা যায়?'

'আমার মনে হয়েছিল সে এত বছর অভুক্ত, প্রথম যে ওটায় হাত দেবে সে হবে প্রথম বলি। তাই খুব বিশ্বস্ত কাউকে পাঠাইনি। ভাড়া করা লোক নিয়েছিলাম। তা ছাড়া শিয়োর ছিলাম না যে ওখানেই থাকবে কিনা।' ফাদার থমাস ঢোক গেলে। এই গলার মালিককে কখন দেখেনি সে, কিন্তু গলাটাকে খুব ভয় পায়।

'এখন কী করে শিয়োর হলে?' চাপা কিন্তু গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসে।

রুমাল দিয়ে মুখ মোছে ফাদার, এর কী উত্তর দেবে? যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছে ততক্ষণ কিছুই বলা যাবে না। এত বছর ধরে খুঁজেও তো পায়নি ফাদার, মুখে বলে, 'শয়তান নিজের বলি নিজেই খুঁজে নিয়েছে, যে কেউ ওটা হাতে পেলেই শয়তানের নজর পড়বে তার ওপর। শয়তানের রক্ততৃষা এত সহজে মিটবে না। আমাদের অন্যরকমভাবে খুঁজতে হবে।' ওধারের ফোন কেটে যায়। ফাদার স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

৬

জেকব রাতটা সুজানআন্টির বাড়িতেই থেকে গেছিল। আন্টির থেকেই আরও অনেক দরকারি কথা ও জেনে নিয়েছে। ওদের গ্রেট গ্র্যান্ডপা তিব্বত থেকে দশ বছর পর নাকি ধরমশালায় ফিরেছিল। ওঁর এক বন্ধু ছিল ওদিকের কোনো গ্রামে। তার কাছেই ছিল দু-মাস মতো। ওখানেই এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় উইলিয়াম হ্যারির। আসলে ওর মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছিল। ওর মৃত্যু ওভাবেই লেখা ছিল হয়তো।

রাতে খাওয়ার পর জেকব নিজের ঘরে এসে ওর ল্যাপটপটা খোলে। টাইপ করে কোডেক্স গিগাস, শয়তানের বাইবেল। একটা ভীষণ-দর্শন ছবি ভেসে ওঠে মনিটরে। ও পড়তে পড়তে ঢুকে যায় ইতিহাসের পাতায়।

বহু যুগ আগে এমনই এক আঁধার রাতে হারম্যান রিক্যুলাস নামে বোহেমিয়ার বেনেডিক্ট পোডলাজাইসের আশ্রমের একজন সন্ন্যাসী লিখেছিল এই 'কোডেক্স গিগাস।' বেনাডিক্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রমের নিয়ম বড়ো কঠিন। হারম্যান রিক্যুলাস মনপ্রাণ দিয়ে সব নিয়ম পালন করত। কিন্তু ঈশ্বরের বোধহয় অন্য কিছু ইচ্ছা ছিল। এক জল-ঝড়ের রাতে হারম্যান রিক্যুলাস যখন গ্রামের পথে ফিরছিল, এক গাছতলায় ও দেখে সিক্ত-বসনা এক সদ্য যুবতি ভয়ে কাঁপছে। সন্ন্যাসীর সৌম্যকান্তি চেহারা ও যাজকের পোশাক দেখে যুবতি সাহায্য চায়। বলে যে পাশের গ্রামেই তার বাড়ি। সে এই গ্রামের হাটে এসেছিল কিছু জিনিস বিক্রি করতে। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্যোগে সে আটকে পড়েছে। এত রাতে একা বাড়ি ফিরতে পারছে না আর।

সন্ন্যাসী জানত তার কঠোর জীবনে নারীদের অনুপ্রবেশে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু প্রভু জিশু বলেছেন শরণার্থীকে সব সময় রক্ষা করতে হয়। তাই হারম্যান রিক্যুলাস প্রভুকে স্মরণ করে সেই যুবতির দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়। সারাটা রাত একটা ঝাঁকড়া মালবেরি গাছের নীচে বসে কাটায় দুজনে। মেয়েটি জানায় তার নাম জেনিয়া। হারম্যান রিক্যুলাস এর আগে কখনও কোনো নারীসঙ্গ পায়নি। আধো অন্ধকারে বিদ্যুতের চমকে অনাবৃত রহস্যের মতো মাঝে মাঝে সে দেখতে পাচ্ছিল সেই নারীকে।

জেনিয়ার সিক্ত পোশাকের বেড়াজাল ভেদ করে জেগে উঠেছে ওর শরীরের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি খাঁজ। সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মতো তার দুই স্তন পোশাক ভেদ করে

বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভেজা সোনালি চুলের গুচ্ছ থেকে টপটপ করে জল ঝরছে। ভেজা লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট যেন টিউলিপ ফুলের পাপড়ি। কিন্তু সেদিকে তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছিল হারম্যান রিক্যুলাস। মাঝে মাঝেই আকাশের বুক চিরে রুপালি আলোর রেখা হিজিবিজি লিখে চলেছে। হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে সামনেই একটা বাজ পড়তে জেনিয়া আচমকা জড়িয়ে ধরে হারম্যানকে। ভীত চকিত হারম্যানের বাধা দেওয়ার ছিল না কোনো ক্ষমতা। সামনের বড়ো সিডার গাছটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। সেই আগুনের উত্তাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দুই যুবক-যুবতির শরীরে। প্রভু জিশুকে একমনে ডেকে চলেছিল হারম্যান রিক্যুলাস। সন্ন্যাস জীবনের প্রতি সে দায়বদ্ধ। একনিষ্ঠ যে জীবন-যাপনে সে অভ্যস্ত, সেখানে নেই কোনো নারীর প্রবেশাধিকার। কারণ সে প্রভুর সেবক। অতি কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয় হারম্যান রিক্যুলাস। জেনিয়াও লজ্জিত। কিন্তু প্রকৃতির রোষানলে দুই যুবক-যুবতি ভেতর ভেতর পুড়ে চলেছে।

আস্তে আস্তে সেই অভিশপ্ত রাত্রি কেটে ভোর হয়, কমে আসে দুর্যোগ। জেনিয়াকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যায় হারম্যান রিক্যুলাস। বেনাডিক্টান সন্ন্যাসীদের কঠোর জীবনে ফিরে আসে আবার। কিন্তু সেই রাতের মিষ্টি স্মৃতি বারবার ফিরে ফিরে আসে হারম্যানের মনে। সব কাজে ভুল হয়ে যায়। প্রভুর সেবা করতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে বারবার। শয়নে স্বপনে জাগরণে একটাই মুখ বারবার ভেসে ওঠে। যুবতির সিক্ত শরীর, ওর আঘ্রাণ, ওর ভেজা চুলের গন্ধ বারবার সাধনাতে ব্যাঘাত ঘটায়। হারম্যান রিক্যুলাস নিজের প্রতি নিজেই বিরক্ত। এ কী হল তার সঙ্গে! বারবার প্রভুর কাছে ক্ষমা চায় সে।

কিন্তু এক সপ্তাহ পর গ্রামের হাটে আবার দেখা জেনিয়ার সঙ্গে। ও হাঁসের ডিম আর খেতের সবজি নিয়ে এসেছিল বিক্রি করতে। হারম্যান রিক্যুলাসকে দেখেই এগিয়ে আসে। ওর নিষ্পাপ হাসি আর সারল্য মাখা আহ্বান এড়িয়ে যেতে পারে না যুবক হারম্যান। এদিকে ওর দুই সন্ন্যাসী সঙ্গী লক্ষ করে ওদের।

আবার দুদিন পর গ্রামের পথে দেখা হয় জেনিয়ার সঙ্গে। এক ঝুড়ি ফুল নিয়ে ও চলেছে বাজারে। হারম্যানের মনে হয় তবে কি এ-ও ঈশ্বরের লীলা, না হলে বারবার তার সঙ্গে কেন দেখা হচ্ছে মেয়েটির! আগে তো হত না! মন ক্রমশ দুর্বল হতে চায়। সে নিজেকে শাসন করে সর্বদা।

এবার হারম্যান রিক্যুলাস নিজেকে আরও কঠোর তপস্যার পথে নিয়ে যায়। আশ্রম ছেড়ে আর বার হবে না ঠিক করে। কিন্তু তিনদিন পর জেনিয়া নিজেই চলে আসে ওদের উপাসনালয়ে। বাগানের ফুল আর ফল নিয়ে এসেছে সে প্রভুর জন্য। মেয়েটিকে দেখলে হারম্যান কেমন হয়ে যায় আজকাল। চাইলেও এড়িয়ে যেতে পারে না। আস্তে আস্তে

বিষয়টা অনেকের নজরে আসে। হারম্যান রিক্যুলাস নিজেও সেটা বুঝতে পারে। নতুন করে সাধনার মধ্যে দিয়ে নিজের দুর্বলতাকে কাটাতে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও বারবার জেনিয়া এসে দাঁড়ায় তার সামনে। মেয়েটিকে সে বুঝিয়ে বলে সে-কথা। একজন সন্ন্যাসীর জীবনে নারীর স্থান নেই জেনিয়াও জানে। কিন্তু হৃদয় যে সব সময় নীতিকথা শুনে চলে না। মেয়েটি অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেলেছিল হারম্যান রিক্যুলাসকে। বারবার সে হারম্যান রিক্যুলাসকে বোঝাতে চায় সে-কথা। বেরিয়ে আসতে অনুরোধ করে ওই কঠোর জীবন ছেড়ে। বলে যে সে জানে হারম্যানও তাকে ভালোবাসে। কিন্তু হারম্যান অটল। অবশেষে একদিন জেনিয়া শেষবারের মতো এসে দাঁড়ায়, বলে হারম্যান রিক্যুলাস যদি তাকে গ্রহণ না করে সে শেষ করে দেবে নিজের জীবন। হারম্যান ওকে অনেক বুঝিয়ে ফেরত পাঠায়।

কিন্তু পরদিন সকালে খবর আসে জেনিয়া আর নেই। সে হারম্যানের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে চায়নি। তাই বিদায় নিয়েছে এ পৃথিবীর বুক থেকে। হারম্যান রিক্যুলাস খবর শুনে পাথর হয়ে যায়। নিজেকেই দায়ী করতে থাকে এসবের জন্য। একটা তাজা প্রাণ এভাবে নষ্ট হয়ে যাক সে তো চায়নি। প্রভুর পায়ে নিজেকে অর্পণ করেছিল সে। কিন্তু এ কী হল! বারবার মনে হয় তবে কি তার পথ ভুল! ঈশ্বর কেন কেড়ে নিল একটা সতেজ প্রাণকে?

এদিকে মঠের অন্য সন্ন্যাসীরা হারম্যানের ওপর বিরক্ত হয়েছিল। সাধনারত অবস্থায় নিয়মভঙ্গ করায় তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। রাজা সব শুনে আদেশ দেন তাকে জীবন্ত গেঁথে ফেলা হোক দেয়ালে। অথচ হারম্যানের মনে হয়েছিল সে কোনো অন্যায় করেনি। মনে-প্রাণে প্রভু জিশুকে ডেকেও কোনো লাভ হয়নি। দেশের রাজা বিচারে ওকে জীবিত অবস্থায় কঠিন মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সে বারবার বলতে চেয়েছিল যে সে নির্দোষ। সে শুধু প্রভুর উপাসনাই করে গেছে, সেই নারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি কখনও। কিন্তু কেউ শোনেনি সেসব কথা।

তখন সে নিজে তার শাস্তি লাঘবের জন্য গুরু হারমেইনের শরণাপন্ন হয়। হারম্যান রিক্যুলাস গুরুকে বলে যে, এক রাতের মধ্যে তার অর্জিত যাবতীয় জ্ঞান দিয়ে মানুষের কল্যাণে সে একটা বই লিখবে। যে বইতে সৃষ্টিকর্তা আর মঠের গুণগান থাকবে, থাকবে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপকারী তথ্য। রোগ প্রতিরোধের উপায়। চিকিৎসার সব কথা। হারম্যান রিক্যুলাস ছিল প্রকৃত জ্ঞানী। তাই গুরু হারমেইন ওর সব শর্ত মেনে নেয়। শর্ত মেনে নিয়ে তাকে বই লেখার অনুমতি ও উপকরণ দেওয়া হয়। কিন্তু সময় দেওয়া হয় সেই একটি মাত্র রাত। তার মধ্যেই শেষ করতে হবে যাবতীয় লেখার কাজ।

কিন্তু মাঝরাত অবধি এসে হ্যারম্যান রিক্যুলাস দেখতে পায় সে মাত্র অর্ধেক পাতা লিখতে পেরেছে। প্রবল হতাশায় জিশুর প্রতি ক্ষোভ উগরে দেয় সন্ন্যাসী হারম্যান

রিক্যুলাস। সে নিজের কর্তব্যে অবিচল ছিল বলে একটা মেয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। নিয়ম ভাঙবে না বলেই সে জেনিয়াকে হারাল। অথচ তার আজ এই পরিণাম! বারবার জেনিয়ার কথা মনে পড়তে থাকে তার। মেয়েটা তাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। মনপ্রাণ সব সঁপেছিল তাকেই। অথচ সে পারল না সেই ভালোবাসার মর্যাদা দিতে। একটা সময় মনে হয় জেনিয়ার মৃত্যুর জন্য তো সে নিজেই দায়ী। আর ভাবার মতো সময় ছিল না। অবশেষে নিজের রক্ত দিয়ে শয়তানকে একটা চিঠি লেখে হারম্যান রিক্যুলাস। চিঠিতে সে শয়তানের কাছে সাহায্য কামনা করে যে, শয়তান যদি তাকে এই বই লিখে দেয় তবে সে তার আত্মা শয়তানকে দান করবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে কারাগারের ভেতর, মশালগুলো দপদপ করে নিভে যায় আস্তে আস্তে। ঘন অন্ধকারে একটা কালো ধোঁয়া পাক খেতে খেতে আবছা একটা অবয়ব তৈরি হয়। সশরীরে হাজির হয় শয়তান। শুরু হয় 'কোডেক্স গিগাস' লেখা।

ভোরের আগেই লেখা শেষ হয়ে যায় এই বিশাল বইটি। নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেবার জন্য নিজের হাতে শয়তান তার ছবি বইটির ২০৯ নং পৃষ্ঠায় এঁকে রেখে যায়। শয়তানের সাহায্যে লেখা বলেই একে 'শয়তানের বাইবেল' বলা হয়। বইতে চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ নানারকম জ্ঞানের কথা রয়েছে।

বইটি পরদিন কথামতো রাজার হাতে তুলে দেয় হারম্যান রিক্যুলাস। অবশেষে মুক্তি পায় সে। কিন্তু জেনিয়া তো আর নেই, তাই কথামতো শয়তানের হাতে নিজের আত্মা তুলে দেয় হারম্যান রিক্যুলাস।

৭

এতটা পড়ে হারম্যান রিক্যুলাসের জন্য খুব দুঃখ হয় জেকবের, মানুষটা জীবনে কিছুই পেল না। ঈশ্বর তাকে কৃপা করল না, প্রেমিকাকে সে হারিয়ে ফেলল, শয়তান তার প্রাণ নিয়ে নিল, তার নাম যে সৃষ্টির জন্য মহান হতে পারত তার সঙ্গেও শয়তানের নাম জুড়ে সেটাও অভিশপ্ত হয়ে থেকে গেল।

আবার গুগলের পাতাতে চোখ রাখে জেকব। বইটি ১৪৭৭-১৫৯৩ পর্যন্ত ব্রোমভ মনাস্টরিতে ছিল। বইটির প্রতি মোহ দেখে সম্মানস্বরূপ প্রাগের সন্ন্যাসীরা প্রাগ সম্রাট রুডলফকে বইটি উপহার দেয়। ১৬৪৮ সালে প্রাগের সঙ্গে ৩০ বছরের যুদ্ধ শেষে বিজয়ী সুইডিশ সৈন্যরা এই বই লুঠ করে স্টকহোমে সুইডিশ রয়্যাল লাইব্রেরিতে নিয়ে যায়। ৭ মে ১৬৯৭ সালে সুইডেনের রাজপ্রাসাদের লাইব্রেরিতে এক মারাত্মক আগুন লাগে। আগুনে বইটির কিছু পাতা পুড়ে যায়। কিছু পাতা বাতাসে উড়ে যায়। এই পৃষ্ঠাগুলো আর পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বইটি সুইডেনের জাতীয় গ্রন্থাগার স্টকহোমে সংরক্ষিত রয়েছে। বইয়ের সেই খোয়া যাওয়া কুড়িটা পাতার খোঁজেই অনেকে ঘুরছে পৃথিবী জুড়ে।

গ্রেট গ্র্যান্ডপা-র বন্ধুর ছেলের খোঁজে ডালহৌসি এসেছিল জেকব। ডালহৌসির মিঃ স্যামুয়েল জানতেন গ্র্যান্ড পার-র খবর। এমনটা সুজানআন্টি বলেছিল। গ্র্যান্ডপার-র মৃত্যুর সময় এই স্যামুয়েল ছিল পনেরো বছরের যুবক। কিন্তু কপালটাই খারাপ। প্রায় পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ স্যামুয়েল তার ডালহৌসি আসার দু'দিন আগেই মারা গিয়েছিল। শয়তানের অস্তিত্বর প্রমাণ বোধহয় একেই বলে। স্যামুয়েলের কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না।

জেকব এবার বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়েই বেরিয়েছিল। ডালহৌসি থেকে বেরিয়ে ও এসেছিল ধরমশালায়। কারণ স্যামুয়েলের ছোটোবেলা কেটেছিল এখানে। সেসময় যদি হ্যারি ওদের কাছে এসে থাকে! কিছু যদি জানা যায় তাই। আর ধরমশালার একটা অংশে প্রচুর তিব্বতি রয়েছে। জায়গাটা লিটল লাসা বলে মনে হয়। এই তিব্বতিদের তন্ত্রমন্ত্রর প্রতি টান এবং চর্চা ওর গ্রেট গ্র্যান্ডপাকে হয়তো এখানে টেনে এনেছিল।

কিন্তু খড়ের গাঁদায় সুঁচ খোঁজার মতো এভাবে ও কী করে খুঁজবে কোডেক্সের পাতাগুলো ভেবে পায় না। কোনো ক্লু নেই ওর কাছে।

সেদিন হোটেলে বসে একটা পেপার পড়তে পড়তে ওর চোখে পড়েছিল দুদিনের পুরোনো খবরটা। ছোট্ট একটা দুর্ঘটনার খবর হয়তো ওর চোখ এড়িয়েই যেত। কিন্তু ভাঙা গাড়িতে নাকি একটা শতাব্দীপ্রাচীন কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল প্রায় অক্ষত। আর লোক দুটো নাকি কবর থেকে মৃতদেহ সরাতে ওস্তাদ ছিল। কিন্তু এত প্রাচীন কঙ্কাল কেন তুলেছিল তা জানা যায়নি। তবে ফরেনসিক টিমের রিপোর্ট আরও রোমাঞ্চকর। এতদিন পর কঙ্কালটা পরীক্ষা করে ওরা বলেছে লোকটাকে নাকি জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। বুকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিক জাতীয় কিছু। আর মৃত্যুর সময়টা ওই ১৯৩৯/৪০। ওই সময় কালাজাদু, ডাইনি এসব সন্দেহ করে অনেককে এভাবে মেরে ফেলা হত। আর ওই সালটাও হিসাব মতো হ্যারির মৃত্যুর সঙ্গে মেলে। আর মৃত্যুটাও ভারী অদ্ভুত। তাই এই খবরটাই খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে জেকব। আশেপাশের কবরস্থানগুলোর ওই সময়কার নথিবদ্ধ মৃত্যুর তালিকার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ও পরিত্যক্ত কবরখানা আর সেন্ট মেরি চার্চের খবরটা পায়। প্রথমেই জেকব গিয়েছিল সেন্ট মেরি চার্চটা ঘুরে কবরখানাটা দেখতে। কাকতালীয়ভাবে হ্যারির মৃত্যুর পরের বছর থেকেই চার্চটা পরিত্যক্ত। জঙ্গলে ঢাকা কবরখানায় গত ৮০ বছর আর কাউকে গোর দেওয়া হয়নি। তবুও ভেজা মাটিতে রয়েছে পায়ের ছাপ। সিগারেটের পরিত্যক্ত প্যাকেট আর কিছু ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বানানো পথ ধরে ও গিয়ে দাঁড়ায় একটা ধুলোয় মিশে যাওয়া কবরের সামনে। কিন্তু ভেজা আলগা মাটি দেখেই বোঝা যায় আরও কেউ এসেছিল। দুহাতে ভেজা মাটি সরাতেই কফিনটা দেখতে পায়। পিতলের ফলকে এত বছর পরেও জ্বলজ্বল করছে নামটা।

জেকবের মনে হয় বাতাস থমকে গেছে। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। কেমন যেন বদলে গেছে পরিবেশ। দিনের বেলায় এমন থমথমে পরিবেশ ভয় ধরায় মনের ভেতর। একদল বাদুড় ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় ওর মাথার ওপর দিয়ে। সুজানআন্টির দেওয়া পারিবারিক রুপোর ক্রশের লকেটটা শক্ত করে ধরে ও দৌড়ে গাড়ির কাছে আসে। একমনে প্রভু জিশুর কথা স্মরণ করে গাড়িতে উঠে বসে। মেঘবিহীন আকাশে হঠাৎ রুপালি ঝিলিক। ভীষণ জোরে বাজ পড়ে চার্চের গায়ে। দুহাতে কান চেপে জেকব দেখে শতাব্দী-প্রাচীন চার্চের দেয়ালে ফাটল ধরছে ধীরে ধীরে। ড্রাইভারকে আর এক মুহূর্ত ওখানে না থেকে ও এগিয়ে যেতে বলে শহরের পথে। একটা অদৃশ্য অপশক্তি যে ওর আশেপাশে রয়েছে ও টের পায় ভীষণভাবে।

পরদিন ও একটু অন্যভাবে খোঁজ করে। ম্যাকলয়েডগঞ্জ বাজারে ও কিছু কিউরিয়ো শপ দেখেছিল। একটা ওষুধের দোকানও ছিল। তন্ত্রমন্ত্রর দোকানও রয়েছে। সেসব জায়গায় গিয়ে ও পুরোনো কঙ্কালের খোঁজ শুরু করে। বলে তন্ত্রসাধনায় লাগবে। কয়েকজন সন্দেহের চোখে দেখলেও কিছুটা কাজ হয়। দুটো ছেলে ওকে নিয়ে যায় একটা পুরোনো বাড়িতে। ও এবার পেপারে যে দুটো ছেলের খবর ছিল পরিষ্কার তাদের খোঁজ করে। বলে—‘ওরা আমায় একটা পুরোনো কঙ্কাল দেবে বলেছিল।’

‘সাব, ওরা পুরানা মুর্দার বিজনেস করত। কখনও তন্ত্রসাধনায় কখনও বা মেডিকেলে বেচত ওইসব হাড়গোড়। কিন্তু ও বহুত রিস্কি কাম সাব। আভি পুলিশ ভি জান গ্যায়া। তো মুশকিল হ্যায় থোরা।’ জেকবের চাপে এবং কড়কড়ে দুহাজারের গোলাপি নোটের গন্ধে ছেলেটা বলে এসব কথা।

কিন্তু ওরা কার জন্য কঙ্কালটা তুলেছিল কেউ জানে না। তবে এটুকু বোঝা যায় ওদের ওই কঙ্কালটাই তুলতে দেওয়া হয়েছিল। আগেই অনেক টাকা পেয়েছিল ওরা কাজটার জন্য। আর একজন নাকি এসেছিল ওই কঙ্কালটার খোঁজে। অবশ্য কঙ্কালটা এখন পুলিশের কাছে।

আবার খেই হারিয়ে যায় জেকবের। ‘কোডেক্স গিগাস’ কোথায় জানতেন ওর গ্রেট গ্র্যান্ডপা মিঃ উইলিয়াম হ্যারি। এই মুহূর্তে ওর কবরে হাত পড়েছে কিছু দুষ্কৃতীর। যে করেই হোক তাদের আগে ওকে খুঁজে বার করতেই হবে জিনিসটা। কিন্তু কোথায় খুঁজবে বুঝতে পারে না!

৮

পদম সকালে ভীমার বাড়ির সামনে দিয়ে ভেড়াগুলো নিয়ে চরাতে যাচ্ছিল। ওই বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে থমকে দাঁড়ায়। গ্রামের অর্ধেক লোক জমা হয়েছে ভীমার বাড়িটার সামনে। ওদের আলোচনা থেকেই পদম বুঝতে পারে আগের দিন রাতে বাজ পড়েছে

ভীমার বাড়িতে। ভীমা সেসময় বারান্দায় ছিল। জ্যান্ত ঝলসে গেছে। পদম চমকে ওঠে খবরটা শুনে। বাজ পড়ে মৃত্যু তো অপমৃত্যু! আম্মা বলে অপদেবতা বাজ ফেলে লোকেদের মারে। ভীমাচাচাকে ও আগের দিন বিকেলে যে জিনিসগুলো দেখতে দিয়েছিল তা থেকে কিছু হল না তো? আম্মা ওকে এর আগেও বলেছে কোথাও কিছু পড়ে থাকলে না তুলতে। তবে রুপোর ক্রুশ তো প্রভু জিশুর জিনিস। অপদেবতার সঙ্গে ওই পবিত্র ক্রুশের সম্পর্ক নেই। কিন্তু ওই চামড়ার লেখা জিনিসগুলো তবে কী ছিল?

এদিকে শেরু ওকে দাঁড়াতে দেখে গরর গরর করে আপত্তি জানায়। ওর প্যান্টটা কামড়ে ওকে টেনে নিয়ে চলে শেরু। কিন্তু পদমের মনে শান্তি নেই। ভেড়া নিয়ে বুগিয়ালের দিকে যেতে যেতে পদম ভাবতে থাকে ভীমাচাচার কথা। ঝরনার ধারের নতুন গজিয়ে ওঠা বুগিয়ালে ভেড়াগুলোকে ছেড়ে ও একটা বড়ো পাথরে উঠে বসে। বৃষ্টিতে ঝরনার জল বেড়েছে। ঘোলা জলের স্রোত নেমে আসছে ওপর থেকে। কচি ঘাসের ডাঁটি চিবোতে চিবোতে ও ভাবছিল ঘটনাগুলো পর পর।

হঠাৎ দেখে দুটো অচেনা লোক ঝরনাটার ওপাশে ঘোরাঘুরি করছে। কদিন আগেই ও দেখেছিল একটা গাড়ি এখানে পড়ে গিয়েছিল। পুলিশ ভাঙা গাড়িটা তুলতে পারেনি। তবে বডি নিয়ে গেছে। এরা ভাঙা গাড়িটার ভেতর খুঁজে দেখছে। ওই খাদের গায়ে ঝুলন্ত ভাঙা গাড়িতে ওই লোক দুটো উঠলে গাড়িটা এখনই আবার গড়িয়ে পড়বে আরও নীচে। একটা বড়ো পাথরে আটকে রয়েছে শুধু। তবে দরজা-জানালা কিছুই নেই। ইঞ্জিনটাও আগেই জ্বলে নীচে পড়ে গিয়েছিল। কঙ্কালের মতো গাড়ির শরীরটা ঝুলছে শুধু। প্রথম লোকটা বেশ রোগা, ও গাড়িটায় উঠতেই চিড়িক করে একটা আওয়াজ হল আর গাড়িটা আরও দশ ফুট নেমে এল। লোকটা ভয়ে নামতে গিয়ে ঝরনার পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটা বেশ মোটা, সে ওই গাড়িতে ঢুকতে পারবে না। পদম আরও একটু এগিয়ে যায়, ও বুঝতে চাইছিল ওরা ঠিক কী করতে চাইছে।

হঠাৎ লোকগুলো ওকে দেখতে পায়। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে ওরা পদমকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। পদম ঝরনার বড়ো বড়ো পাথরে পা দিয়ে ঘোলা জল টপকে ওপারে পৌঁছে যায়। ওরা হিন্দিতে পদমকে বলে ওই গাড়িটায় উঠে দেখতে ভেতরে কিছু আছে কি না।

পদম দু-কদম পিছিয়ে আসে। যতই রোগা পাতলা ছোটো হোক, অমন ঝুলন্ত গাড়িতে কেউ ওঠে? আজ বাদে কাল পুলিশ ক্রেন এনে হয়তো তুলে নেবে গাড়িটা। ও মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। লোক দুটো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিজেদের ভেতর। তারপর পকেট থেকে একটা ধূসর রঙের চকচকে নোট বার করে পদমের সামনে নাচাতে থাকে। ৫০০ টাকার অঙ্কটা দেখে পদম উশখুশ করে। অনেক টাকা, এক মাসের রুটির জোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু আম্মা বলে দিয়েছে এমনি এমনি কেউ কিছু দিলে না নিতে। আম্মাকে

কী বলবে? ভেড়া চরিয়ে যে কটা টাকা পায় পেট ভরে দুবেলা খেতে পায় না ওরা। আম্মা প্রধানের খেতিতে জুম চাষ করে কিছু আনাজ পায়। আব্বু তো পদমের ছোটোবেলায় শহরে কাজে গিয়ে হারিয়ে গেছে। আর ফেরেনি।

লোক দুটো তাড়া দেয় ওকে। প্রথমজন হিন্দিতে বলে, 'আমরা তোকে উঁচু করে ধরছি, ভেতরে কোনো বই বা কাগজ বা ফাইল আটকে আছে কিনা দেখ।'

দ্বিতীয়জন বলে, 'ভেতরে ঢুকতে হবে না আগেই। শুধু দেখ কিছু আছে কিনা।'

পদম একটু চিন্তা করে রাজি হয়। ওরা ওকে তুলে ধরতেই ও ভেতরটা দেখে, পোড়া সিটের নীচটা অন্ধকার। না, কিছুই নেই। পোড়া গাড়িতে কাগজ, বই বা ফাইল থাকবে কী করে! আর যা ছিল পুলিশ নিয়ে গেছে আগেই। ও নেমে আসে। লোকগুলো ওকে বলে চারদিকটা একটু খুঁজে দেখতে ওদের সঙ্গে। আরও একশো টাকা দেয়।

পদম টাকাগুলো সাবধানে জামার ভেতর রাখতে রাখতে ভাবে এরা কি ওই পুঁটলিটি খুঁজছে? কাগজ না হলেও ওতেও কিছু বইয়ের পাতার মতো ছিল। কিন্তু রুপোর ক্রুশের কথা তো বলছে না। ওদের পুঁটলিটার কথা বলা উচিত হবে কিনা ভাবতে থাকে পদম। কিন্তু পুঁটলি তার কাছে নেই। ভীমাচাচা কোথায় রেখেছে ও জানে না। ভীমাচাচা একাই থাকত। এবার ওর বাড়িতে খুঁজে দেখতে হলে কী করে ঢুকবে পদম জানে না। জোহান ভাই নেই, শহরে গেছে। আর আছে গ্রামের মাস্টার অ্যান্থনিস্যার, সে অনেক পড়ালেখা জানে। তাকে ওই পাতাগুলো দেখালে ঠিক বলতে পারবে ওগুলো ঠিক কী।

লোক দুটোর সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ও আবার ঝরনার ধারে এসে বসে। গাড়ির দু-একটা অংশ ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে আশেপাশে। ওরা যা খুঁজছে নেই কোথাও।

প্রথম লোকটা নিজের ফোনে একটা ছবি বার করে, একটা বিশাল মোটা বই। এত বড়ো বই পদম দেখেনি। বইয়ের পাতাগুলো কিন্তু বেশ চেনা লাগছে। ও যে পাতাগুলো খুঁজে পেয়েছিল, ভাঁজ করা ছিল ছোটো করে। খুললে বোধহয় এত বড়োই হবে। ভাষাটাও মনে হচ্ছে এক। ফোনটা হাতে নিয়ে ও দেখতে থাকে ছবিগুলো। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর চোখ-মুখ।

'এই বইয়ের কিছু পাতা খুঁজছি আমরা। কেউ খুঁজে দিলে অনেক টাকা দেব, বুঝলি।' বিকির কথায় হাত কাঁপতে থাকে পদমের। ওর মন বলছে লোক দুটো ভালো না। পাতাগুলো একটা পুঁটলিতে ছিল। ওরা তো ফাইল বা বই খুঁজছিল এতক্ষণ। ফোনটা ফেরত দিয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। গম্ভীর হয়ে বলে ও জানে না এসব কিছু। লাফিয়ে লাফিয়ে এপাড়ে এসে বড়ো করে দম নেয়।

'ছেলেটা মনে হয় কিছু জানে। গিগাসের ছবিগুলো দেখে কেমন চমকাল দেখলি ওকে ফলো করতে হবে।' রকি বলে। ওরা ফোন করে কাউকে সবটা জানায়।

তখন বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়। মাথা বাঁচাতে ওরা ঝরনার ধারে একটা

বড়ো পাথরের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। পদমকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। ও হয়তো কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। বৃষ্টির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। ওরা শয়তানকে স্মরণ করে। গুবগুব গুবগুব একটা আওয়াজ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে জোরে। রকি মাথা বাড়িয়ে দেখতে গেছিল। তখনই আছড়ে পড়ে ঘোলা জলের একটা বিশাল বড়ো স্রোত। মুহূর্তে ছোট্ট ঝরনাটা জলপ্রপাতের মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বড়ো বড়ো পাথর নিয়ে বিশাল জলরাশি ছুটে চলে নীচের দিকে। রকি আর বিকি দু-জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই হড়কা বান। পাহাড়ে বৃষ্টি বেশি হলে এমন বান আসে। হয়তো ওপরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে ওরা ভেসে যায় আরও নীচের দিকে।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পদম দেখছিল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যে পাথরটায় একটু আগেও ও বসে ছিল সেটাও আর নেই। ভয়ে ওর বুক শুকিয়ে আসে। নিজের ঈশ্বরকে স্মরণ করে ও মাথাতে দুহাত ঠেকায়। বৃষ্টি একটু কমতেই ভেড়ার পাল নিয়ে ও বাড়ির পথ ধরে। আজকের দিনটা খুব খারাপ। যদিও জামায় গোঁজা রয়েছে পাঁচশো আর একশোর নোট দুটো-তবুও মনটা বড্ড কু ডাকছে ওর। লোক দুটো ওর চোখের সামনে ওভাবে ভেসে গেল ও কিছুই করতে পারল না।

৯

ম্যাক জীবনে হারতে শেখেনি। রবার্ট স্মিথের ছেলে অ্যাডাম স্মিথের বংশধর ও। অ্যাডাম সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় ইন্ডিয়া থেকে ফিরেছিল নিজের স্ত্রী আর দু-বছরের মেয়েকে নিয়ে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় সুইডেনে ফিরেছিল ওরা অনেক কষ্ট করে। বহু কষ্টে অ্যানকে মানুষ করে ওরা। অ্যানের লেখা একটা বহু পুরোনো চিঠি পড়ে ম্যাক প্রথম জানতে পেরেছিল কোডেক্স গিগাসের কথা। ওদের বংশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শয়তানের দলিলের গল্প। অ্যান ম্যাকের গ্র্যান্ডমা। ছোটোবেলায় মায়ের মুখে ও গল্প শুনেছে মায়েরা খুব গরিব ছিল।

মায়ের আর গ্র্যান্ডমায়ের কিছু চিঠি পড়েই ও ইন্ডিয়া আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওই বইয়ের পাতা যদি ও খুঁজে পায় ওর ভাগ্য খুলে যাবে। গ্র্যান্ডমায়ের চিঠিতেই স্যামুয়েলের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। স্যামুয়েল ওদের গ্রেট গ্র্যান্ডপাকে দেখেছিল নাকি ছোটোবেলা। গ্র্যান্ডমা অ্যানকে সে জানিয়েছিল কিছু একটা গোপন খবর, যা অ্যান চিঠিতে ওর মাকে লেখেনি। খবরটা হয়তো ম্যাকের মা ম্যাগিকে সে মুখে বলেছিল। কারণ ম্যাগি সেই চিঠি পেয়ে মায়ের কাছে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। এই রহস্যর সমাধান করতে হলে ম্যাককে ইন্ডিয়া আসতে হত। কিন্তু ম্যাকের কাছে সে সময় ইন্ডিয়া আসার মতো টাকা ছিল না। অনেক কষ্টে স্যামুয়েলের নম্বর জোগাড় করে ও ফোন করেছিল সে এখনও বেঁচে রয়েছে কিনা জানার জন্য। অসুস্থ বৃদ্ধ স্যামুয়েলের সঙ্গে কথা বলে ওর মনে হয়েছিল এ-দেশে

এলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।

সেই অন্ধকারে একমাত্র পথ দেখাতে পারত একজন মানুষ, রবিন ডি সিলভা। বাধ্য হয়ে রবিনকে কিছুটা খুলেই বলতে হয়েছিল। রবিন টাকার কুমির। অন্ধকার জগতে ওর নানা রকম কারবার চলে। ম্যাক এর আগেও ওর দু-একটা কাজ করে ভালো টাকা পেয়েছিল। ইন্ডিয়া আসতে হলে রবিনের সাহায্য চাই ও বুঝেছিল। রবিনকে ও বলেছিল কোডেক্স গিগাসের গল্প। সুইডেন লাইব্রেরিতে গিয়ে আসল বইটাও দেখে এসেছিল ওরা দুজনে। ওই পাতাগুলো সরকারের হাতে তুলে দিতে পারলে এক মোটা অঙ্কের পুরস্কার রয়েছে তা-ও বলেছিল। রবিন সবটা শুনে খোঁজ নিয়ে বলেছিল অ্যান্টিক কিউরিয়ো হিসেবে ওই প্রতিটা পাতার মূল্য বিশাল। বইটা অন্ধকার জগতে বিক্রি করলে সরকার যা দেবে তার দশগুণ পাওয়া যাবে। রবিন সব খরচ দিয়ে ওর ইন্ডিয়া আসার ব্যবস্থা করেছিল সাতদিনের ভেতর। শর্ত একটাই, পাতাগুলো উদ্ধার করে ফিরতেই হবে। ঠান্ডা স্বরে খুব মোলায়েমভাবে কথাগুলো বললেও ওর শীতল দৃষ্টি হৃদয়ের অন্তরস্থল অবধি কাঁপন ধরায়। ইন্ডিয়া এসে থেকে প্রতিদিন ওকে রিপোর্ট দিতে বাধ্য হয়েছিল ম্যাক। এদেশে রবিনের প্রচুর চেনা-জানা। তাদের সাহায্য যেমন পাচ্ছে ম্যাক, আবার মুহূর্তের ভুলে তাদের কাছ থেকেই নেমে আসতে পারে চরম আঘাত। আপাতত রবিন সবটাই জানে। ম্যাককে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে ও চাইলে একাই খুঁজে বার করতে পারবে পাতাগুলো। কিন্তু রবিন এখনই তা করবে না ম্যাক জানে।

স্যামুয়েলকে খুঁজে পেয়েও যে এভাবে খেই হারিয়ে যাবে ম্যাক বোঝেনি। উইলিয়াম হ্যারির কবর খুঁজে পেলেও ও আসার আগেই তা লুঠ হয়ে গিয়েছিল। ওই কবরেই ছিল কিছু সূত্র। এখন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে ও। রবিনের লোকেরাই খবর এনেছিল ওই চোরেরা দুর্ঘটনায় মৃত। জিনিসটা যেন হাওয়ায় উবে গেছে।

রবিন ওকে তিন দিন সময় দিয়েছে জিনিসটা খোঁজার জন্য। ধরমশালা ম্যাকলয়েডগঞ্জের আশেপাশের প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে দেখতে বলেছে ওকে। ওর ঠিক পাশের ঘরেই রয়েছে এক ফাদার। বেশ বয়স্ক। তার কাছেই আশেপাশে আর কী পুরোনো চার্চ রয়েছে খোঁজ নিয়েছিল ম্যাক। কিন্তু ঠিক কীভাবে জিনিসটার খোঁজ ও করবে বুঝতে পারে না।

১০

রাত যে এত ঘন কালো হয় এতদিন পদম খেয়াল করেনি কখনও। ঘুটঘুটে অন্ধকার আকাশ, চাঁদ বোধহয় হারিয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। সে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। মেঘের আড়ালে একটা-দুটো নিষ্প্রাণ তারা লুকোচুরি খেলছে। পাতলা সরের মতো কুয়াশার আস্তরণ চরাচর জুড়ে। আম্মা বেশ রাতে ঘুমোয়, তাই ওর বার হতে দেরি হয়ে গেল। টাকাটা ও লুকিয়ে রেখেছে ঘরের মাঝে একটা বাঁশের খুঁটির ভেতর। কয়েক

দিন পর বুঝে-শুনে আম্মাকে দেবে না-হয়। একটা মোটা কালো চাদর আকাশের বুক থেকে নেমে এসেছে মশারির মতো। গোটা গ্রামকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে যেন। ওদের গ্রামের হাতে গোনা কয়েকটা ঘরে বিজলি বাতি রয়েছে। টিমটিম করে পোস্টের একমাত্র আলোটা জ্বলছে। তাতে যেন আলো কম, রহস্য বেশি ছড়াচ্ছে চারদিকে। পদম পা চালায় ভীমাচাচার ঘরের দিকে। ওকে উদ্ধার করে আনতেই হবে ওই পাতাগুলো। অ্যান্থনিস্যারকে দেখাতেই হবে একবার।

কিন্তু ভীমাচাচার বাড়ির সামনে এসে ওর গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে, কাল সন্ধ্যাতেও লোকটা বেঁচে ছিল। এখনও হয়তো ওর আত্মা এ-বাড়িতেই রয়েছে। একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী কি পাক খাচ্ছে বাড়িটা ঘিরে! নাকি কুয়াশা আর টিমটিমে আলোয় ভুল দেখছে পদম!

বাড়িটা ফুলগাছের বেড়ার ঠিক মাঝখানে। তিনটে ঘর আর বারান্দা। বাঁশের গেট ঠেলে পদম ঢুকতে যেতেই শনশন করে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে। ও মনে মনে ওদের গ্রামের দেবতাকে স্মরণ করে বলে চুরি তো সে করতে যাচ্ছে না। নিজের খুঁজে পাওয়া জিনিস উদ্ধার করতে যাচ্ছে। ভীমাচাচার আত্মাকে অনুরোধ করে তার খুঁজে পাওয়া জিনিসগুলো পাইয়ে দিতে। জিনিস দুটো সে নিজেই না-হয় চার্চে নিয়ে যাবে। কিন্তু ওই রুপোর ক্রুশ আর বইয়ের পাতাগুলো যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তা ও ভালোই বুঝেছে। যতক্ষণ না আসল মালিকের হাতে ওগুলো তুলে দিতে পারবে ওর শান্তি নেই।

ভীমাচাচার বাড়িতে ঢুকে পদম দেখল সদর দরজা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। চাচার তিনকুলে কেউ ছিল না। তাই কেউ আসেওনি এই দুর্দিনে। দড়িতে টান দিতেই খুলে গেল দরজা, গলগল করে কালো গলিত অন্ধকার যেন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চমকে দু-পা পিছিয়ে আসে পদম। ওর চারদিকে চাপ-চাপ অন্ধকার যেন প্রাচীর গড়ে তুলছে। তা ভেদ করে ওই দরজার ভেতরে ঢুকে ওকে খুঁজে নিতে হবে জিনিসগুলো। আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে ও ঘরে ঢোকে, কেউ মারা গেলে ঘরের মেঝেতে চর্বির প্রদীপ জ্বেলে রাখতে হয়। এটা ওদের গ্রামের নিয়ম। সেই প্রদীপ সন্ধ্যায় কেউ জ্বালিয়েছিল। বন্ধ ঘরে ধোঁয়া আটকে ছিল আসলে। প্রদীপ জ্বলে জ্বলে একসময় নিভে গেছে, ও দরজা খুলতেই ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছে বাইরে। হালকা চর্বি পোড়া গন্ধ এখনও রয়েছে ঘরের ভেতরে। ঘর থেকে যে ভাঙা মোমবাতিটা এনেছিল পদম সেটাই জ্বালিয়ে নেয়। আবছা আলোয় আলোকিত ঘরে এখনও পাক খাচ্ছে ধোঁয়ার রেশ। মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে মোমের শিখা। দেয়ালে ছায়াগুলোও কেঁপে উঠছে তার সঙ্গে তাল রেখে। এখনও ঘর জুড়ে ভীমাচাচার স্মৃতি। এই কাঠের টেবিলেই পদম সেদিন জিনিসগুলো রেখেছিল। ঘরে আসবাব বিশেষ নেই। দুটো কাঠের বাক্স, একটা টিনের তোরঙ্গ। সব খুঁজে দেখে পদম। পাশের ঘরটা শোয়ার ঘর। তক্তপোশের নীচে, দেয়ালের তাকে কোথাও পায় না পুঁটুলিটা। শেষ ঘরটা

রান্নাঘর। দু-চারটে বাসন, চুলা আর সবজির ঝুড়ি। প্রথম ঘরে ফিরে আসে পদম। তবে কি তার আগেই কেউ এসে নিয়ে গেল জিনিসগুলো! কে নিতে পারে! আজ তো ভীমাচাচাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সারা গ্রাম এসেছিল, তাদের ভেতর কেউ! কিন্তু এসব পাহাড়ি গ্রামের লোকেরা খুব সৎ হয়। তা ছাড়া সবার মনেই কিছু কিছু কুসংস্কার রয়েছে। মৃত মানুষের বাড়ি থেকে কেউ চুরি করবে না কিছু। তাতে আত্মা রুষ্ট হয়। ক্ষতি হতে পারে।

মোমটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে গলে গলে। দপদপ করছে। হঠাৎ ঠাকুরের আসনের দিকে চোখ যায় পদমের। একটা জলচৌকির মতো আসনে কাপড় পেতে ওদের দেবতার সিঁদুর মাখা পাথরের মূর্তি রয়েছে। ওদিকটা খোঁজা হয়নি। দেবতাকে প্রণাম করে কাপড়টা তুলতেই পদম দেখতে পায় লালচে কাপড়ের পুঁটুলির ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা রয়েছে ক্রুশটা। ও তাড়াতাড়ি ও দুটো তুলে নিতেই মোমবাতিটা নিভে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার গ্রাস করে গোটা ঘরটাকে। পদমের বুক কেঁপে ওঠে এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। পুঁটলিটা যদি সত্যি ওই গাড়ির মালিকদের হয়, তারা মারা গেছে এক দুর্ঘটনায়। ও জিনিসটা খুঁজে পেয়ে ভীমাচাচাকে দিয়েছিল। ভীমাচাচা তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুর্ঘটনায় মারা গেল। যে দুটো লোক আজ এটার খোঁজ করছিল তারাও ওর চোখের সামনে হড়কা বানে ভেসে গেছে। এত কিছুর পরেও ও সাহস করে রাতের বেলা এসেছিল জিনিসটা উদ্ধার করতে। যেভাবেই হোক এগুলোর আসল মালিকের হাতে ওকে পৌঁছে দিতেই হবে। অন্ধকারেই গ্রাম-দেবতাকে প্রণাম করে ওকে রক্ষা করতে বলে ও। বারান্দায় বেরিয়ে এসে একবার জোরে শ্বাস নেয়। তারপর অন্ধকারেই দৌড় লাগায় নিজের বাড়ির দিকে। ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাবে মনে হচ্ছে ওর। ও খেয়াল করে না একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী চলছে ওর পেছন পেছন। পথ যেন আজ শেষ হচ্ছে না। ঠান্ডায় জমে যেতে যেতে পদম ছোটার গতি বাড়ায়। সামনের বড়ো ম্যাপল গাছটা থেকে এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে আসে ওর দিকে। ক্রুশটা দুবার মাথার উপর ঘুরিয়েই ও তাড়িয়ে দেয় নিশাচরের দলকে। একটা শিয়াল ডেকে ওঠে কাছেই কোথাও। দুটো বিড়াল কাঁদছে কোথাও। সব অমঙ্গলের চিহ্ন। পদমের কোমরে বাঁধা রয়েছে ওদের দেবতার মন্ত্রপূত তাগা। ছেলেটা ভেড়া নিয়ে আশেপাশের পাহাড়ে ঘোরে বলে ওর আম্মা পরিয়ে দিয়েছিল। সব রকম অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করবে ওকে ওই তাগা এটাই ওদের বিশ্বাস। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে কত রকমের হুর-পরি-ডাইন রয়েছে, হাওয়া চলে এসব জায়গায়। খুব খারাপ হাওয়া। লেগে গেলে ওঝার ঝাড়-ফুঁকেও কাজ হবে না।

অবশেষে পদম জিনিস দুটো নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই শেরু গরর-গরর করে বিরক্তি প্রকাশ করে ওঠে। আম্মা টের পাওয়ার আগেই ও খড়ের চালে গুঁজে দেয় ওই পুঁটুলি আর ক্রুশটা। ঠাকুর প্রণাম করে আবার, তারপর ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে নিজের

বিছানায়। ক্লান্ত অবসন্ন পদম গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। আর কালো ধোঁয়ার রাশি ওদের বাড়ির চারপাশে মহা আক্রোশে পাক খায়। কিন্তু ওই রুপোর ক্রুশের বেড়া ডিঙিয়ে লাল পুঁটুলি অবধি পৌঁছোতে পারে না।

১১

'আর দুদিন বাদে বিশেষ অমাবস্যা, সে দিনটা শয়তানের অভিষেকের জন্য খুব ভালো দিন। আজ আমাদের শয়তান নিজেই পথ দেখাবে। আজ আমি আর তুমি সারারাত খুঁজব জিনিসটা। যদি আজ পেয়ে যাই আমাদের রক্তে অভিষেক হবে শয়তানের। পুরো বিশ্ব থাকবে আমাদের পদতলে।'

ফাদারের মতো সাদা গাউন পরলেও থমাস আসলে শয়তানের উপাসক, জন জানে। সারা পৃথিবীতে এদের একটা গুপ্ত সংগঠন আছে। মজার কথা হল ধর্মের ভিত্তিতে পৃথিবী আজ বিভক্ত। সব ধর্মের আলাদা আলাদা ঈশ্বর রয়েছে, কেউ পুতুল রূপে পুজো করে, কেউ শক্তি রূপে। কেউ আবার মরণশীল মানুষকেই গুরু বানিয়ে পুজো করে। সব ধর্ম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শেখায়। ভয় পেতে শেখায়। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মতামত রয়েছে। এই নিয়ে লড়াই হয়। ঈশ্বরের নামে ধর্মযুদ্ধ হয়। মানুষ ভয়ে ঈশ্বরের সামনে মাথা ঝুঁকায়, ভক্তি করে। বিপদের দিনে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করে। ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া নাকি বেশ কঠিন। তাই তার উপাসকরা মূর্তিপুজোতেই খুশি থাকে।

অন্যদিকে শয়তানের উপাসকরা নিজের নিজের মতন করে শয়তানের উপাসনা করলেও তাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে। শয়তানের উপাসকরা ঠিক মূর্তিপুজো করে না, মূর্তির মাঝে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের রক্তে তাকে প্রাণ দিতে চায়। শয়তানের পূজারিদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই, তান্ত্রিক থেকে কাপালিক, যারা ঈশ্বরকে ছেড়ে শয়তানের আরাধনা করে সবাই বিশ্বাস করে শয়তান সাড়া দেবেই। ওদের এই গুপ্ত সংগঠনে তন্ত্রধারী থেকে শব-সাধক, কাপালিক, ফকির সব রয়েছে।

থমাস কেরালার একটা ছোট্ট চার্চের ফাদার, ওর এই পরিচয় সবাই জানলেও ও আসলে এই গুপ্ত সংগঠনের একজন বিশেষ সদস্য। সাদা গাউনের আড়ালে ক্রুশ-বিদ্ধ জিশুর নয়, ও উপাসনা করে শয়তানের।

জন একসময় জিসাসের অন্ধ ভক্ত ছিল। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত, এই বোধহয় কোনো পাপ হয়ে গেল। কনফেশনের জন্য প্রতি রবিবার চার্চে যেত পরিবারসহ। ডিলিয়া আর ও খুব কষ্ট করে সংসার চালাত। তবে দুঃখ ছিল না ওদের ছোট্ট বাসাতে। ওদের ছোট্ট একটা নার্সারি ছিল কেরালায়। আর ছিল মেয়ে গ্লোরি। অর্থ না থাকলেও সুখী ছিল ওরা জীবনে। ছোট্ট গ্লোরিকে একটা শহরের স্কুলে ভরতি করেছিল ওরা। কিন্তু এক বর্ষার সকালে ওদের সব স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল টুকরো টুকরো হয়ে।

কিছুদিন ধরেই কেরালায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রতি বছর বর্ষায় এমন হয়। সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে শহরে। সেদিন সকালে গ্লোরি কিছুতেই স্কুল যেতে চাইছিল না। দিনটা ছিল শুক্রবার। শনি, রবি ছুটি বলে ডিলিয়া জোর করেই ওকে পাঠায়। রবিবার ছিল ওর জন্মদিন। ও একটা গোলাপি পরিদের জামা চেয়েছিল। ডিলিয়া বলেছিল পরদিন কিনে দেবে। জন মালিদের সঙ্গে নার্সারিতে ব্যস্ত ছিল। অতি বৃষ্টিতে গাছদের বাঁচিয়ে রাখাও একটা বড়ো কাজ। গ্লোরি তার ড্যাডকে আদর করে মাম্মার সঙ্গে গিয়ে স্কুলবাসে উঠেছিল।

ঠিক আধঘন্টা পর খবর এসেছিল অত্যধিক বৃষ্টিতে স্কুলবাসটা ব্রিজ ভেঙে খরস্রোতা নদীতে পড়ে গেছে। একটি বাচ্চাও বাঁচেনি। ওই প্রবল বৃষ্টিতে দুজনেই চার্চে ছুটেছিল। পরম করুণাময় ঈশ্বর কি ছোট্ট প্রাণগুলোকে এভাবে কেড়ে নিতে পারে! নিশ্চয়ই কোথাও আটকে গেছে বাস। ঠিক উদ্ধার হবে শিশুরা। এই বিশ্বাস নিয়ে চার্চেই কাটিয়ে দিয়েছিল দিনটা ওরা দুজন। বৃষ্টি তো প্রতিবছর হয়। এমন দুর্ঘটনা শিশুদের সঙ্গেই কেন হল? ওরা তো নিষ্পাপ, বোঝে না কিছুই।

তিনদিন পর যখন জলে ফুলে ঢোল গ্লোরির মাছে খুবলানো বিকৃত দেহটা পুলিশ উদ্ধার করেছিল, সহ্য করতে পারেনি ডিলিয়া। হার্ট অ্যাটাকে চলে গিয়েছিল জনকে ছেড়ে। আর সেইদিন জনের বিশ্বাস উঠে গেছিল ঈশ্বরের ওপর থেকে। ঈশ্বর যদি এতই নিষ্ঠুর হয় কেন মানবে তাকে? নার্সারিটা অযত্নে জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। জন একা-একা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াত। বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। সেভাবেই একদিন আলাপ হয় ফাদার থমাসের সঙ্গে। আর থমাস ওকে বোঝায় ঈশ্বর আসলে নিষ্ঠুর, সে শুধু লোকের মনে ভয় জাগিয়ে রেখে নিজের পুজো চায়। অনুগতদের কোনো উপকার করে না। বিপদে পাশে থাকে না। কিন্তু শয়তান নিজের অনুগতদের সব সময় দেখে। শয়তানকে ডাকলে সাড়া দেয়। শয়তান তার সাধকদের সব ইচ্ছা পূর্ণ করে।

ফাদার থমাসের মুখেই শুনেছিল শয়তান চাইলে মৃতদেহতেও প্রাণের সঞ্চার করতে পারে। কোডেক্সের হারানো পাতায় রয়েছে এমনি সব নিয়মাবলি। সবার আগে নিজের রক্তে জাগিয়ে তুলতে হবে শয়তানকে। সেই শয়তান তার অনুগতদের সব ইচ্ছাপূরণ করবে। এর পর জনকে সঙ্গে নিয়েই বেশ কিছু গোপন সভায় গিয়েছিল থমাস। জন দেখেছে শয়তানের উপাসক কিছু কম নয়। এদের মধ্যে যে সারা পৃথিবীব্যাপী একটা গুপ্ত সংগঠন রয়েছে তারা খুঁজে চলেছে কোডেক্স গিগাসের বাকি পাতাগুলো। জনকেও সেই দলেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল থমাস।

জনও আস্তে আস্তে এই গুপ্ত সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেছিল। যদি কখনও শয়তানের দর্শন পায় চেয়ে নেবে নিজের মুক্তি, অথবা ডিলিয়া আর গ্লোরিকে। ওরাই ওর পৃথিবী। ওদের ছাড়া এভাবে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই।

'জন, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আমরা এবার খুঁজতে বার হব সেই পাতাগুলো। অদৃশ্য

কিছু একটা রয়েছে, যে ওগুলো রক্ষা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। যে ওটা উদ্ধার করতে যাচ্ছে তার প্রাণ চলে যাচ্ছে। হয়তো শয়তান তৃষ্ণার্ত, তাই। কিন্তু আমরা শয়তানের আসল উপাসক। আমাদের হাতেই আসা উচিত ওই মূল্যবান দলিল। শয়তানকে জাগিয়ে তুলব আমরা শয়তানের দেখিয়ে যাওয়া পথ ধরে।'

জন মন্ত্রমুগ্ধর মতো থমাসের কথা শোনে। ওদের খুঁজে পেতেই হবে শয়তানের নিজের হাতে লেখা সেই দলিল।

১২

সকাল থেকেই আজ আকাশটা যেন ভেঙেই পড়েছে। বৃষ্টিতে চারপাশ সাদা হয়ে গেছে। মেঘের দল নেমে এসেছে ওদের গ্রামে। এসব দিনে ভেড়া নিয়ে চরাতে যাওয়ার উপায় নেই। আম্মাকে প্রধানের বাড়ি যেতেই হবে। আনাজ ঝাড়াই-বাছাই চলছে। রাতের জন্য বাজরার রুটি আর গুড় রেখে আম্মা যখন বেরিয়ে গেল তখন মেঘের দল আস্তে আস্তে আরও নীচে নেমে যাচ্ছে। একটু পরেই বৃষ্টিটা ধরে গেল। রুটিটা খেয়েই পদম খড়ের ভেতর হাত ঢুকিয়ে জিনিস দুটো বের করে নিয়ে একটা শক্ত কাগজে মুড়ে নিল। দুদিন সময় পায়নি অ্যান্থনিস্যারের বাড়ি যাওয়ার। ভোরে ভেড়া নিয়ে বার হতে হয়। ফেরে সেই বিকেলে। আজ যখন ভেড়া চরাতে হবে না তখন একবার যাবে অ্যান্থনিস্যারের বাড়ির দিকে। ওদের গ্রামের একদম শেষ মাথায় একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে ওদের স্কুল বাড়ি। ঝরনাটায় জল থাকেই না সারাবছর। বর্ষায় একটা ছোট্ট জলধারা লাফিয়ে নামে ওপর থেকে। সেই ঝরনার ওপারে আরও কিছুটা গেলেই একটা ছোট্ট চার্চ। ওদের গ্রামে বেশ কিছু খ্রিস্টান পরিবার রয়েছে ওদিকটায়। অ্যান্থনি ওই চার্চের পাশেই থাকে। ওই স্কুলটায় পড়ায়। পাঁচ বছর পদমও পড়েছে ওই স্কুলে। ফোর পাশ দিয়ে সবাই একটু নীচে নাড্ডির স্কুলে পড়তে চলে যায়। টাকার অভাবে পদম যেতে পারেনি শহরের স্কুলে। তারপর অভাবের জ্বালায় পড়া ছেড়ে ভেড়া চরানোয় মন দিয়েছিল। বহুদিন স্কুল না গেলেও অ্যান্থনিস্যারের সঙ্গে দেখা হলেই গল্পে মেতে উঠত ছোটো ছেলেটা। ওর মন বলছে এই জিনিসগুলো দেখে অ্যান্থনিস্যার ঠিক চিনতে পারবে। স্যার অনেক পড়াশোনা করেছে, কত ভাষা জানে।

অনেক আশা নিয়েই পদম আজ যাবে অ্যান্থনিস্যারের বাড়িতে। বৃষ্টির পর এই পাহাড়ে খুব জোঁকের উপদ্রব হয়। জোঁক এমন একটা জিনিস যা শরীরে লাগলে প্রথমে টের পাওয়া যায় না। বেশ কিছুক্ষণ রক্ত খাওয়ার পর বোঝা যায়, কখনও জোঁক পেট পুরে খেয়ে চলে গেলে টের পাওয়া যায়। কারণ জোঁক ছেড়ে গেলেও রক্ত বন্ধ হয় না। তখন কাপড় পুড়িয়ে ছাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে হয়। এই বৃষ্টিতে প্রচুর জোঁক বার হয়। ভেড়া চরাতে গেলে নুনের ছোটো ছোটো পোঁটলা নিয়ে যায় পদম। ছোট্ট কঞ্চির মাথায় বাঁধা নুনের

পোঁটলা নিয়ে জোকের গায়ে বোলালে ওরা খসে পড়ে। নুন দিলে মরেও যায়।

শেরুকে নিয়ে ঘর বন্ধ করে কয়েকটা নুনের পোঁটলা নিয়ে স্কুলের দিকে এগিয়ে যায় পদম। বৃষ্টিতে ছোট্ট ঝরনাও খরস্রোতা হয়ে উঠেছে। প্রবল স্রোতের মুখে পাথরগুলোও ভেসে যাচ্ছে। এইসব ঝরনা খুব সাবধানে পার হতে হয় পদম জানে। ওর বারবার মনে হচ্ছে ওকে কেউ লক্ষ করছে। শেরুও দুবার পেছন ফিরে ঘেউ ঘেউ করল। সাবধানে বড়ো বড়ো পাথর টপকে শেরুকে নিয়ে কিছুটা ঘুরপথে ও চার্চের সামনে গিয়ে পৌঁছোয়। পাশেই স্কুল, সবে বর্ষার ছুটি শুরু হয়েছে।

অ্যান্থনিস্যার নিজের ঘরেই ছিল। পদমকে দেখে বেশ খুশি হয়। শেরুকে বারান্দাতে বিস্কুট খেতে দেয় অ্যান্থনিস্যার। পদমকে ভেতরে নিয়ে যায়। পদম এর আগে স্যারের বাড়িতে কখনও আসেনি। দু-এক কথায় উঠে আসে ভীমাচাচার মৃত্যুর কথা। এবার পদম সবটা খুলে বলে। জানায় যে মৃত্যুর আগের সন্ধ্যাবেলায় সে গিয়েছিল ভীমাচাচার বাড়ি একটা দরকারি জিনিস নিয়ে। জিনিসটা কী করে পেয়েছিল তার আগের ও পরের সব গল্প ও অ্যান্থনিকে খুলে বলে। বিস্মিত অ্যান্থনির হাতে প্যাকেটটা তুলে দিয়ে ও দিন দুই আগে দুজন লোক এগুলোর খোঁজে এসেছিল এবং হড়কা বানে ভেসে গেছে বলতে ভোলে না।

অ্যান্থনি প্যাকেটটা খুলে রুপার ক্রুশটা দেখে ওটাকে কপালে আর বুকে ঠেকায়। এর পর বাকি জিনিসগুলো খুলে চমকে উঠল। ভাষাটা যে প্রাচীন লাতিন ভাষা এক ঝলক দেখেই বুঝতে পেরেছিল ও। চামড়াটা বহু পুরোনো কোনো পশুর চামড়া তা-ও বুঝতে পারছিল। ভালো করে খেয়াল করে ও বুঝল এই পাতাগুলো কোনো প্রাচীন বইয়ের অংশ। কিন্তু কোন বই! পাতাগুলো বিশাল, এত বড়ো বই কোথায় রয়েছে! তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো গুছিয়ে তোলে ও। গুনে দেখেছে মোট কুড়িটা পাতা রয়েছে। এই গ্রামে বর্ষাতে নেট কাজ করে না ভালো। ওপরের রাস্তায় গেলে টাওয়ার পাওয়া যাবে। গুগলে না হয় খুঁজে দেখবে ওগুলো ঠিক কী। পৃথিবীর কোথায় রয়েছে এত বড়ো বই! তবে এতগুলো লোকের প্রাণসংশয় যখন এই পাতাগুলো ঘিরে, ওকে আরও সাবধান হতে হবে। ঈশ্বরকে স্মরণ করে বুকে ক্রুশ আঁকে অ্যান্থনি।

আপাতত যা শুনেছে পদমের কাছ থেকে তাতে বুঝেছে কোনো বড়ো রহস্য রয়েছে বইয়ের এই পাতাগুলো নিয়ে। একবার ভেবেছিল চার্চের ফাদারকে দেখাবে। ফাদারের অনেক জ্ঞান এসব বিষয়ে। ভোরে ফাদার শহরে গেছেন। আসলে না-হয় দেখিয়ে নেওয়া যাবে। আপাতত পদমকে দুটো কলা আর ডিম সেদ্ধ খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। শেরুকে আরও দুটো বিস্কুট দেয় খেতে। আর পদমকে বলে দেয় এসব কথা কাউকে না বলতে।

শেরুকে নিয়ে ফেরার পথে পদমের মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল। ভয়টা কেমন কেটে গেছে। বাড়ি ফিরে ভেড়াদের শুকনো খড়-জল দিতে হবে। আম্মা দুপুরে ফিরে আসবে।

হঠাৎ ও দুজন অচেনা লোককে দেখতে পায় ওদের গ্রামের পথে। একটা লোক ফাদারের মতো গাউন পরা, অন্য জন কালো স্যুট পরেছে। কেন জানি দূর থেকে লোক দুটোকে দেখেই ওর মনটা আবার কু ডাকতে শুরু করল। একটা বড়ো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ করল লোক দুটো আবার দুজন লোকের খোঁজ করছে। দুদিন আগে নাকি ওদের পরিচিত দুজন এসেছিল এই গ্রামের উত্তরের দিকে যে বড়ো ঝরনা আছে সেখানে ছবি তুলতে। ওদের গাড়িটা বড়ো রাস্তায় থাকলেও তারা আর ফেরেনি। পদম ভয় পেয়ে যায়। এরা কি পুলিশের লোক! লোক দুটো তো ওর চোখের সামনে ভেসে গিয়েছিল হড়কা বানে। জানতে পারলে ওকে কি ধরে নিয়ে যাবে ওরা! কিন্তু ওর কী দোষ! অচেনা লোক দুটো প্রধানের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল খোঁজ-খবর নিতে। পদম এক ছুটে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কিছুতেই লোক দুটোর সামনা-সামনি হতে চায় না ও। ও গুছিয়ে মিথ্যা কথা কখনও বলতে পারে না। ওকে জিজ্ঞেস করলে সত্যিটাই বেরিয়ে আসবে মুখ দিয়ে। দুটো জলজ্যান্ত লোক ওর চোখের সামনে হড়কা বানে ভেসে গিয়েছিল, অথচ ও গ্রামে খবর দেয়নি বা কাউকে জানায়নি এটা জানলে সবাই ছি ছি করবে। কিন্তু ও কী করে সবাইকে বোঝাবে যে লোক দুটো ভালো ছিল না। ওরা ঘুরতে বা ফোটো তুলতে আসেনি। ওরা এসেছিল ওই ভেঙে পড়া গাড়ির ভেতর কিছু খুঁজতে।

শেরুকে নিয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে জোরে জোরে শ্বাস নেয় ও। একটু পরেই আম্মার গলা শুনতে পায় বাইরে। কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছে আম্মা। ও দরজা খুলে বাইরে এসেই চমকে ওঠে। আম্মার সঙ্গে ওই ফাদার আর তার সঙ্গী ওদের বাড়িতে চলে এসেছে। শেরু অচেনা লোক দেখে গরর-গরর করে মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

আম্মা পদমকে দেখিয়ে বলে, 'এই আমার ছেলে পদম, খুব বুদ্ধি রাখে। ওর কথাই আপনাদের বলছিলাম। ও রোজ ওই ঝরনার ধারের বুগিয়ালে যায় ভেড়া নিয়ে। তাই ওর সঙ্গে কথা বলুন। ও যদি দেখে থাকে কিছু!'

পদমের শরীরের সব শক্তি শেষ, মুখ রক্তশূন্য। এ কী করল তার আম্মা!

লোক দুটো ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আম্মাই ওকে বলে, 'গত দু'দিন আগে ওই ঝরনার ধারে কেউ এসেছিল কি ঘুরতে? লোকজন দেখেছিলি?'

পদম ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। আম্মাকে কখনও মিথ্যা বলেনি এর আগে। টাকাটা এজন্যই লুকিয়ে রেখেছে। কী বলবে জানে না, অথচ ওরা গরিব, টাকার প্রয়োজন লেগেই থাকে মাঝে-মধ্যেই।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ফাদার বলে, 'তুমি ওই ঝরনার ধারে যাও রোজ?'

এবার পদম মাথা নাড়ে। ফাদার তার মোবাইলে দুজনের ছবি বার করে বলে, 'দেখো তো ওদের দেখেছিলে কি না ওখানে?'

পদম ফোনটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখার ভান করে। বারবার দৃশ্যটা মনে পড়ছে।

বড়ো একটা ঘোলা জলের স্রোত কী করে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওদের। লোক দুটো ওকে টাকা দিয়েছিল ওদের সঙ্গে খোঁজাখুঁজির জন্য।

'কী হল, দেখেছিলে নাকি?'

পদম জোর করে দুদিকে মাথা নাড়ে। বলে, 'আমি ভেড়া সামলাতেই হিমসিম খাই। মাঝেমধ্যে লোকজন আসে ঝরনায়, জল নেয়, ফেটো তোলে, গাড়ি ধোয়। আমি সেভাবে দেখিনি।' নিজের উত্তরে ও নিজেই অবাক হয়।

'একটা গাড়ি-দুর্ঘটনা ঘটেছিল কদিন আগে...'

'ভাঙা গাড়িটা দেখেছি, ওখানেই পড়ে রয়েছে। পুলিশ এসেছিল, ওটা হয়তো তুলে নেবে এর পর।'

'এদের ওখানে দেখনি বলছ!'

'ঝরনায় বান এসেছিল দুদিন আগে, হড়কা বান। আমি তাই দূরেই থাকি, কাছে যাই না। কতদূর ভাসিয়ে নেবে কে জানে!'

লোক দুটো আরও দু-একটা প্রশ্ন করে চলে যায়। এ গ্রামে আর কে কে ভেড়া চরায় খোঁজ নিতে থাকে।

পদম মনে মনে ঈশ্বরকে বলে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য ওকে ক্ষমা করতে। চার্চের ফাদারের কাছে সবাই সত্যি বলে কারণ উনি ঈশ্বরের দূত। অথচ পদম মিথ্যা বলল। কিন্তু ঘটনা ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও জানে না। তাই বাধ্য হয়ে ও মিথ্যা বলল জীবনে প্রথমবার।

১৩

রবিন ম্যাককে তাড়া দিয়েছে। বলেছে আর দুদিনের ভেতর খুঁজে না পেলে ফিরে যেতে। প্রয়োজনে রবিন নিজেই খুঁজে দেখবে।

ম্যাক এই শীতল হুমকির অর্থ জানে। রবিন এখন কোডেক্স গিগাসের আসল দাম জেনে গেছে, ও যেভাবেই হোক ওগুলো খুঁজে বার করবে। প্রয়োজনে ম্যাককে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতেও ওর হাত কাঁপবে না।

ম্যাক পাগলের মতো পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে। বেশ কয়েকটা চার্চে গিয়ে স্যামুয়েল আর উইলিয়াম হ্যারির ব্যাপারে খোঁজ করেছে। দুজন বয়স্ক পাদরি বলেছিল নামগুলো চেনা লাগলেও কিছুই মনে নেই।

যে চার্চের কবরস্থানে উইলিয়ামকে কবর দেওয়া হয়েছিল তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ঠিক পঁচিশ কিমি দূরে আর একটা প্রাচীন চার্চ রয়েছে। আজ ম্যাক এসেছে সেই চার্চে। বৃদ্ধ পাদরিকে ম্যাক নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করে যে সে উইলিয়াম হ্যারির ব্যাপারে কিছু জানে কিনা?

পাদরি জানায় ওই চার্চটা তার জন্মের বহু আগেই পরিত্যক্ত। তাই ও বিষয়ে তেমন কিছুই জানে না সে। তবে প্রচলিত বিশ্বাস ওই চার্চে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। শয়তানের কবর রয়েছে ওখানে।

চমকে ওঠে ম্যাক। ওর অবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পাদরি বলেন, 'বহু যুগ আগের ঘটনা, হয়তো অনেকেই ভুলে গেছে। কিন্তু ওই চার্চে এমন কিছু ভৌতিক ও আধা-ভৌতিক ঘটনা ঘটছিল পরপর যে বাধ্য হয়ে সবাই ওই চার্চে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।'

'আমার গ্রেট গ্র্যান্ড-পারে সমাধি রয়ে গেছে ওখানে।' ম্যাক বলে।

'বহু পুরোনো ঘটনা, এতদিন পর তুমি যখন খোঁজ করতে এসেছ আমি তোমায় নিরাশ করব না, কোসৌলির চার্চে যে পাদরি রয়েছেন তার বাবা ছিলেন ওখানকার শেষ পাদরি। কোসৌলির চার্চে গিয়ে একবার খোঁজ করতে পারো। উনি হয়তো আরও কিছু বলতে পারেন, এখন আমার উপাসনার সময় হয়েছে।

ম্যাক আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। দূরে শিশু জিশুকে কোলে নিয়ে মাদার মেরি যেন তার দিকেই করুণাঘন দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে রয়েছে। বড়ো বড়ো পাইন গাছের ফাঁকে বাতাস যেন থমকে গেছে। বুনো গোলাপের ঝাড়ে একটাও পতঙ্গ নেই, কেমন যেন একটা থমথমে পরিবেশ চার্চের বাইরেটায়।

ফেরার পথেই ম্যাক গাড়ি ভাড়া করে ফেলে। কোসৌলি প্রায় সাত ঘণ্টার পথ। ভোরে বের হতে হবে ওকে।

কিন্তু পরদিন ভোর থেকে শুরু হল মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। বেলা দশটাতেও কমার কোনো লক্ষণ নেই। ড্রাইভার পাহাড়ি রাস্তায় এই দুর্যোগে গাড়ি চালাতেই রাজি নয়। যে-কোনো মুহূর্তে বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবশেষে বেলা বারোটায় রওনা দিল ম্যাক। ড্রাইভার ডবল ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে। বৃষ্টির জন্য পথে আরও দেরি হয়ে গেল। অবশেষে রাত দশটায় ওরা ঘুমন্ত ছোট্ট শহরটাতে পৌঁছোল। ব্রিটিশ শৈলীর চার্চটা চোখে পড়লেও অত রাতে তো যাওয়া যায় না। পুরো শহরটাই ব্রিটিশদের আমলের। বেশ একটা প্রাচীন গন্ধ রয়েছে শহর জুড়ে। অনেক কষ্টে ম্যাক একটা হোটেল পেয়েছিল অত রাত্রে। গাড়িটাও ও রেখে দিয়েছিল পরদিন ফিরবে বলেই। রবিন অদৃশ্য থেকে ওকে সর্বদা লক্ষ করছে ও জানে। কাজটা ওকে শেষ করতেই হবে। অনেক আশা নিয়ে ও কোসৌলি এসেছে। অদেখা শয়তানের উদ্দেশে প্রার্থনা করে ম্যাক, যাতে কোডেক্স রহস্য দ্রুত সমাধান হয়।

পরক্ষণেই ওর মনে হয় তবে কি সত্যিই ও শয়তানের উপাসকে পরিণত হল! বিগত কয়েক দিনে ঈশ্বরকে কম শয়তানকে বেশি ডেকেছে ও। পদে পদে শয়তানকে বলেছে ওই বইয়ের হারিয়ে যাওয়া অংশ পাইয়ে দিতে। কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে। ক্লান্ত শরীরে ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যেতে যেতে ও দেখতে পায় শয়তানের ভয়ংকর রূপ। শয়তান হাসছে, ভয় ধরায় সেই হাসি। শয়তান ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সারাটা

রাত এসব উদ্ভট উদ্ভট স্বপ্ন দেখে ভোররাতে যখন ওর ঘুম ভাঙে ঘড়িতে ছ-টা বেজে দশ।

আস্তে আস্তে রেডি হয়ে পায়ে হেঁটেই টিলার ওপর চার্চটার দিকে এগিয়ে যায় ম্যাক। মোটা মোটা পাইন গাছের পেছনে বড়ো ঘন্টাটা দুলছে। পেছনের মরশুমি ফুলের বাগানে গোলাপ গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত এক সাদা চুলের বৃদ্ধ। সাদা গাউনের বদলে লাল ড্রেস পরলে ওঁকে সান্টাক্লস বলে মনে হবে। সাদা চুল দাড়িতে ঢাকা মুখটা ঘুরিয়ে ম্যাককে দেখে একটু অবাক হয়েছিলেন উনি। এত সকালে অচেনা আগন্তুক খুব কম আসে চার্চে।

কুশল বিনিময়ের পর ফাদার প্রশ্ন করেন আগন্তুককে, 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

ফাদার রজারের কথার উত্তরে মাথা নেড়ে ম্যাক নিজের পরিচয় দেয়।

ফাদার অবাক হয়ে ওকে দেখছিলেন। ম্যাক কোনো ভণিতা না করেই বলল, 'আপনি কি জানেন আমার পূর্বপুরুষ মিঃ উইলিয়াম হ্যারির কথা, ওর কবর লুঠ হয়েছে। আমি জানতে চাই কী ছিল সেই কবরে? কেন সেই চার্চ পরিত্যক্ত? আপনার বাবা ছিলেন সেই সময় ওই চার্চে। তাই ছুটে এসেছি।'

ফাদার রজার এক দৃষ্টে ম্যাককে লক্ষ করছিলেন। বললেন 'মাই বয়, প্রভু জিশুর ঘরে এসেছ। এত তাড়া কেন? এসো আগে আমরা সকালের প্রার্থনা সেরে নিই। বড়ো ঘন্টাটা নিজের হাতে বাজিয়ে উনি চার্চে প্রবেশ করলেন। মিষ্টি ধূপ আর টাটকা ফুলের গন্ধ প্রেয়ার-হল জুড়ে। কয়েকটা ছোটো ছেলের দল প্রার্থনা সংগীত গাইবার তোড়জোড় করছে। মোমদানিতে জ্বলছে মোম। কয়েকজন বসে রয়েছে প্রার্থনাসভায়।

এক পবিত্রতা মনকে স্পর্শ করে এখানে প্রবেশ করলে। ম্যাকের মনেও ফুটে ওঠে একটা শান্তির রেশ, বিগত কয়েক দিনের উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা সব পালিয়ে যায় ধীরে ধীরে। প্রার্থনা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-মনে নেমে এল এক শান্তির ছোঁয়া। ভালো লাগছিল বসে থাকতে। সত্যি বহুদিন পর চার্চে এল সে। আস্তে আস্তে প্রার্থনা শেষে সবাই ফিরে যেতেই ম্যাক উঠে দাঁড়ায়।

ফাঁকা চার্চে এখন সে আর ফাদার রজার। ফাদার ওকে ডেকে নেন ভেতরের ঘরে। বলেন, 'বলো ইয়ং ম্যান, কী সাহায্য করতে পারি।'

'আমি নাড্ডির কাছের সেই পরিত্যক্ত চার্চ সম্পর্কে জানতে চাই। আপনার বাবা বোধহয় একসময় ওখানে ছিলেন।'

'ওই চার্চ ছেড়ে বাবা এখানে চলে আসার পর আমার জন্ম। আমি কিছুই জানি না।'

'কেন চার্চটা পরিত্যক্ত সেটাও জানতেন না?' ম্যাক রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

'শয়তানকে কবর দেওয়া হয়েছিল ওখানে। তারপর চার্চের ক্রুশ ভেঙে পড়ে, বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে পরপর। তাই কেউ ওই চার্চে আর যেত না। শুনেছি প্রভু জিশুর হাত দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল নতুন করে। তারপর চার্চে আসা ছেড়ে দেয় সবাই।'

'উইলিয়াম হ্যারির সম্পর্কে কিছু বলুন ফাদার। আমি সুদূর সুইডেন থেকে এসেছি অনেক আশা নিয়ে।'

'যে কবরে ঘুমিয়ে আছে তার ব্যাপারে নতুন করে আর কী জানবে বলো তো? কেনই বা এক ঘুমন্ত আত্মার সম্পর্কে জানতে চাইছ?' দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ফাদারের মুখের কোনো অভিব্যক্তি বোঝা যায় না।

'শান্তিতে তো ঘুমিয়ে নেই, আমার গ্রেট গ্র্যান্ডপা-র নিদ্রা কেউ ভঙ্গ করেছে। কবরটা লুঠ হয়েছে ফাদার।' ম্যাক গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বলে।

'ও মাই গড! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! আবার শয়তান জেগে উঠবে। কিন্তু কে করল এই কাজ?'

'জানি না, তবে জানতে চাই কী এমন জিনিস ছিল ওই কবরে? জানতে চাই কী করে মারা গিয়েছিল গ্রেট গ্র্যান্ডপা উইলিয়াম হ্যারি।'

শীতের বৃষ্টিভেজা সকালেও ফাদারের কপালে দেখা যায় স্বেদবিন্দু। ফাদার ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলেন, 'আমি শুধু জানি ওখানে শয়তানের কবর ছিল। উইলিয়াম হ্যারি তোমার পূর্বপুরুষ হতেই পারেন। কিন্তু ওঁর পরিবারও ওঁকে ত্যাজ্য করেছিল। উনি মেতে উঠেছিলেন তন্ত্রসাধনায়। শয়তান ছিল ওঁর আরাধ্য প্রভু। নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিলেন শয়তানের কাছে। ওর ভেতরে জন্ম নিয়েছিল শয়তান। চারজন পাদরি মিলে বহু কষ্টে সেই শয়তানকে কফিনবন্দি করে কবর দিয়েছিল ওখানে। কিন্তু মন্ত্রপূত সে কফিন কে খুলল?'

কবর-চোরের দল, ওরা কঙ্কাল চুরি করে। আচ্ছা, কবরে আর কিছু ছিল না? ওঁর কাছে একটা পারিবারিক দলিল ছিল জানি। সেটা সম্পর্কে কিছু জানেন?

ফাদারের মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়। খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে 'শয়তানের দলিল। যার বিনাশ নেই। আমি জানি না সেটা কোথায় রয়েছে। তবে সেটাও আছে ওই চার্চেই কোথাও। ওটার খোঁজে এর আগে দুবার ওই পরিত্যক্ত চার্চে হামলা হয়েছে। কিন্তু হামলাকারীরা দুর্ঘটনার বলি হয়েছে।'

'আপনার বাবার কোনো ডায়েরি বা নথি কিছু রয়েছে কি, যেখানে এসব লেখা পাওয়া যেতে পারে?'

'নো ইয়ং ম্যান। কিছুই নেই তেমন। তুমি যদি ওই বংশের সন্তান হও তুমি জানবে জিনিসটা কতটা ভয়ংকর। ওর কথা সবাই গোপন রাখতে চাইত।'

'তার মানে আপনি কিছুই জানেন না?'

'প্রভু জিশু পথ দেখাবে। শয়তানের দলিলকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখাই প্রভুর উদ্দেশ্য।'

আরও দু-চার কথার পর ম্যাক বেরিয়ে আসে। তবে কি ওই ভগ্নপ্রায় চার্চটায় ঢুকতে

হবে? ওর ভেতরেই কি রয়েছে রহস্যর সমাধান? ফেরার পথে ও খেয়াল করে না ওকে অনুসরণ করছে একটি গাড়ি।

সারাটা পথ চিন্তিত ম্যাক ভেবে যায় রবিনকে কী উত্তর দেবে সে। ধরমশালা পৌঁছে ও ঠিক করে কয়েকজন লোককে নিয়ে চার্চটা একবার খুঁজে দেখতে হবে। যা থাকে কপালে দেখা যাবে।

১৪

একই দিনে এভাবে দুজন এসে উইলিয়াম হ্যারির খোঁজ করবে ফাদার রজার কখনোই ভাবেননি। ঘটনাটা খুব ছোটোবেলায় শুনেছিলেন যে ম্যাকলয়েডগঞ্জের ওপর এক পাহাড়ি গ্রামের সীমানায় শয়তানের কবর রয়েছে। বাবা সেই চার্চ ছেড়ে চলে এসেছিলেন এখানে। বাবা সংসারী মানুষ ছিলেন। পুরোপুরি সন্ন্যাস তখনও নেননি। ছোটোবেলায় বাবার মুখে গল্প শুনেছিলেন যে শয়তানকে বন্দি করতে ভারতের চার প্রান্ত থেকে চারজন পাদরি এসেছিলেন। খুব সহজ ছিল না কাজটা। অতি কষ্টে শয়তানকে বন্দি করে কবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর ওই চার্চে শুরু হয় এমন কিছু উপদ্রব যে কেউ ওখানে যেতেই ভয় পেত। এক রবিবার যখন দেখা গিয়েছিল প্রভু জিশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে, ভয়ে বাবাও ওই চার্চ ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলেন।

ছোটোবেলায় খুব দুষ্টুমি করলে মা বলত ওই চার্চে বন্ধ করে রাখবে তাকে। একটু বড়ো হয়ে বাবার মুখেই শুনেছিল শয়তানের বাইবেলের গল্প। উইলিয়াম স্মিথের পরিবার দায়বদ্ধ ছিল, বংশপরম্পরায় ওই পাতাগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য। কারণ ওই পাতাতে এমন কিছু ছিল যা মানুষকে মান আর হুঁশ খুইয়ে শয়তানের পদতলে মাথা নোয়াতে বাধ্য করত। এক অদ্ভুত আকর্ষক ক্ষমতা ছিল ওই পাতাগুলোর মধ্যে। লোককে নাকি আকর্ষণ করত পড়ার জন্য। কৌতূহলী করে তুলত। আর পড়লেই শয়তান ভর করত পাঠকের ওপর। ধীরে ধীরে পাঠক শয়তানের দাসে পরিণত হত। পাঠক নিজের আত্মার বলিদান দিত শয়তানের চরণে।

আস্তে আস্তে এত বছরে ফাদার ভুলেই গিয়েছিলেন কথাগুলো। যুবক বয়সে যে জিনিসটা বিশ্বাস হত না, আজ শেষ বয়সে এসে আবার আলোচিত হচ্ছে সেই ইতিহাস। সকালের প্রার্থনার আগে এসেছিল ম্যাক সিবাস্টিন। আর বিকেলের প্রার্থনা শেষে এল উইলিয়াম জেকব স্মিথ।

জেকব নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল হ্যারির চতুর্থ পুরুষ সে। একই বংশের রক্ত রয়েছে তার গায়ে। কোনো রকম ভণিতা না করেই জানতে চেয়েছিল কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো কোথায় আছে ফাদার জানেন কি না! কারণ ওগুলো রক্ষার দায়িত্ব ওদের পরিবারের। হ্যারি যে ভুল করেছিল, চার পুরুষ ধরে ওরা তার ফল ভোগ করছে। এবার

ও ওগুলো উদ্ধার করে গোপনে সংরক্ষণ করতে চায়।

সকালে ম্যাককে যা বলেছিলেন ফাদার রজার, ওকেও তাই বললেন। তেমন কিছুই জানেন না উনি শুনে জেকব অবাক হয়েছিল। ও সেন্ট মেরি চার্চের শেষ ফাদারের খোঁজ করতে গিয়ে এই চার্চের এবং ফাদার রজারের সন্ধান পেয়েছিল।

ফাদার রজার ভাবছিলেন কে আসল আর কে নকল। ম্যাক ও জেকবের ভেতর আদৌ কি কেউ হ্যারির বংশধর?

হঠাৎ করে এত বছর পর শয়তানের ঘুম কে ভাঙাল? হ্যারির কবর থেকে কঙ্কাল তুলল কী করে? মন্ত্রপূত ক্রুশ দিয়ে বন্ধন দেওয়া হয়েছিল তার আত্মাকে। যুগ যুগ ধরে কোডেক্স গিগাসের পাতাকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল শয়তানের কবরের আড়ালে। জেনে শুনে কেউ শয়তানের ঘুম ভাঙাবে না। তবে কি শয়তানের অনুচরেরা এতদিনে খুঁজে পেয়েছে সেই কবর!

জেকব কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে। তারপর বলে, 'দেখুন, আমাদের বংশ এই গোপনীয়তা রক্ষা করে এসেছিল প্রায় দুশো বছর ধরে। এর পর আমার এক পূর্বপুরুষ শয়তানের আনুগত্য স্বীকার করে জিনিসটা চুরি করে। তারপর আপনার পিতা তাকে বন্দি করতে সক্ষম হন। কিন্তু আজ প্রায় আশি বছর পর আবার জিনিসটা একটা প্রলয় বয়ে আনতে চলেছে। আমাদের একজোট হয়ে আটকাতেই হবে। কোডেক্স গিগাসের ধ্বংস নেই মানলাম। কিন্তু লুকিয়ে তো রাখা যাবে। শয়তান কখনও ঈশ্বরের থেকে বেশি ক্ষমতাবান হতে পারে না। আপনি সাহায্য করুন। কিছু জানলে বলুন প্লিজ। আমার উদ্দেশ্য সৎ। আমি আমাদের বংশের ধারা মেনে কোডেক্স গিগাসকে লুকিয়ে রাখতে চাই।'

'তোমার বাকি বংশধরেরা কী বলছে? তারা কী চাইছে?'

'আমি একাই হ্যারির রক্ত বহন করছি বর্তমানে।'

ফাদারের মনে পড়ে ম্যাক বলেছিল তার মায়ের মা অর্থাৎ দিদিমা ছিলেন এ বংশের সন্তান।

ফাদার জিশুর পায়ের কাছে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বরকে বলেন পথ দেখাতে। জেকবকে কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। সত্যি উনি জানেন না কোডেক্স গিগাস এখন কোথায়।

কিন্তু জেকব জেদ ধরে বসে থাকে জিশুর পায়ের কাছে।

১৫

বৃষ্টি কমে যেতেই ঘরে বসে নেটের কানেকশন পেয়ে গিয়েছিল অ্যান্থনি। গুগলে অত বড়ো বইটার সম্পর্কে খুঁজতে গিয়ে অ্যান্থনি প্রথমে কিছুই পাচ্ছিল না। পুরোনো বড়ো বই, লাতিনে লেখা বড়ো বই কোনোভাবেই কিছু পেল না ও। একবার ভাবল ছবি দিয়ে

সার্চ করে দেখবে। তখনই লিঙ্ক চলে গেল।

ওদের ছোট্ট চার্চটার ফাদার ডিমেলো শহর থেকে ফিরে এসেছেন। উনি বাগানে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলেন কারও সঙ্গে। অ্যান্থনি ভাবল একবার ফাদারকে দেখিয়ে আনলে কেমন হয়! লাতিন সে পড়তে জানে না। না-হলে পড়েই কিছু সূত্র বার করে ফেলত। আপাতত ফাদারকে জিজ্ঞেস করা যাক।

কাগজের একটা প্যাকেটে সবটা গুছিয়ে বার হতে গিয়ে দেখে একজন ফাদার আর এক ভদ্রলোক এসেছেন ফাদার ডিমেলোর কাছে। ওদের কথার মাঝে ফাদারকে এসব দেখানো সমীচীন হবে না চিন্তা করে জিনিসগুলো ও রেখে দেয় ঘরেই। রুপোর ক্রুশটা পরীক্ষা করে দেখে খুব সূক্ষ্ম কিছু লেখা রয়েছে গায়ে, নীচটা ছুঁচোলো, পেরেকের মতো। জিনিসটা দিয়ে অনায়াসে মানুষ খুন করা যেতে পারে।

ছিঃ এসব সে কী ভাবছে একটা পবিত্র ক্রুশ হাতে নিয়ে! এ প্রভু জিশুর জিনিস। ক্রুশটা ওই প্যাকেটে রেখে ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। লোক দুটো চলে যাচ্ছে বোধহয়, ফাদার এগিয়ে দিচ্ছেন। ওকে দেখে হাত নাড়লেন ফাদার ডিমেলো। লোকগুলোও একবার চোখ তুলে ওকে দেখল। ফাদার কিছু বললেন, বোধহয় ওর পরিচয় দিলেন। লোক দুটো ঝরনার পাশ দিয়ে বড়ো রাস্তায় উঠে যেতেই ফাদার এগিয়ে এলেন ওর কাছে।

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম ফাদার, আপনার বন্ধুদের দেখে আর যাইনি। অ্যান্থনি ফাদারকে একটা ফোল্ডিং চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বলল। ফাদার এলে এই বারান্দায় বসেই গল্প হয় বেশি।

—ধর্মযাজকের পোশাক পরিধান করলেও ওই ভদ্রলোককে আমিও প্রথম দেখলাম। আমার বন্ধু নয় ঠিক। উনি সাউথের কোনো চার্চে আছেন। ওঁর দুই পরিচিত দুদিন আগে এই অঞ্চলে ঘুরতে এসে নিখোঁজ হয়, সেইজন্য ওঁরা এসেছিল। ওদের বন্ধুর গাড়িটা বড়ো ঝরনার ধারে ওপরে রাখা ছিল, লোক দুটো নিখোঁজ। শেষ টাওয়ার লোকেশন বলছে ওরা এখানে এসেছিল।

অ্যান্থনির মনে পড়ে পদম বলেছিল দুটো লোক এসেছিল কিছুর খোঁজে, হয়তো এই প্যাকেটটার খোঁজই করছিল। পদমের ভালো লাগেনি লোক দুটোকে। তারপর হঠাৎ ওরা হড়কা বানে ভেসে গেছিল। তবে কি ওরাও এই পাতাগুলোই খুঁজছে? কিন্তু এই ধরনের কিছুর খোঁজ কি ওরা করেছে ফাদার ডিমেলোর কাছে?

দু-চার কথার পর অ্যান্থনি ফাদারকে জিজ্ঞেস করে, ওরা কি শুধু লোক দুটোর খোঁজ করছিল, নাকি আরও কিছু জানতে চাইছিল?

—ওরা একটু রেখে-ঢেকে কথা বলছিল যেন। সব খুলে বলতে চাইছিল না।

—ফাদার, আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। আপনি ভেতরে আসুন একবার।

অ্যান্থনির কথা শেষ হতেই ঝুপ করে রোদ সরে গিয়ে এক ছায়া নেমে এল। একটা বড়ো কালো মেঘের দল সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। পাশের ঝাঁকড়া পিপ্পল গাছ থেকে এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে গেল, কর্কশ স্বরে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল কোথাও।

'স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ... বাদুড় দিনের বেলায় দেখতেই পায় না জানি, ওরা উড়ল কেন? প্যাঁচাও দিনে ডাকে না। এ যেন এক অমঙ্গলের ছায়া। পবিত্র ক্রুশের লকেট মাথায় ঠেকিয়ে বললেন ফাদার ডিমেলো।

অ্যান্থনির মনটাও কু ডেকে ওঠে। ফাদারকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে অ্যান্থনি কাগজের প্যাকেটটা খুলে দেখায়। ক্রুশটা দেখেই বিস্মিত হন ফাদার। তারপর পাতাগুলো হাতে নিয়ে চমকে ওঠেন। ছড়িয়ে পড়ে পাতাগুলো মেঝেতে।

রক্তশূন্য মুখে অ্যান্থনির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এসব তোমার কাছে কী করে এল?'

—বলছি, তার আগে বলুন এগুলো ঠিক কী? ভাষাটা লাতিন বলে পড়তে পারিনি। ওগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে ও বলে।

—এগুলোর নাম উচ্চারণ করাও পাপ, এগুলো কোডেক্স গিগাসের সেই হারিয়ে যাওয়া কুড়িটা পাতা। কোডেক্স গিগাসের নাম শুনেছ? 'শয়তানের বাইবেল' নামেই অবশ্য পরিচিত। শয়তানের নিজের হাতে লেখা বই।

অ্যান্থনি নাম আগে না শুনলেও বুঝতে পারে সাংঘাতিক কিছু একটা জিনিস এটা।

—এই বই শয়তান একটা রাতে লিখেছিল। অবশ্য শুনেছি বইটার মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ডাইনিবিদ্যা, জাদুবিদ্যা-সহ বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। তবে এই কুড়িটা পাতা শয়তানকে আহ্বানের বার্তা বহন করে। এগুলো যারা যারা পড়েছে সবাই শয়তানের উপাসকে পরিণত হয়েছে। শয়তান তাদের ওপর ভর করে। বহু বছর ধরে সযত্নে এই পাতাগুলো রাখা ছিল গোপনে। এ পাতাগুলো তোমার কাছে এল কী করে তাই ভাবছি! ফাদার ডিমেলোর দু-চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

—পদমকে চেনেন নিশ্চয়ই, ভেড়া চরায় যে বাচ্চা ছেলেটা তার কথা বলছি। পদম এগুলো বড়ো ঝরনার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছে। ওর ধারণা কদিন আগে যে গাড়িটা রাতের বেলা গড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে এই প্যাকেটটা ছিটকে পড়েছিল। আবার দিন দুই আগে দু'জন লোক নাকি এসেছিল এই জিনিসগুলোর খোঁজে। তারা হড়কা বানে ভেসে যায়। একটু আগে যতদূর সম্ভব তাদের খোঁজেই আপনার কাছে লোক এসেছিল। রহস্যর শিকড় অনেক গভীরে ফাদার।

—আমি সব থেকে অবাক হচ্ছি হঠাৎ এতদিন পর এরা এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন করছে? একটু আগে আমার বন্ধুর ফোন এসেছিল কাসৌলি থেকে। এই কোডেক্স গিগাসের খোঁজ করছে আরও অনেকে। হঠাৎ করে এতদিন পর একসঙ্গে এত লোকের এই বইটার কথা কেন মনে পড়ল এটাই প্রশ্ন!

—এই বইটার বাকি অংশ ...

—বাকি অংশ রয়েছে সুইডেনে। দুশো বছর ধরে এই পাতাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এগুলো নাকি পোড়ানো যায় না, জলে নষ্ট হয় না, পোকায় কাটে না, ছেঁড়া যায় না। এতদিন এগুলো রাখা ছিল অতি গোপনীয় এক জায়গায়, শয়তানের কবরের ভেতর। আমার জন্মের আগে থেকে এ গল্প প্রচলিত। এ অঞ্চলে সবাই জানত শয়তানের কবরের কথা, যার নাম ভয়ে কেউ নিত না।

—শয়তানের কবর!

—তুমি কর্ণাটকের ছেলে, নতুন এসেছ এদিকে, তাই হয়তো জানো না। শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এখানে। কালাপাহাড়ের পথে পরিত্যক্ত চার্চটা দেখেছ কখনও?

অ্যান্থনি মাথা নাড়ে।

—ওটাই শয়তানের কবরখানা। আমার ছোটোকাকা সেসময় ওই চার্চের ব্রাদার ছিলেন। ওঁর মুখে শুনেছি, জীবিত শয়তানের বুকে ক্রুশ গেঁথে তাকে কফিনবন্দি করে ওই কবরখানায় বন্দি করেছিলেন চারজন পাদরি মিলে। শয়তানকে জাগাবার তন্ত্রমন্ত্র সব লেখা রয়েছে এ বইয়ের পাতায়। ওখানেই কোথাও গোপনে রাখা হয়েছিল এই পুথি।

—তাহলে এখন কী করব আমরা?

—এ পাতাগুলো যখন তোমার হাতে এসেই পড়েছে, ঈশ্বর হয়তো চাইছেন তুমি ওর দায়িত্ব নাও। এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার ভার এখন তোমার ওপর। করুণাময় ঈশ্বর নিজেই তোমায় বেছে নিয়েছেন। আমার মতে তুমি কর্ণাটক চলে যাও, ওদিকে কোথাও লুকিয়ে রেখে এসো এই অভিশপ্ত পাতাগুলো।

অ্যান্থনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। ওর শিক্ষিত মন মানতে চায় না এসব যুক্তি। লাতিন জানলে হয়তো পড়েই দেখত কী লেখা রয়েছে। নেহাত ভাষাটা জানে না তাই। একটু পরে ফাদার চলে যেতেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে। অ্যান্থনি ভাবছিল এতগুলো মৃত্যু কি সত্যি এই বইয়ের জন্য? প্রথমটা যা শুনেছে দুর্ঘটনা মনে হয়েছে। দ্বিতীয়, ভীমার মৃত্যু! বর্ষাকালে বাজ পড়ে অনেকেই মারা যায় গ্রামে, সচেতনতার অভাব এটা। তৃতীয়, হড়কা বানে মৃত্যু, যা এই পাহাড়ে প্রতি বর্ষায় ঘটে। মানুষের অবচেতন মন এগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে কুসংস্কারের আওতায় আনতে চাইছে।

১৬

গাড়িটা যেখানে এসে থামল তার পর আর পথ নেই। একটা সরু পায়ে-হাঁটা পথ উঠে গেছে ওপর দিকে। পাইন বনের আড়ালে আদিম সে পথের উপর সবুজ শ্যাওলার আলপনা। পাশের পাইন গাছগুলো আকাশছোঁয়ার পণ নিয়ে একটানা ঊর্ধ্বমুখী। তাদের গায়ে আবার পরগাছার বাস। রাত্রি গভীর না হলেও ঘন্টিপোকাদের সমবেত সংগীত

শুরু হয়ে গেছে। মাতাল করা বুনো ফুলের গন্ধে কেমন টলে ওঠে জন। ফাদার থমাসের সঙ্গে সে চলেছে এই প্রাচীন পথ ধরে। বহু দূরে উলটোদিকের পাহাড়ে রয়েছে ডাকসুনাগের মন্দির। দূরের পাহাড়ের গায়ে মিটমিট করে এখনও জোনাকির মতো জ্বলছে কিছু বাতি। জন হোঁচট খেতে খেতে একটা গাছের ডাল ধরে নিজেকে সামলায়। ফাদারের হাতের টর্চ যেটুকু আলো দিচ্ছে তাতে পথ বোঝা যায় না। আরও কিছুক্ষণ পাহাড় বেয়ে ওঠার পর জন হাঁফিয়ে ওঠে। একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নেয় দু-মিনিট। ওদিকে ফাদার তাড়া দিচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টা পর ওরা এসে পৌঁছোয় পাহাড়ের মাঝে এক গুহার সামনে। গুহার ভেতর থেকে আলোর রেশ বেরিয়ে আসছে, খুব বড়ো নয় ভেতরটা, একটা ১০ বাই ১২ ঘরের মতো। মাঝখানে ধুনি ও ছোট্ট একটা অগ্নিকুণ্ড। বাকি চারজন আগন্তুককে দেখে চমকে ওঠে জন। লামার পোশাকে একজন, কালো কাপালিকের পোশাকে একজন, আর-একজন তো কৌপীনও পরে নেই, ছাইভস্ম মাখা দেহ থেকে বিচিত্র দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, এ বোধহয় অঘোরী সন্ন্যাসী, লাল কাপড় পরিহিত জটাজূটধারী লোকটা তান্ত্রিক। ফাদার জনকে বসতে বলে সবার দিকে তাকিয়ে দেখে নেয় একবার।

তারপর বলে, 'এ আমাদের এক নতুন সদস্য। আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম এই অমাবস্যায় আমি প্রভু লুসিফারকে জাগিয়ে তুলব, আমি একটু সময় চাইছি, কাল অমাবস্যা। কাল পেতেই হবে জিনিসটা, হাতে এসেও ছিটকে গেছে এবার।'

গম্ভীর গলায় তান্ত্রিক বলে ওঠে, 'আবার ভাঁওতাবাজি! আমরা সবাই শয়তানের করুণা পেতে চাই। সবাই তার অনুগত। তুমি নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলে লুসিফারকে জাগ্রত করার। না হলে আমরা আমাদের মতো করে সাধনা চালিয়ে যেতাম এতদিন।'

'আর আটটা শবসাধনা করলেই আমি শয়তানের দেখা পাব। তোর কথা শুনে মনে হয় ভুল করেছি।' অঘোরী গর্জন করে ওঠে।

'শান্তি... নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে কী লাভ। কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো শয়তানকে জাগ্রত করার সবচেয়ে সহজ উপায়। আমার পূর্বপুরুষ ওই পাতাগুলো দ্বারা শয়তানের জাগরণ দেখেছিল বহু যুগ আগে। উইলিয়াম হ্যারি তখন তিব্বতে। আমার পূর্বপুরুষ ছিল তার সাধনসঙ্গী। এদেশে এসেই হ্যারি ভুল করেছিল। যে বন্ধুর বাড়ি উঠেছিল একদিন সেখানেই শয়তানের আগমন ঘটে। তার ফলে ওকে সবাই চিনে ফেলে। চারজন মিলে ওকে বন্দি করে ফেলে আবার। ও সেই কোডেক্স গিগাসের মায়া শেষ দিন অবধি ছাড়েনি। সেসময় আমার সেই পূর্বপুরুষ ওগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল তিব্বতের দিকে। কিন্তু হ্যারি ভরসা করে পাতাগুলো দেয়নি। হ্যারিকে যারা বন্দি করেছিল একমাত্র তারাই জানত ওই পাতাগুলো কোথায়।' লামা সেরিং বলে।

'সেই চারজনের উত্তরসূরি কারা? নিশ্চয়ই তারাই জানবে পরের ঘটনাগুলো।'

কাপালিক ধীর স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে।

'একজনের ছেলে রয়েছে কোসৌলীর একটি চার্চে, সে কিছুই জানে না মনে হয়। দ্বিতীয়জন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, উত্তরসূরি নেই। তৃতীয়জনের নিজের কেউ নেই। লতায় পাতায় কিছু আত্মীয় থাকলেও মনে হয় না তারা কিছু জানে। আর চতুর্থজন আমার পিতা।'

সবাই চমকে উঠে তাকিয়ে ছিল ফাদার থমাসের দিকে। এই কথাটা আগে কখনও থমাস বলেনি।

'আমার পিতা আমাদের ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছিল। তাই আমার ছোটোবেলা কেটেছে খুব কষ্ট করে। সেসময় আমার মায়ের চোখের জল মোছানোর কেউ ছিল না। অনেক কষ্টে মা আমায় বড়ো করলেও পিতা কখনও খোঁজ নেয়নি। যে ঈশ্বরকে সবাই করুণার সাগর বলে, তার নিষ্ঠুর রূপ আমি জ্ঞান হবার আগে থেকেই দেখছি। মাথার ওপর ভরসার ছাদটা সে কেড়ে নিয়েছিল। আমার পিতা চার্চের অনাথদের সেবা করত অথচ আমি অনাথের মতো বড়ো হয়েছি। ঈশ্বরকে আমি ঘৃণা করি এই জন্য। ছোটো থেকে নিজের রক্তে শয়তানের পুজো করে এসেছি, যা পেয়েছি এই শয়তানের দয়ায়। শয়তান আমায় পথ দেখিয়েছিল। বড়ো হয়ে জানতে পারি কোডেক্স গিগাসের কথা, জানতে পারি তা কোথায় রাখা আছে জানে শুধু আমার পিতা। শুধু শয়তানকে জীবিত করব বলেই ঈশ্বরের গৃহে আমার প্রবেশ। পিতার পরিচয় ব্যবহার করি জীবনে প্রথমবার। বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করার লক্ষ্যে চার্চে প্রবেশ করি। নিজেকে ঈশ্বরের সেবক পরিচয় দিই সেদিন থেকে। পিতার সঙ্গে কাজ করতে করতে বহুবার জানতে চেয়েছি কোডেক্স গিগাসের কথা। বলেনি সে। মৃত্যুর দিন অবধি এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারিনি। এর পর পিতার জিনিসপত্র, ডায়ারি, নথি ঘেঁটেও কোনো হদিস পাইনি। এত বছর ধরে ঘুরে বেরিয়েছি সেইসব চার্চে যেখানে যেখানে সে ছিল জীবনের দীর্ঘ সময়। অবশেষে গত মাসে জানতে পারি শয়তানের কবরের কথা। এক বহু পুরোনো চিঠিতে ছিল সেসবের উল্লেখ। আমি লোক লাগাই শয়তানের কবর খোঁড়ার জন্য। কিন্তু তারপর থেকেই নানারকম ঘটনা ঘটে চলেছে আমাদের সঙ্গে। প্রথমত, যারা কবর খুঁড়ল তাদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। কারণ অভুক্ত শয়তানের ঘুম ভাঙিয়েছিল তারা এত বছর পর, প্রথম তাদের বলি গ্রহণ করেছিল শয়তান নিজে। আমার ধারণা ছিল ওই কবরেই ছিল কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো। হয়তো ওরা উদ্ধার করেছিল। অথচ গাড়ি দুর্ঘটনার জায়গায় পাওয়া যায়নি সেগুলো। প্রথমে ভেবেছিলাম পুলিশ উদ্ধার করেছে। কিন্তু তাহলে পেপারে বার হত খবরটা। খুব ভালো করে লোক লাগিয়ে খোঁজ নিয়েছি থানায়, ওরা কঙ্কাল ছাড়া কিছুই পায়নি।

অথচ যে চিঠি পড়ে আমি সব জেনেছিলাম তা যদি ঠিক হয় ওই কবরেই থাকার কথা কোডেক্স গিগাসের বাকি পাতাগুলো। আমি নিজে আবার গেছিলাম, কবর ফাঁকা। দুর্ঘটনার জায়গায় ওগুলো নেই। পুলিশও পায়নি। আবার ওখানে খোঁজ করতে যাদের

পাঠালাম তারা যেন হাওয়ায় উবে গেল। নিজেরা আজ গ্রামে গিয়েছিলাম যদি কিছু জানা যায় সে জন্য। কিন্তু কিছুই নেই। কোথাও নেই। কিন্তু আমরা জানি কোডেক্স গিগাসের পাতার ধ্বংস নেই। তাহলে কোথায় গেল?'

সবাই নির্বাক শ্রোতা।

লামা সেরিং একটা গোল স্ফটিকবলয় বার করল নিজের ঝোলা থেকে বলল, 'জিনিসটা যখন বাইরে এসেছে দেখি আমার গোলকে ধরা দেয় কিনা!'

লামা সেরিং ফাদার থমাসকে বলল ওটার ওপর হাত রাখার জন্য। দুজন মনে-প্রাণে শয়তানকে স্মরণ করতে শুরু করল। বাকিরাও শয়তানের আহ্বানে শামিল হল। বাইরে যেন ঝড় উঠেছে। জন ভয়ে কাঠ হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। বড়ো বড়ো গাছগুলো যেন আক্রোশে উপড়ে ফেলতে চাইছে কেউ। কৃষ্ণপক্ষের নির্মেঘ আকাশে বিদ্যুৎশিখার ঝলকানি, একটা কালো ধোঁয়া যেন পাক খেতে খেতে এই গুহায় ঢুকতে চাইছে। স্ফটিকের রং বদলাচ্ছে ধীরে ধীরে। আকাশি হালকা সবুজ বেগুনি গোলাপি কমলা হলুদ নানারকমের রঙের খেলা চলছে স্ফটিকের ভেতর। কালো ধোঁয়াটা একটা অতিপ্রাকৃত অবয়বের ছায়া-শরীর তৈরি করছে আস্তে আস্তে।

সবাই স্তব্ধ। ফাদার থমাস বলে, 'প্রভু আপনার আত্মাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চাই, এই ছায়া শরীরকে দেহ দিতে চাই। আমরা সকলেই আপনার অনুগত। আমাদের পথ দেখান। গ্রহণ করুন আমাদের বলিদান।'

জন কিছু বোঝার আগেই পিঠের দিকে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করে, জোরে একটা ধাক্কা দেয় কেউ। আচমকা টাল সামলাতে না পেরে ও ছিটকে পড়ে ওই ছায়া-শরীরের সামনে। কালো ধোঁয়া মুহূর্তের মধ্যে জনের শরীরকে ঘিরে ফেলে। জনের একবার শুধু মনে পড়ে গ্লোরির কচি মিষ্টি মুখখানা। ডিলিয়ার মুখটাও পাশে ভেসে ওঠে। আস্তে আস্তে শয়তানের পদতলে ওর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। প্রতিবার শয়তানকে আহ্বান করলেই এভাবেই একটা করে তাজা প্রাণ নিবেদন করতে হয়, এমনই করে আসছে শয়তানের এই পাঁচ অনুচরেরা। এবারের বলি ছিল জন। এভাবেই টিকে রয়েছে শয়তানের ছায়া-শরীর। কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো উদ্ধার হলে সেই নিয়ম মেনে পুজোর আয়োজন করে রক্ত সিঞ্চন করলে শয়তান পূর্ণরূপে জীবন লাভ করবে আবার। এভাবেই অনুগতকে উৎসর্গ করে ছায়া-শরীরকে টিকিয়ে রাখার প্রথা চলে আসছে বহু বছর ধরে। প্রতিবার চাই একটি তাজা অনুগতর প্রাণ। নিজের থেকে শয়তানের পুজো করে বশ্যতা শিকার করেছে এমন কাউকে চাই, যে মনেপ্রাণে শয়তানের দাস। অচেনা অজানা কাউকে ধরে এনে উৎসর্গ করলে তা শয়তানের ছায়া-শরীরের কাজে লাগবে না।

উৎসর্গ ও গ্রহণের পর ফাদার থমাস বললেন, 'কোডেক্স গিগাসের পাতার খোঁজে আমরা আর কত ঘুরব প্রভু? আপনি কিছু পথ দেখান।'

শয়তান স্ফটিক-গোলকটিকে ঘন কালো আঁধারে ঢেকে দিল মুহূর্তের জন্য। সেই আঁধার কাটতেই স্ফটিক-গোলকটি আবার স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটি গ্রামের ছবি, পাহাড়, ঝরনা, সবুজ বুগিয়াল। এ তো হিমাচলের কোনো এক গ্রাম মনে হয়। ভেড়ার পালের সঙ্গে চলেছে একটা বাচ্চা ছেলে। পেছন থেকে মুখ দেখা যায় না। পাশেই একটা কালো করে লম্বা লোক দাঁড়িয়ে, তবে ঝাপসা। আরও ঝাপসা হতে হতে ছবিটা মিলিয়ে যায় স্ফটিকের গায়ে। ফাদার থমাসের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে শুধু।

কাপালিক বলে 'কাল রাতে শেষ সুযোগ, কাল শয়তানকে জাগাতেই হবে, তুমি না পারলে বোলো, এবার আমরা খুঁজব।' তার দু-চোখে অবিশ্বাস।

তান্ত্রিক বলে, 'ঠিক, তুমি সরে গেলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ফাদার রাগে লাল হয়ে ওঠে, সে যে এত চেষ্টা করছে ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না? উত্তর না দিয়ে উঠে পড়ে সে।

লামা সেরিং গোলকটা তুলে নিয়ে ঝোলায় রেখে বলে, 'কাল রাতে বিশেষ অধিবেশন। যেভাবেই হোক কাল জিনিসটা চাই। মাথায় রেখো।'

ফাদার বেরিয়ে আসে। এবার সে অন্য পন্থা নেবে ভাবে মনে মনে। আর এদের ভরসা করবে না। সব বেইমান।

১৭

সারাটা বিকেল নেটে 'কোডেক্স গিগাস' সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করেছে অ্যান্থনি। এমন একটা বইয়ের খবর ও আগে জানত না ভেবে লজ্জাই লাগছে। বইটা সম্পর্কে কৌতূহল চরিতার্থ করতেই পাতাগুলো খুলে সাবধানে আর একবার দেখল ও। লাতিন ভাষাটা জানে না বলে এই প্রথম বেশ রাগ হচ্ছিল। ফোনে প্রতিটা পাতার ভাগে ভাগে ছবি তুলে নিল ও। গুগলের কাছে অবশ্য কোডেক্স গিগাসের হারিয়ে যাওয়া পাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। পাতাগুলো যে হাতবদল হয়ে এদেশে এসেছে এমন কিছুই কোথাও দেখতে পেল না।

ফাদারের কথামতো পরদিন সকালেই অ্যান্থনি কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো নিয়ে হিমাচল ছাড়বে ভেবেছিল। বর্ষার ছুটি সবে শুরু হয়েছে। অ্যান্থনির পরিবার বলতে কিছুই নেই। মা-বাবা ছোটোবেলায় এক দুর্ঘটনায় চলে গিয়েছিল। দূর-সম্পর্কের এক আঙ্কল ওকে হোস্টেলে রেখে পড়িয়েছিল। যেহেতু ওর কেউ নেই, তাই পিছুটানও নেই। ও এই পাহাড়েই থাকতে ভালোবাসে। কর্ণাটকে কয়েকজন আত্মীয় রয়েছে অবশ্য। বেশ কয়েক বছর ওদিকে যাওয়া হয়নি। কিন্তু পাতাগুলোকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে এটাই ও ভাবছিল। ফাদার যে ওকে এত বড়ো দায়িত্বটা দেবে ও কখনও ভাবেইনি। ভীমার মৃত্যুটা ওকে অবশ্য এখনও ভাবাচ্ছে। তা ছাড়া পদমকে কী বলবে ভাবেনি কিছু। তবে

পদমকে একটা কিছু জানিয়ে যেতে হবে। ছেলেটা ভীষণ সরল। ওর-না কোনো বিপদ হয়! একটা ব্যাংকে লকার ভাড়া করে রেখে দেওয়া যায় কিন্তু এগুলো। এসব ভাবতে ভাবতে ও ব্যাগ গোছাচ্ছিল। সন্ধ্যা থেকেই আবার বৃষ্টি নেমেছে। গ্রামটা যেন ভেসে যাবে এমন জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। রাত দশটার পর বৃষ্টি কমলেও অমাবস্যার আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সারাটা চরাচর অন্ধকারের কবলে নিমজ্জিত।

টুকটাক গোছগাছ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল অ্যান্থনি। ভাবল পরদিন ভোরে পদম ভেড়া চরাতে যাওয়ার আগে ওদের বাড়ি ঘুরে আসবে।

কিন্তু পরদিন যখন ঘুম ভাঙল কাচের জানালা দিয়ে মিষ্টি রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে ওর বিছানায়। বেশ দেরি হয়ে গেছে উঠতে। পদম হয়তো বেরিয়ে পড়েছে ভেড়ার দল নিয়ে। যাই হোক, পাহাড়ের ঢালে বুগিয়ালে ওর দেখা পাওয়া যাবে অ্যান্থনি জানে। ফটাফট তৈরি হয়ে নিল ও। পদমের জন্য দু-প্যাকেট বিস্কুট আর দুটো আপেল নিল সঙ্গে। খুব গরিব ছেলেটা। মনে মনে ভাবল ওর হাতে কিছু টাকাও দিয়ে আসবে। ঈশ্বর ওর হাত দিয়ে কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো অ্যান্থনিকে পাইয়ে দিয়েছে। ওর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কিন্তু ঘর বন্ধ করে বার হতেই আবার ফাদার ডিমেলোর সঙ্গে দেখা। সঙ্গে আজ আবার এক নতুন আগন্তুক, যার ফরসা রং আর চোখের মণি দেখে মনে হয় ইউরোপীয়।

'কাল রাতে আমার বন্ধু কাসৌলি থেকে ফোন করে উইলিয়াম জেকব স্মিথের আসার কথা বলেছিল। উনিও ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। যদিও ইউরোপীয়, তবে একশো বছর ধরে ওঁরা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। বন্ধু রজার বলেছিল উনি এদিকে আসবেন। তা এই সকালবেলা উনি এসে পৌঁছেছেন। আমার ছোট্ট বাড়িটায় কাল থেকে জল নেই। বর্ষায় পাথর গড়িয়ে এসে পাইপ ফাটিয়ে দিয়েছে। দেখি কখন মিস্ত্রি আসবে। আজকের দিনটা কি মিঃ জেকব তোমার অতিথি হলে তোমার অসুবিধা হবে?'

অ্যান্থনি জেকবের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলে, 'অতিথি দেব ভব, এ-দেশের স্লোগান। উনি আবার বিদেশি। অর্থাৎ বিশেষ অতিথি। স্বাগতম জানাই আমার ছোট্ট কুটিরে। তবে আমার ঘরে বাস করাটা খুব একটা আরামদায়ক হবে না। কারণ আমি খুব অগোছালো।'

জেকব হেসে হাত মেলায়। নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, 'কয়েকটা বিষয়ে জানতে এসেছি। আজকেই ফিরে যাব ফাদারের সঙ্গে কথা বলে। আসলে কাসৌলি থেকে সারারাত বৃষ্টির ভেতর এতদূর একটানা এসে আমার গাড়িটা কাহিল। ওর একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। হয়তো বিকালেই ফিরে যাব।'

'আমিও কাল নিজের দেশের বাড়ির দিকে যাব ভাবছি। তবে চাবি তো রেখেই যাব, আপনি থাকলেও অসুবিধা নেই।' অ্যান্থনি একটু হেসে বলে।

বাথরুম ঘুরে এসে বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে ওঁরা। অ্যান্থনি ইলেকট্রিক কেটলিতে কফি করে আনে। সঙ্গে কেক আর বিস্কুট।

ফাদার কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন, 'এবার বলুন আমার কাছে কী দরকারে এসেছেন?'

'আমি একটা জিনিসের খোঁজ করছি। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন উইলিয়াম হ্যারি, আমার গ্রেট গ্র্যান্ডপার বড়োভাই উনি।'

ফাদার বিষম খেলেন ভীষণ জোরে, সাদা গাউনে ছলকে পড়ল কফি। কাশতে কাশতে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। অ্যান্থনি জলের বোতল এনে জল দিলেও কাশি কমাতে পারছে না যেন। শ্বাসনালিতে কফি আটকে গেছে।

জেকব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর ফাদার যখন ধাতস্থ হলেন তখনও তিনি আর কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। ইশারায় জেকবকে বললেন পরে শুনবেন তিনি ওর আগমনের কারণ।

অ্যান্থনি জেকবকে বসতে বলে ফাদারকে এগিয়ে দিতে গেল। জেকব ভাবছিল উইলিয়াম হ্যারির নাম শুনেই কি ফাদার বিষম খেলেন, নাকি এটাও কাকতালীয়! ফাদার রজার তো প্রথমে কিছুই বলতে চাননি। তবে জেকব বারবার অনুরোধ করায় এই চার্চের নাম করে বলেছিলেন এখানকার ফাদার ডিমেলো কিছু সাহায্য করলেও করতে পারেন। ওঁর এক আঙ্কল আশি বছর আগের সেই বিশেষ ঘটনাটার সময় উপস্থিত ছিলেন সেন্ট মেরি চার্চে। ফাদার রজারের থেকে ঠিকানা নিয়েই জেকব সারারাত ধরে গাড়িতে ছুটে এসেছিল হিমাচলের নাড্ডির ওপরে এই গ্রামে।

ধীরে-সুস্থে কফি শেষ করে জেকব বসে ভাবছিল কোডেক্স গিগাসের কথা। জিনিসটা কি ফেরত পাবে সে? আর কতদিন এভাবে ঘুরবে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আর-একটা দল এই একই জিনিস খুঁজে চলেছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কী জেকব জানে না! মন বলছে অসৎ উদ্দেশ্য, হয়তো চোরা বাজারে অ্যান্টিক হিসেবে বেচে দেবে, নয়তো শয়তানকে জাগিয়ে তুলবে। জিনিসটা খুঁজে পেলে জেকব কী করবে সে নিজেই জানে না। কারণ কোডেক্স গিগাসের মতো অভিশপ্ত জিনিস কতদিন ও লুকিয়ে রাখতে পারবে কে জানে। এই ইন্টারনেটের দুনিয়ায় গুগল যখন সব খবর বয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়া জুড়ে, অনেকেই বিষয়টা জেনে গেছে। সবার নজর বাঁচিয়ে বইয়ের অংশটুকু উদ্ধার করে লুকিয়ে রাখা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। একটু পরেই অ্যান্থনি ফিরে এল। ফাদার ডিমেলো বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে ও বলল।

কড়া কফিটা খেয়ে বেশ ফ্রেশ লাগছিল জেকবের। সুজানআন্টিকে ফোন করে একবার জানিয়ে দিল জিনিসটা এখনও সে পায়নি। কথা বলতে বলতেই মনে হল অ্যান্থনি তার সব কথা শুনছে কান খাড়া করে। একটু বিরক্তবোধ করলেও সৌজন্য দেখিয়ে কিছুই বলতে বাধল। একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল জেকব।

অ্যান্থনি বলল, 'চলুন আপনাকে গ্রামটা দেখিয়ে আনি। আমাদের গ্রামটা বেশ সুন্দর।'

ইচ্ছা না থাকলেও জেকব উঠে পড়ল। আপাতত গ্রামটাই ঘুরে দেখা যাক। ড্রাইভার আসার পথে বলেছিল কয়েক দিন আগে এই গ্রামের পাশেই একটা পাহাড়ি ঝরনায় একটা গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। গাড়িটা নাকি দুজন কঙ্কাল-চোরের ছিল। এখন পুরো ধরমশালা জানে ওই কঙ্কালের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপেই গাড়িটা দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। এর কয়েকদিন পর আবার দুজন ওই ঝরনায় ছবি তুলতে নেমে হারিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত গাড়িটা পড়ে ছিল ওপরের বড়ো রাস্তায়। ভাগসু ট্র্যাভেলসের গাড়ি ভাড়া করেছিল লোক দুটো। ড্রাইভার নেয়নি। এখন সবাই বলছে ভাগসু ট্র্যাভেলসের মালিক ভাগসু নাগের একনিষ্ঠ সেবক বলেই ওঁর গাড়িটা বেঁচে গেছে।

এমন নানা গল্প শুনে এই গ্রামটা সম্পর্কে আগ্রহ জন্মেছিল জেকবের। হিমাচলের বাকি গ্রামের মতো এই গ্রামটিও ফল-ফুলের গাছে সাজানো। রাতের বৃষ্টির পর ঝকঝকে রোদে গ্রামটা যেন হাসছে।

কিন্তু ছোটো ঝরনাটা পার হয়ে গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা গাছ থেকে এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে গেল ওদের দেখে। জেকবের মনটা আবার কু ডেকে উঠল। আকাশের পশ্চিম কোণে শুরু হয়েছে মেঘের ঘনঘটা, দ্রুত যা এগিয়ে আসছে সারা আকাশের দখল নিতে। দ্রুত পা চালাল ওরা।

১৮

হোটেলে ঢুকেই ভূত দেখার মত চমকেছে ম্যাক। রবিন যে সুদূর সুইডেন ছেড়ে এই ভারতের পাহাড়ে চলে আসতে পারে একবারও ভাবেনি সে। গত দু'দিন রবিনকে ফোনে ধরতে না পেরে ভেবেছিল নেটওয়ার্ক সমস্যা। মেসেজ করে তবুও সব জানিয়েছিল।

এই মুহূর্তে রবিনকে হোটেলের লবিতে দেখে একটা বরফ শীতল স্রোত নেমে এল ম্যাকের শিরদাঁড়া বরাবর। ঠান্ডা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এই দৃষ্টি ম্যাকের পরিচিত। অর্থের প্রয়োজন না থাকলে সে কখনও রবিনের সাহায্য চাইত না।

হিসহিসে গলায় রবিন সুইডিশ ভাষায় ওকে বলল এখনই রবিনের সঙ্গে হোটেল ছাড়তে। এই শীতের রাজ্যে দাঁড়িয়ে ভেতর ভেতর তখন ঘামছিল ম্যাক। আর্থিক দুরবস্থা তাকে এ-পথে আসতে বাধ্য করছে। নিজের পরিবারের এক অমূল্য সম্পদের সন্ধানে সে বিদেশে এসে এভাবে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে মরছে। কে জানে এবার কী আছে কপালে!

বাইরে একটা লাল বোলেরো অপেক্ষা করছিল। রবিনের সঙ্গে সেটায় গিয়ে বসতেই গাড়ি ছুটে চলল ম্যাকলয়েডগঞ্জ ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথে।

সারাটা পথ একটাও কথা বলেনি রবিন। গাড়ির সামনে আর পেছনে আরও চারজন লোক রয়েছে, যাদের মধ্যে তিনজন এ-দেশের বাসিন্দা ম্যাকের মনে হল। কেউ কোনো

কথা বলছে না। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা গাড়ির ভেতর বিরাজমান।

পাকদণ্ডি পথে পাক খেতে খেতে গাড়িটা হঠাৎ পাশের এক কাঁচা রাস্তায় প্রবেশ করল। পাইন, বার্চ আর ফারের বন পার করে এবড়ো-খেবড়ো পথে পাহাড়ে উঠছে ওদের বাহন। এ-পথে গাড়ি-ঘোড়া খুব কম চলে বোঝাই যাচ্ছিল। শতাব্দী-প্রাচীন গাছগুলোর গায়ে সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। সূর্যের আলো সব জায়গায় পৌঁছোয় না ঠিকঠাক। কোনো কোনো বড়ো গাছকে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে কোনো অর্কিড। বর্ষার জলে সে নিজেকে সাজিয়েছে অপূর্ব ফুলের সাজে। একটু দূরে দূরেই অর্কিডের বাহার। কিন্তু প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে এ-পথে আসেনি ম্যাক। সাক্ষাৎ মৃত্যু বসে রয়েছে তার পাশে। হাসতে হাসতে খুন করতে বুক কাঁপে না রবিনের। হয়তো এই বনের কোথাও কবর খোঁড়া হয়েছে ম্যাকের জন্য। উইলিয়াম হ্যারির মতোই হয়তো জীবন্ত কবর দেওয়া হবে ওকে। কেউ জানতেও পারবে না ম্যাক কোথায়! ভিসা শেষ হলে ওর দেশের সরকার বা ভারত সরকার হয়তো একটা খোঁজ করবে, যা ফাইল বন্দি হয়েই থেকে যাবে ভিসা অফিসের দেরাজে।

ক্যাঁচ করে গাড়িটা ব্রেক কষতেই সংবিত ফেরে ম্যাকের। ছোটোবেলায় ফেয়ারিটেলের পাতায় যেমন ডাইনি বুড়ির বাড়ির ছবি থাকত, তেমন একটা ভূতুড়ে বাংলোর সামনে এসে থেমেছে তাদের গাড়ি। একে একে সবাই নামল। কাঠ আর পাথরের তৈরি বাংলোটার গায়ে মনে হয় না কখনও রঙের প্রলেপ পড়েছিল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা বাগানে সাপখোপের আস্তানা হওয়াই স্বাভাবিক। একটা বিশাল বড়ো গিরগিটি ওদের দেখে বিরক্ত হয়ে সড়সড় করে ঢুকে গেল একটা গাছের কোটরে। নুড়ি বিছানো গাড়ি-বারান্দায় বহুদিন ধরে শুকনো পাতারাই আলপনা এঁকেছে। মচমচ শব্দে তাদের পাড়িয়ে কয়েক জোড়া পা হেঁটে গেল বাংলোর দিকে। বারান্দাটা পরিষ্কার করানো হয়েছে বোধহয় কদিনের ভেতর। এখনও কড়িবরগায় ঝুলের দাগ, রেলিংয়ের ফাঁকে ধুলোর পুরু আস্তরণ। কাঠের দরজা খুলে প্রথম ঘরটায় প্রবেশ করল সবাই, বিবর্ণ সোফা, ছেঁড়া কার্পেট আর ধুলি-ধুসর পর্দা। বোঝা যায় এক সময় শৌখিন কারও আবাসস্থল ছিল এই বাংলো। বিজলিবাতি নেই, পর্দার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো ঢুকছে, ঘরটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। একজন গিয়ে দুটো পর্দা সরিয়ে দিতেই ঝুপ করে একচিলতে রোদ্দুর ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। বড়ো আরামকেদারায় বসল রবিন, বাকিরা দাঁড়িয়েই রইল। চোখের ইশারায় ম্যাককে সামনের চেয়ারে বসতে বলে বাকিদের চলে যেতে বলল রবিন। দুজন বাইরে বেরিয়ে গেল। দুজন ঢুকল ভেতরের ঘরে। ড্রাইভার গাড়িতেই রয়েছে।

ম্যাক একবার রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। এক্স-রে মেশিনের মতো এ দৃষ্টির সামনে বড়ো বড়ো অপরাধীরা ভয়ে শুকিয়ে যায়।

'তাহলে যে বইয়ের পাতা খুঁজতে এদেশে এসেছিলে, পাওনি, তাই তো?' আরাম

কেদারায় দোল খেতে খেতে সুইডিশ ভাষায় ওকে প্রশ্নটা করে রবিন।

মাথা নাড়ে ম্যাক।

‘এখন অবধি আমার কত ক্রোনা (সুইডিশ টাকা) খরচ করেছ হিসাব আছে?’

মাথা নামিয়ে নেয় ম্যাক। এর কী উত্তর দেবে সে।

‘তোমায় আমি বিদেশ-ভ্রমণে পাঠাইনি যে খাবে-দাবে আর গাড়ি করে ঘুরবে। প্রায় এক মাস ধরে এদেশে এসে বসে আছ, কাজের কাজ কী হয়েছে?’

এর কী উত্তর দেবে ম্যাক। এসে থেকে একটা দিনও বসে কাটায়নি ও। চরকির মতো ঘুরছে হিমাচলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। ওর ভাগ্যটাই খারাপ, ও আসার সঙ্গে সঙ্গে স্যামুয়েলবুড়ো মরে গেল, ও আসার আগেই কবরটা লুঠ হল।

‘এবার আমি চলে এসেছি, খোঁজ নিয়েছি সব। কোডেক্স গিগাসের ছেঁড়া পাতার হদিস এখনও কেউ পায়নি। এবার আমার লোক খুঁজবে পাতাগুলো। কিন্তু তোমায় নিয়ে কী করি বলো তো?’

রবিনের হিম-শীতল দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যায় ম্যাক। বুঝতে পারে মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে মাথার ওপর। তবুও শেষবারের মতো একবার মনের সব জোরকে একত্রিত করে বলে ‘শেষ একটা সুযোগ... আমি একজনের সঙ্গে দেখা করে শেষবার একটা খোঁজ নিতে চাই।’

‘তোমার বংশের যে ধারাটি এ-দেশেই থেকে গিয়েছিল তাদের খোঁজ করেছ?’ রবিনের চোখে হিংস্রতা আর কৌতুক একসঙ্গে ফুটে ওঠে। শিকারকে খেলিয়ে মারতে ও বরাবর ভালোবাসে।

‘না, ওই বংশে যতদূর সম্ভব কেউ নেই। বহু যুগ যোগাযোগ নেই।’

‘উইলিয়াম হ্যারির উত্তরপুরুষের খোঁজই পাওনি! তুমি খুঁজে বার করবে ওর সম্পদ! উইলিয়াম জেকব স্মিথের নাম শুনেছ কখনও? সম্পর্কে তোমার কাজিন হয়। অবশ্য তোমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। ছেলেটা অনেক দূর যাবে। ওদেশে বসে আমি প্রথমেই হ্যারির পরিবারের খোঁজ লাগিয়েছিলাম। জেকব স্মিথও এই হিমাচলেই এসেছে কাজ-কর্ম ছেড়ে। প্রকৃতির টানে নয়, কোডেক্সের খোঁজেই সে ঘুরছে।’

ম্যাক অবাক হলেও ভেবে পায় না রবিন তাকে এত কথা বলছে কেন।

বাইরে হঠাৎ বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামে, সঙ্গে উতাল-পাথাল হাওয়া। কাঠের এই বহু পুরোনো বাংলোটা বিদ্যুতের চমকে কেঁপে কেঁপে ওঠে বারে-বারে।

রবিন উঠে একটা জানালার দিকে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছিল। ওর এক শাগরেদ ঘরে ঢুকে সুইডিশ ভাষায় ওকে জিজ্ঞেস করে এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ওরা বার হবে কিনা! রবিন বলে, ‘যাদের তুলে আনতে বলেছিলাম তাদের কী খবর?’

‘আসছে, রওনা দিয়েছে।’

ম্যাক বুঝতে চেষ্টা করে কার কথা বলা হচ্ছে। এই যে জেকব না কী একজনের কথা

বলল তাকে তুলে আনতে লোক পাঠিয়েছে নাকি আবার! রবিনের লোক সব পারে। পৃথিবী জুড়ে ওর কারবার। এদেশের সঙ্গে অ্যান্টিক কিউরিয়ো থেকে আফিম সব কিছুর ব্যাবসা রয়েছে ওর। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল অথচ পুলিশ ওকে চেনেই না।

উইলিয়াম হ্যারি বিয়ে করেনি, অল্প বয়সেই মারা গেছিল। ওর কোনো পরিবার নেই। ওর ভাইয়ের পরিবার ছিল এদেশে। কিন্তু তারাও বেশিদিন বাঁচেনি। এ-দেশ তখন ম্যালেরিয়া আর কলেরার আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছিল। তাই তো ম্যাকের দাদুর পরিবার পালিয়ে গিয়েছিল সুইডেনে। নিজেদের দেশে। তাই ম্যাক এদেশে নিজের কোনো কাজিন থাকতে পারে ভাবেইনি। রবিনের লোক সে খবরও বার করে ফেলেছে। ইতিহাস ঘেঁটে বোধহয় হ্যারির ভূতকেই এবার ওরা বার করে আনবে। হ্যারিই একমাত্র জানত কোথায় রয়েছে কোডেক্স গিগাস।

১৯

ছোট্ট ঝরনাটা পার করেই জুমচাষের খেত, একটু দূরে দূরে পাথর, কাঠ আর কিছু ইটের বাড়ি, কয়েকটা পশুখামার, ছোট্ট একটা গ্রাম-দেবতার মন্দির। প্রতিটা বাড়ির সামনে-পেছনে ফুলগাছের ঝাড়। বর্ষার জল পেয়ে বেশ কিছু ফুল ফুটেছে। একটা বড়ো গাছের নীচে কয়েকটা বাচ্চা ধুলো-কাদা মেখে খেলছে। একটা বুড়ো লোক বসে রয়েছে রোয়াকে। হাঁস-মুরগি চরে বেড়াচ্ছে খোলা জমিতে।

একটা বাড়ির সামনে গিয়ে অ্যান্থনি ওকে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একটু পরে এসে বলল, 'চলুন আপনাকে বড়ো ঝরনাটা দেখিয়ে আনি। আমি একজনকে খুঁজছি, ও ওখানেই আছে হয়তো।'

এই বড়ো ঝরনাটাকে সবাই বড়াপানি বলে। বর্ষায় এর রূপ হয় ভয়ংকর আগেই ড্রাইভারের কাছে শুনেছে জেকব। ঝরনাটার ফুট পঞ্চাশেক ওপরে বড়ো রাস্তা। জেকবের গাড়িও ওখানেই রয়েছে। ওকে ঝরনার ধারে দাঁড়াতে বলে অ্যান্থনি বড়ো বড়ো পাথর টপকে কিছুটা জল পার হয়ে ওপারে গেল। একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে জেকব দেখছিল ওপাশের পাহাড়ের গায়ে সবুজ কচি ঘাসের বুগিয়াল। ক-দিন আগেও বোধহয় বরফে ঢাকা ছিল জায়গাটা। বেশ কিছু ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে আপন মনে। বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে অ্যান্থনি মিলিয়ে যেতেই জেকব ভাবে ফিরেই ফাদারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কোডেক্স গিগাসের খবর আদৌ উনি জানেন কিনা জানা নেই। এই সুতোটাও যদি হারিয়ে যায়...

হঠাৎ একটা কুকুরের ডাকে চমকে ওঠে জেকব। একটা কুকুর পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে আসছে চিৎকার করতে করতে। কিন্তু ওর দিকে নয়, ঝরনার ওপারে, যেদিকে অ্যান্থনি গেছে। দু-চারটে পাথর টপকে মাঝ-ঝরনায় এসে ওপারে কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করে।

অ্যান্থনিকে দেখতে পায় না। কুকুরটা ওপর দিকে উঠছে চিৎকার করতে করতে, আবার নামছে। একটু পরে অ্যান্থনি ফিরে আসে চিন্তিত মুখে। বলে, যার খোঁজে এসেছিল সে নেই। দুজনেই এদিক-ওদিক ঘুরে চার্চের পথ ধরে।

অ্যান্থনি বলে, 'আপনি কি শুধুই ঘুরতে এসেছেন হিমাচল ? কতদিন থাকবেন এদিকে?'

'শুধু ঘোরা নয়, ছোটো একটা কাজ নিয়ে এসেছি। সেটা শেষ করেই ফিরব। চলুন ফাদারের কাছে কাজটা সেরে আসি।'

পদম ভেড়াদের ছেড়ে কোথায় গেল? কুকুরটাই-বা ওভাবে খেপে গিয়ে বারবার ওপরে ছুটে যাচ্ছিল কেন কে জানে! চিন্তা হচ্ছে অ্যান্থনির পদমের জন্য। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ও। চার্চে গিয়ে ফাদার ডিমেলোর দেখা পাওয়া গেল। এখন উনি পুরো সুস্থ।

কুশল বিনিময়ের পর ফাদার বললেন আগে সবাইকে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে। সকাল থেকে কফি আর কেক ছাড়া জেকব কিছু খায়নি। খিদে পেয়েছিল বেশ। এই গ্রামে খাবারের হোটেল নেই। একটা চায়ের দোকান চোখে পড়েছিল শুধু। তাই ওঁদের সঙ্গে খেয়ে নিল প্রথমেই। মিশনের সাধারণ রান্না, সব কর্মচারী এখানেই খায়। অ্যান্থনিও লাঞ্চ-ডিনার এখানেই করে। খাওয়ার পর সরাসরি কাজের কথায় চলে এল জেকব, ওর হাতে সময় কম। প্রথমেই ও বলল, 'দেখুন, আমার পূর্বপুরুষ উইলিয়াম হ্যারি একটা বিশাল ভুল করেছিল, যার মাশুল আমরা বংশপরম্পরায় দিয়ে চলেছি। আমি সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। কোনো কারণে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে হ্যারি শয়তানের দাসে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন ধরে নিজের রক্তে শয়তানের পুজো করে ও লুসিফারকে জাগাতে পেরেছিল। সাক্ষাৎ পিশাচে পরিণত হয়েছিল হ্যারি। আমি এমন গল্প শুনেছি যে হ্যারি ছোটো ছোটো শিশুদের রক্ত চুষে খেত। এই হিমাচলের গ্রামে বন্ধুর বাড়িতে লুকিয়ে ছিল বেশ কিছুদিন। কিন্তু গ্রামের শিশুরা উধাও হওয়া শুরু হতেই গ্রামবাসীরা সচেতন হয়ে ওঠে এবং বিদেশি বলেই ও সবার বিষনজরে পড়ে যায়। ওরা ওকে ধরে ফেলে। কিন্তু সাক্ষাৎ শয়তানকে কি অত সহজে বিনাশ করা যায়! বাধ্য হয়ে চারজন ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক এক মন্ত্রপূত ক্রুশের সহায়তায় ওকে জীবন্ত কফিনবন্দি করে গোর দেয় সেন্ট মেরি চার্চের কবরখানায়। বিভিন্ন সূত্রে এতটা আমি জানতে পেরেছি। উইলিয়াম হ্যারির কাছে শয়তানের যে দলিল ছিল, যাকে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা, তা ওর মৃত্যুর পর কী হল এটাই জানতে আমি ছুটে এসেছি। ফাদার ডিমেলো, আপনার আঙ্কল সে সময় সেন্ট মেরি চার্চে ছিলেন। আপনি কি জানেন এ বিষয়ে কিছু?'

ফাদার ডিমেলো একদৃষ্টিতে ওকে দেখছিলেন। এবার অ্যান্থনির দিকে ফিরে জেকব

বলে, 'আপনিও তো এদিকে রয়েছেন বহুদিন। চার্চের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কখনও কোথাও শোনেননি শয়তানের কবরের কথা? সেই কবর লুঠ হয়েছে কিছুদিন আগে। আবার শয়তান ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে পারে যে-কোনো সময়। এক অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে আমাদের সবার মাথার ওপর। একমাত্র সেই লুকোনো জিনিসটা খুঁজে পেলেই সব স্বাভাবিক হবে আবার।'

'ওই চার্চ আমার জন্মের আগে থেকে পরিত্যক্ত। আর অ্যান্থনি তো সেদিনকার ছেলে। কয়েক বছর হল এই পাহাড়ে এসেছে।' ফাদার ডিমেলো বলেন।

'আপনি তো আপনার আঙ্কলের কাছে একটা চার্চের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন শুনলাম। কিছুই শোনেননি? শয়তানের বাইবেল কী জানেন? সুদূর সুইডেন থেকে তার একটা অভিশপ্ত অংশ এ-দেশে এসে পৌঁছেছিল আমাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে।'

ফাদার ডিমেলো মিথ্যা বলতে পারেন না। মাথা নামিয়ে নেন। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলেন পথ দেখাতে।

অ্যান্থনির মন পড়ে ছিল ঝরনার ধারে, ভেড়াদের ফেলে পদম কোথায় যেতে পারে? ও তো পাহারা ছেড়ে কোথাও যায় না। ওর কুকুরটাই-বা অমন অদ্ভুত আচরণ করছিল কেন? তবে কি কেউ পদমকে ধরে নিয়ে গেল? কিন্তু কেন? আর এই জেকব কী চাইছে তা অ্যান্থনি বুঝতে পারছে। কিন্তু ছেলেটা কতটা সত্যি বলছে কে জানে। কতটা বিশ্বাসযোগ্য ওর কথাগুলো। কাল যে ফাদার আর লোকটা এসেছিল তারাও তো ওই পাতাগুলোর খোঁজেই এসেছিল যতদূর সম্ভব।

'এত কিছু আপনি জানলেন কী করে? অ্যান্থনির প্রশ্নে জেকব থামতে বাধ্য হয়।'

'বিভিন্ন ডায়ারি, নথি, চিঠি আমার পিসির সংগ্রহে রয়েছে দিল্লিতে। আমি মামাবাড়িতে মানুষ। কিছুদিন আগে পিসির চিঠি পেয়ে দেখা করতে আসি এবং এত কিছু জানতে পারি।'

'যদি কোডেক্স গিগাসের সেই অংশ খুঁজে পান, কী করবেন আপনি?' ফাদার ডিমেলো প্রশ্ন করে জেকবকে।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জেকবের মুখ। চোখ দুটিতে খুশির ছোঁয়া। ফাদারের হাতটা ধরে বলে, 'আমি জানতাম যে আপনি জানবেন। বলুন কোথায় আছে কোডেক্সের পাতাগুলো। আমি ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'আ...আমি তো বলিনি যে আমি জানতাম। মানে আমি আ..আপনার কথার উত্তর দিচ্ছিলাম...' ফাদার তোতলাতে থাকেন। ঈশ্বরের সেবক হয়ে উপাসনা গৃহে দাঁড়িয়ে সত্যি-মিথ্যার দোলাচলে দুলছেন তিনি।

'ফাদার আমি তো কোডেক্স গিগাস নামটা একবারও উচ্চারণ করিনি।' একটু কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণে বলে জেকব।

'আপনি যে জিনিসটার কথা বলছেন তার নাম কোডেক্স গিগাস, শয়তানের বাইবেল

তা আমরা জানি, গুগলে তথ্য আছে। লাইব্রেরিতে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল, হারম্যান যে বই লিখেছিল তাও আছে।' অ্যান্থনি ফাদারের পক্ষ নেওয়ার চেষ্টা করে।

'গুগলে কোডেক্স গিগাসের তথ্য রয়েছে একদম ঠিক, কিন্তু আগুন লাগার পর পাতাগুলোর কী হল তা নেই। ওগুলো যে ভারতে এসেছিল সে উল্লেখ কোথাও নেই। উইলিয়াম হ্যারির নাম নেই। আমাদের পরিবারের কথা নেই। আমি যা বলেছি তা শুনে বইটার নাম বলে ফেললেন যখন, তার অর্থ আপনারা জানেন ওটা ভারতে এবং হিমাচলে রয়েছে।'

অ্যান্থনি বুঝতে পারে ভুল বলে ফেলেছে। ফাদারও চুপ।

দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে জেকব বলে, 'দেখুন আপনারাও হয়তো ওটা লুকিয়ে রাখতেই চাইছেন। আমিও তাই চাইছি। ফাদার ডিমেলো যদি এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন আমি চলে যাব। আমি জানব ফাদারের কাছে গচ্ছিত রয়েছে আমাদের সম্পদ। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চাইব অভিশপ্ত পাতাগুলো।'

'ওয়েল... মাই সন... তোমার কথাই ঠিক। তবে দু-দিন আগেও আমরা জানতাম না ওই জিনিসগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে যাবে। হয়তো ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা ছিল তাই এসব হচ্ছে। আমি আমার আঙ্কলের মুখে শুধুই শয়তানের কবরের গল্প শুনেছিলাম। শয়তানকে জীবিত করার পদ্ধতি লেখা কিছু পাতা সংগোপনে রাখা ছিল কোথাও এটুকুই জানতাম। কোডেক্স গিগাসের নাম আগে জানতাম না।' বৃদ্ধ ফাদার ডিমেলো বলেন।

'আমি অনুরোধ করছি, একবার কি চোখের দেখা দেখতে পারব পাতাগুলো! জানি আপনারা গোপনেই রাখবেন... তবুও মনে হয়... আসলে অনেকেই পাতাগুলো খুঁজছে, উদ্দেশ্য মনে হয় না সৎ। কবর খুঁড়ে যারা কঙ্কাল চুরি করে তাদের অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে।'

'তোমার আগেও দুজন এসেছিল, সোজাসুজি কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলোর খোঁজ না করলেও উদ্দেশ্য ওটাই ছিল। তা ছাড়া রজারের কাছে তুমি ছাড়াও আর-একজন গিয়েছিল এসব খবর নিতে। তবে তাকে রজার আমার কথা বলেনি। তোমার মধ্যে কিছু হয়তো দেখেছে তাই বলেছে।' ফাদারের মুখে স্মিত হাসি ফুটে ওঠে, আপনি ছেড়ে তুমিতে নেমেছেন তিনি। জেকবকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন জেকব বুঝতে পারে।

'কাকতালীয়ভাবে ছেঁড়া পাতাগুলো আমাদের হাতে এসেছে। একটা বাচ্চা ছেলে বড়ো ঝরনার ধারে ওগুলো খুঁজে পায়। সঙ্গে ছিল একটা রুপোর ক্রুশ।' অ্যান্থনি বলে।

'ওটাই বোধহয় সেই পবিত্র মন্ত্রপূত ক্রুশ। যেটা দিয়ে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ওই ক্রুশ কোডেক্সের পাতাগুলোকে রক্ষা করে আসছে যুগ যুগ ধরে।' জেকব নিজের বুকে ক্রস আঁকে।

'কিন্তু ফাদার ... একটা কথা, মনে একটা খটকা লাগছে। পদমকে খুঁজতে গিয়েছিলাম

ঝরনার কাছে। পাইনি। ও তো ভেড়াদের ফেলে কোথাও যায় না। আর ওর কুকুরটা খুব ডাকছিল।' অ্যান্থনির মুখে দুশ্চিন্তার চাপ ফুটে ওঠে।

'বাচ্চা ছেলে, আশেপাশেই কোথাও আছে হয়তো। সব সময় ভেড়ার সামনে থাকে না তো। আর কুকুর তোমায় অচেনা দেখে ডেকেছে হয়তো।' ফাদার বলেন।

'না, ফাদার। আমার মন মানছে না। এখন আর-একবার হাঁটতে হাঁটতে যাব ভাবছি।' অ্যান্থনি বলে। 'যদিও জায়গাটা খুব কাছে নয়। গ্রাম ছাড়িয়ে প্রায় মাইলটাক হাঁটা পথ। চড়াই-উতরাই রয়েছে। বড়ো রাস্তা দিয়ে গেলে অবশ্য কাছে হয়।'

'কী হয়েছে যদি একটু খুলে বলা হয়... মানে তখন আমিও দেখেছি কুকুরটা একটু অদ্ভুত আচরণ করছিল। পদম কে?' জেকবের মনে হয় ঘটনাটা কোডেক্সের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'এই ছেলেটির কথাই বলছিলাম। ও ভেড়া চরাতে গিয়ে বড়ো ঝরনার পাশে একটা পুঁটলি আর রুপোর ক্রুশটা পেয়েছিল। ওটা কী বুঝতে না পেরে ও অ্যান্থনিকে দেখাতে নিয়ে আসে। এভাবেই আমরা কোডেক্সের সঙ্গে জুড়ে যাই।' ফাদার বলেন।

'তবে তো চিন্তার কথা, বাচ্চাটার কোনো বিপদ হল না তো? পাতাগুলো আগে দেখে নিই। তারপর না-হয় আমিও যাব অ্যান্থনির সঙ্গে।'

'চলুন, আমার কোনো অসুবিধা নেই। ফিরে এসে না-হয় পাতাগুলো দেখবেন।'

'এতদূর থেকে এসেছি, একবার দেখেই যাব। প্লিজ ফাদার।' হাত জোড় করে জেকব। ফাদার অসহায়ের মতো অ্যান্থনির দিকে তাকায়। অ্যান্থনি গম্ভীর স্বরে বলে, 'আপনাকে ফোটো দেখাচ্ছি এখন। পদমকে খুঁজে এসে আসলটা দেখাব। কারণ আমি এখনও আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

অগত্যা ফোনে ছবি দেখেই জেকবকে আপাতত তুষ্ট থাকতে হয়। প্রাচীন লাতিন ভাষায় লেখা কুড়িটা পাতা। ফোনের স্ক্রিনেই হাত বোলায় জেকব। এই পাতাগুলো রক্ষার ভার ছিল তাদের ওপর।

ওদিকে অ্যান্থনি উশখুশ করছে পদমের জন্য। অবশেষে দুজনেই বেরিয়ে পড়ে। ওদের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে ফাদার ডিমেলো নিজের বুকে ক্রস এঁকে মনে মনে বলেন, 'প্রভু, ওদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করো।'

২০

ঝরনাটার সামনে এসে পদমের নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকে অ্যান্থনি। ভেড়াগুলো এদিক-ওদিক ঘুরছে। ওদের ডাকে কুকুরটা এগিয়ে এসে ঘেউ ঘেউ করে কিছু বলে। জায়গাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে জেকব আর অ্যান্থনি। একটা জলের বোতল, প্যাকেটে রুটি-গুড় আর একটা গামছা পড়ে রয়েছে এক জায়গায়। এগুলো যে পদমের ওরা বুঝতে

পারে। কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়? ঝরনার ঘোলা জল অল্প বেড়েছে বৃষ্টিতে। ভেসে গেল না তো? কিন্তু পদম যথেষ্ট সচেতন এসব বিষয়ে। অ্যান্থনি জানে এসব পাহাড়-জঙ্গলে চিতা রয়েছে। অনেক সময় ভেড়া টেনে নিয়ে যায় চিতাতে। পদমকে কি চিতায় টেনে নিল? কুকুরটা বারবার ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে। অ্যান্থনি আর জেকব ঝরনার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে আসে। বড়ো রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। এই গ্রামের পথে খুব কম গাড়ি আসে। বর্ষায় পাহাড়ে পর্যটকও কম। তাহলে কে এসেছিল? কুকুরটা উঠে এসেছে ওদের পেছন পেছন। কালাপাহাড়ের দিকে মুখ করে ডেকেই চলেছে। ছুটে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। অ্যান্থনি আপন মনে বলে, 'পদমকে তুলে নিয়েছে কেউ? বিপদে পড়েছে ছেলেটা।'

'কিন্তু কেন?' জেকব বুঝতে পারে না বাচ্চাটাকে কেউ কেন তুলে নেবে।

'ও খুঁজে পেয়েছিল কোডেক্স গিগাসের হারিয়ে যাওয়া পাতা। তাই হয়তো ওকে তুলে নিয়েছে।' ওরা হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দিকে এগোয়। সামনের বাঁক পেরিয়ে মাটির রাস্তা নেমে গেছে গ্রামের দিকে। জেকবের গাড়িটা ওখানেই রয়েছে। ড্রাইভার হানি সিং কানে হেডফোন গুঁজে পাঞ্জাবি গান শুনছিল। জেকবদের দেখে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। কাল সারারাত জেগে ও কাসৌলি থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরেছে। সকালে এখানে পৌঁছে ঝরনায় স্নান করে গ্রামের একটা চায়ের দোকানে চা আর ডিম-পাউরুটি খেয়ে বেশ কিছুক্ষণ গাড়িতেই ঘুমিয়েছে। এখন যদি সওয়ারিকে নিয়ে ছুটতে হয় তাহলে ও রেডি। গাড়িটারও রেস্ট হয়েছে। মাঝে দু-পশলা বৃষ্টিতে ইঞ্জিন ঠান্ডা হয়েছে।

কিন্তু জেকব এসে জানাল সে এখুনি ফিরছে না। আরও কিছু কাজ রয়েছে।

হানি সিং মাথা ঝাঁকায়। এই সাব খুব ভালো লোক, বেশ কয়েকদিন হল গাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। টাকাও বেশি দিচ্ছে। খাবার জন্য আলাদা টাকাও দিচ্ছে। তবে সাব নরমাল টুরিস্ট নয় হানি সিং বুঝে গেছে এই কয়দিনে। সাব শুধুই চার্চে চার্চে ঘোরেন। কাউকে খুঁজছেন বোধহয়। বাড়ি ছেড়ে কত লোক সন্ন্যাস নিয়ে পাহাড়ে চলে আসে। সাবের গলায় রুপোর ক্রুশ রয়েছে। সাবে যে খ্রিস্টান, হানি জানে।

'ভাই তুম তো বহুত দের সে ইধার খাড়ে হো, কোই দুসরা গাড়ি দেখা ইধার? উস বড়া পানিকে পাস?' অ্যান্থনি হানি সিং-কে প্রশ্ন করে।

সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বেলা প্রায় তিনটে, এর মধ্যে দু-একটা গাড়ি তো এসেছিল। হানিই সেভাবে ওদিকটা খেয়াল করেনি। একটা গাড়িতে দুটো কাপল এসেছিল একটু আগে। ফেটো তুলল, চলে গেল। সকালের দিকে ও যখন চা খেয়ে ফিরছিল, একটা গাড়িকে বেশ জোরে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল। আর তো কিছু মনে পড়ছে না। দুটো গাড়ির কথাই ও জানায়।

জেকব আর অ্যান্থনি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

অ্যান্থনি বলে 'এখনই পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিতে হবে। তার আগে একবার পদমদের বাড়িটা ঘুরে ফাদারকে জানিয়ে আসি।'

ওরা দ্রুত গ্রামের পথে এগিয়ে যায়। পদমদের বাড়ি ফাঁকা। গ্রামের সরপঞ্চ বা প্রধানকে এখনই কিছু জানায় না অ্যান্থনি। কী বলবে বুঝতেও পারে না। ও নিজে কিছুই দেখেনি। কোডেক্স গিগাসের কথা বলা যাবে না। ও কেন পদমকে খুঁজছে বলতে পারবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা পদমকে কেউ কেন ধরে নিয়ে যাবে তার সঠিক কারণ ও খুলে বলতে অপারগ। এমনিতেই সকাল থেকে দু-বার ও পদমের খোঁজ করেছে এটা অনেকেই দেখেছে।

চার্চে পৌঁছে ফাদারকে সবটা খুলে বলল ওরা। আপাতত কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো খুব গোপনে লুকিয়ে রাখা সবচেয়ে জরুরি। জেকব প্যাকেটটা এক ফাঁকে নিয়ে আসে। ওর ঘরে ওটা রাখা আর নিরাপদ নয়। পদম হয়তো এতক্ষণে বলে ফেলেছে যে পাতাগুলো অ্যান্থনির কাছে রয়েছে।

প্যাকেট খুলে জেকব দেখে সেই কয়েকশো বছরের প্রাচীন চামড়ার ওপর লেখা শয়তানের দলিল। লেখাগুলো বেশ আবছা হলেও পড়া যাচ্ছে। এই বই শয়তান একটা রাতের মধ্যে বসে লিখেছিল। লাতিন ভাষা একটু একটু পড়তে জানে জেকব। কিন্তু মনে পড়ে যায় উইলিয়াম জেমস স্মিথের সাবধানবাণী। এই পাতাগুলো পড়া বারণ। একটু দেখে বিশাল আকারের কুড়িটা পাতা নেড়ে-চেড়ে ও ফেরত দেয় ফাদারকে। ফাদার গুছিয়ে নিয়ে কাগজের প্যাকেটে ভরে তুলে রাখেন চার্চের গোপন সিন্দুকে। ক্রুশটাকে ওর সঙ্গেই রাখেন যাতে বিপদ না-আসে সেজন্য।

এবার ওরা তিনজন ভাবতে বসে পদম কোথায় যেতে পারে! কে ধরে নিয়ে গেল ছেলেটাকে! একমাত্র সূত্র দিতে পারে হানি সিং। দেরি না-করে ওরা ফাদারকে নিয়ে আবার হানি সিং-এর কাছে ফিরে যায়। তা ছাড়া গাড়িটা নিয়ে পুলিশ-ফাঁড়িতে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

হানি সিং ওদের দেখে বুঝেছে এবার ফিরতে হবে। অ্যান্থনি ওকে বলে 'এ পথে গাড়ি তো খুব কম আসে, মনে করে বলো তো ওই গাড়িটাতে কোনো বাচ্চাকে দেখেছিলে তুমি? এই দশ-বারো বছর মতো বয়স হবে।'

হানি মনে করার চেষ্টা করে খুব। তারপর ফাদারকে দেখিয়ে বলে 'এমন একজন পাদরি ছিল গাড়ির সামনে। পেছনে দু-তিনজন ছিল। তবে এত জোরে বেরিয়ে গেছে গাড়িটা যে দেখতে পাইনি বাচ্চা ছিল কিনা। একটা কুকুর তাড়া করেছিল গাড়িটাকে। তবে এখানে এসে কুকুরটাও কিছুক্ষণ চিৎকার করে ফিরে যায়।

অ্যান্থনি গাড়ির বনেটে একটা ঘুসি মেরে বলে, 'শিট, কালকের ওই ফাদারটা মনে হয়। ওরা কোডেক্সের খোঁজেই এসেছিল কাল।'

'আমার কাছে ওঁর ফোন নম্বর আছে। কাল দিয়েছিল। চলো থানায় যাই। লোকেশন খুঁজে বার করবে পুলিশ।' ফাদার বলেন।

'আপনাদের থানায় নামিয়ে আমি ফিরে যাব। আমার কাজ প্রায় শেষ। আমি কোডেক্সের খোঁজে এসেছিলাম। দেখেছি, স্পর্শ করেছি। গোপনীয়তা রক্ষার ভার এবার আপনাদের হাতে। আমি নিজেই সজ্ঞানে এ ভার এবার আপনাদের দিলাম।' জেকব বলে ধীরে ধীরে।

'আমাদেরও আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল। ধন্যবাদ এ ভার আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।' ফাদার ডিমেলো বলেন।

ওদের ফাঁড়িতে নামিয়ে জেকব বলে 'বাচ্চাটার জন্য চিন্তায় থাকব। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ওর সহায় হবে। ওকে ফেরত পেলে আমায় জানাবেন অবশ্যই।'

'নিশ্চয়ই জানাব, আপনি এদিকে এলে আসবেন আবার। আপনি কি আজকেই ফিরে যাবেন?' অ্যান্থনি বলে।

'পাহাড় থেকে নেমে যাব হয়তো। দেখি কী হয়। বিদায়।'

জেকবের গাড়িটা আস্তে আস্তে পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে যায়। ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজের বুকে ক্রুশ আঁকে অ্যান্থনি। মনে-মনে বলে মঙ্গলময় ঈশ্বর পদমকে রক্ষা করো।

২১

ম্যাক বুঝতে পারে না রবিন কাকে আনতে লোক পাঠিয়েছে। ওকে নিয়েই-বা কী করবে কে জানে। ভেতরের ঘরটায় ওকে বসতে বলেছে রবিন। দুপুরে রুটি-সবজি খেতে দিয়ে গেছে একটা লোক। হাত-পা বেঁধে না রাখলেও ম্যাক বুঝতে পারে সে নজরবন্দি। ঘরের লাগোয়া ছোটো টয়লেট রয়েছে। ও চাপ দিয়ে দেখেছে ওর ঘরের দরজা বন্ধ নয়। কিন্তু একবার বার হতে গিয়ে বাধা পেয়েছে একজন এদেশির কাছে। ওদের ভাষা ম্যাক একদম বোঝে না। তাই কান পেতেও লাভ নেই। রবিন বেরিয়েছিল বৃষ্টি মাথায় নিয়েই। একটু আগে একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছে ম্যাক। এই ঘরে জানালা নেই, স্কাই লাইট দিয়ে অল্প আলো ঢুকছে, তাই ও জানে না এই গাড়িতে কে এসেছে। ঘরে বসে বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করতে চায় ও। কিন্তু প্রতিবার চোখ বুজলেই কোডেক্স গিগাসের ২০৯ পাতায় শয়তানের যে ভয়ংকর ছবি দেখেছিল তা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কিছুতেই পবিত্র ঈশ্বরের মুখ মনে পড়ে না। ম্যাক মনে মনে ভাবে তবে কি সে ঈশ্বরকে ভুলে শয়তানের দাসে পরিণত হতে চলেছে? কিন্তু কোডেক্স গিগাসের ছেঁড়া পাতা পেলেও শয়তানকে আহ্বান করার কোনো ইচ্ছাই নেই ওর। ওর ইচ্ছা পাতাগুলো থেকে কিছু

অর্থ উপার্জন করা।

আবার একটা গাড়ির আওয়াজ, সঙ্গে ধুপধাপ কিছু পায়ের শব্দ। দরজাটা এক ইঞ্চি ফাঁক করে ও দেখতে চেষ্টা করে কী হচ্ছে পাশের ঘরে। একটা বাচ্চাকে তুলে এনেছে ওরা পাঁজাকোলা করে। বাচ্চাটার মুখে সেলোটেপ। তবে হাত-পা ছুড়ছে খুব। একজন পাদরিও রয়েছে দলে। আরে, এই পাদরিকে ম্যাক নিজের হোটেলেও তো দেখেছিল! তবে কি এ-ই রবিনের লোক! হোটেলে ওর ওপর নজর রাখছিল কী এই পাদরি!

রবিন বসে রয়েছে আরাম-কেদারায়। পাদরি ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল 'এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস ও কিছু জানে।' ততক্ষণে ছেলেটিকে রবিনের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে। ওর মুখের সেলোটেপ খোলার আগে পাদরি লোকটা নিজের ভাষায় ওকে কিছু বলল। ছেলেটার বয়স দশ-বারোর বেশি নয়। ভয়ে কেমন জড়সড়ো হয়ে গেছে। সেলোটেপ খুলতেই ছেলেটা ইশারায় বলল জল খাবে। রবিনের মুখটা ভালো দেখতে পাচ্ছে না ম্যাক। রবিন ছেলেটাকে ধাতস্থ হতে সময় দিল। তারপর পাদরিকে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে মনে আছে তো? কোনোরকম চালাকি আমি পছন্দ করি না মনে রাখবে।'

পাদরি বাও করে বলল, 'আমি যা কথা দিয়েছি তাই হবে। আপনি আমায় সাহায্য করুন, আমি জিনিসটা আপনাকে তুলে দেব, তবে ফোটোকপি করে নিয়ে। আসলটা না থাকলেও আমার অসুবিধা নেই। আমার শুধু শক্তি নয়, টাকাও চাই।'

'এবার তোমাদের ভাষাতে বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করো ও কী জানে? জিনিসটা কোথায়?'

রবিনের দোভাষী হয়ে বাচ্চাটাকে স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন করল পাদরি। বাচ্চাটা মাথা নেড়ে কিছু বলল। পাদরি আবার কিছু জিজ্ঞেস করল। ম্যাকের প্রথমবার মনে হল এদেশে আসার আগে এদের ভাষাটা শেখা খুব দরকার ছিল। কিন্তু এদেশে আবার এক-একটা অঞ্চলে এক-এক রকম ভাষা!

একটু পরেই কান খাড়া করে শুনল পাদরি রবিনকে বলছে 'আমাদের স্ফটিক গোলক ভুল গণনা করে না। শয়তান স্বয়ং বলেছে এই বাচ্চাটা জানে কোডেক্স গিগাসের খোঁজ। তাই তো ওকে তুলে এনেছি। ও যেখানে ভেড়া চরায়, গাড়িটার ওখানেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমরা ওখানে খুঁজেও কিছুই পাইনি। তবে স্ফটিক গোলকে একজন কালো লম্বা লোককেও দেখিয়েছিল ওর সঙ্গে। ও তো কিছুই বলছে না।'

'ও ভয় পেয়েছে। ভয়টা কাটতে সময় লাগবে। তোমরা ওই গ্রামে গিয়ে লম্বা কালো লোকের খোঁজ করোনি?' রবিন ধীরে ধীরে বলে।

'হিমাচলে কালো লোক কোথায়, সবাই প্রায় ফরসা... তবে হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গ্রামের শেষে একটা চার্চ রয়েছে। ওখানে দু-একজন বাইরের লোক আছে কর্মচারী। একজন কালো

লম্বা লোককে মনে হয় এক ঝলক দেখেছিলাম চার্চের ওখানে। আমি কি আর-একবার ওখানে যাব?'

সুইডিশ ভাষায় একটা বাছা গালাগালি দিয়ে রবিন ইংরেজিতে বলল, 'বাচ্চাটাকে খুঁজে না পেয়ে এতক্ষণে ওদের গ্রামে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে তুমি গেলে কেমন ফাঁসবে ভেবে দেখেছ? আর বাচ্চা তুলে আনতেই এত সময় নিয়েছ, একটা বড়ো লোককে তোলা কি অত সহজ? একে দিয়েই কাজ হবে। আপাতত ওকে খাবার দাও। ভেতরের ঘরে রাখো, ম্যাক ওর ভাষা জানে না। কথা বলতে পারবে না। সন্ধ্যায় কথা বলবে বাচ্চাটা।'

ম্যাক দরজা বন্ধ করে খাটে এসে বসে। এই ঘরেই আসবে বাচ্চাটা। ও কি সত্যি-ই জানে কোডেক্স গিগাসের খোঁজ? এই লোকটা পাদরির পোশাক পরলেও পাদরি নয়। এটা মনে হয় ছদ্মবেশ। লোকটা কোডেক্স গিগাসের ফটো নিয়ে ঠিক কী করবে? তার তো কোনো মূল্য নেই। পাদরি সেজে এ বোধহয় সহজেই চার্চে ঢুকতে পারত। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই ছেলেটাকে এ-ঘরে ঢুকিয়ে দিল পাদরি। একটা প্লেটে রুটি-সবজিও দিয়ে গেল একজন। ছেলেটা এক কোণে গুটি-শুটি মেরে বসেছিল। খাবার ছুঁয়েও দেখছে না। আবার গাড়ির আওয়াজ, রবিনসহ সবাই কোথাও গেল মনে হয়। দরজা ফাঁক করে ম্যাক দেখে নেয় মাত্র দুজন লোক রয়েছে বাইরের ঘরে পাহারায়।

ও ছেলেটার কাছে এসে বসে। বাচ্চাটা একবার চোখ তুলে ওকে দেখে, আবার চোখ নামিয়ে নেয়। চোখে জল। এই প্রথম ম্যাকের খুব কষ্ট হয় অচেনা বাচ্চাটার জন্য। মাথার চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। বাচ্চাটা যে খুব গরিব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া ওদের আলোচনায় ও শুনেছে বাচ্চাটা ভেড়া চরাত। এইটুকু একটা বাচ্চাকে ওরা তুলে এনেছে। প্রয়োজন শেষে হয়তো মেরেও ফেলতে দ্বিধা করবে না এমনি নিষ্ঠুর এই লোকগুলো।

খাবারের থালাটা নিয়ে ও ছেলেটার সামনে ধরে। নিজেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে 'ম্যাক... ফ্রেন্ড।' ওর দিকে আঙুল করে বলে, 'ইয়োর নেম?'

ছেলেটা চোখ তুলেছে, বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল ঝরছে দু-চোখে।

আবার নিজেকে দেখিয়ে ম্যাক বলে, 'মি... ম্যাক। ইউ?' ওর দিকে আঙুল স্থির করে রাখে।

'পদম।' ভেজা গলায় উত্তর ভেসে আসে। নিজেকে দেখায় ছেলেটা ইশারায়।

ম্যাক হাত বাড়িয়ে বলে, 'ফ্রেন্ড।'

পদম হাতটা ধরে মাথা ঝাঁকায়। ফ্রেন্ড মানে বন্ধু ও জানে। এই লোকটাও কি ওর মতো বন্দি? দুষ্টু লোকগুলো ওকে ধরে আনল কেন বুঝতে পারছিল না প্রথমে। এখন বুঝেছে ওরা ওই পুঁটলিটার খোঁজ করছে। অ্যান্থনিস্যারের খোঁজও করছে। ওরা কি জানে

ওটা স্যারের কাছে রয়েছে?

খুব খিদে পাচ্ছিল পদমের, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না এদের খাবার। ম্যাক একটু জোর করেই ওকে খেতে বলে। খেতে খেতে পদম ভাবছিল এরা কি ওকে মেরে ফেলবে এবার? সন্ধ্যায় বাড়ি না ফিরলে আম্মা চিন্তা করবে। শেরু একটু নীচের দিকে ছিল ভেড়াগুলোর সঙ্গে। ও ঝরনার ধারে বসে ছিল। হঠাৎ একটা লোক এসে ওকে ডেকেছিল, বলেছিল ফাদার ওপরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। পদম লোকটার সঙ্গে বড়ো রাস্তায় এসেছিল। ফাদার ওকে দেখেই বলেন ওঁদের সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। গেলে টাকাও পাবে। একটু পরে ওকে আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে ওঁরা গাড়ি করে। কিন্তু পদম ভেড়া ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। তখন ওরা জোর করে পদমকে তুলে নেয়। পদম শুধু বিপদ বুঝে শেরু বলে চিৎকার করেছিল একবার। শেরুর ডাক ও শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে ওরা ওর মুখে সেলোটেপ দিয়ে ওকে চেপে গাড়িতে তুলে ফেলেছিল। শেরু আসতে আসতে গাড়িটা ওকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই জায়গাটা বেশ দূর ওদের গ্রাম থেকে। গাড়িতে দু-ঘন্টার ওপর লেগেছে। শেরু এতদূর আসতে পারবে না। ও যদি ভেড়াগুলোকে বাড়ি না নিয়ে যায় ঠিকঠাক আজ দু-একটা হয়তো হারিয়ে যাবে। চিতায় টেনেও নিতে পারে দু-একটাকে। নানারকম চিন্তা পাক খায় ওর মাথায়। পেটে খাবার যেতেই চোখ ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসে। লোকটা ওকে বিছানায় শুতে বলে। ও মেঝেতেই এক কোনায় গুটি-শুটি মেরে শুয়ে থাকে। বাইরে বৃষ্টি কমে গেছে, ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা লোক এসে দুটো মোম রেখে যায়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পদম স্বপ্ন দেখে একদল লোক ওকে তাড়া করেছে। লাল পুঁটুলিটা বুকে চেপে ও দৌড়োচ্ছে ঝরনার পাশ দিয়ে। শেরু ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোক দুটো খুব কাছে চলে এসেছে, ও হাঁফিয়ে উঠেছে। আর দৌড়োতে পারছে না। হঠাৎ অ্যান্থনিস্যার ওর থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে দৌড়োতে থাকে। এবার লোকগুলো অ্যান্থনিস্যারকে তাড়া করেছে। স্যার ঝরনাটা এলোপাতাড়ি টপকে ছুটছে। তিনটে লোক প্রায় ধরেই ফেলেছে স্যারকে। একটা লোককে স্যার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতেই বাকি দুজন স্যারকে চেপে ধরে পুঁটুলিটা ছিনিয়ে নিল। স্যারকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ভাগ্য ভালো স্যার ঘাসের ওপর পড়েছে, একটু গড়িয়ে গেছে। পুঁটুলিটা নিয়ে তিনজন ঝরনা বেয়ে ওপরে উঠছে। একবার ওরা বড়ো রাস্তায় পৌঁছে গেলে আর নাগাল পাওয়া যাবে না পদম জানে। ওদের সাদা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। পদম আবার ছুটতে থাকে ওদের পেছনে। বুদ্ধি করে ওদের আটকাতে হবে। হঠাৎ পদমের কানে আসে একটা পরিচিত বুগবুগ শব্দ। চমকে উঠে ও সরে দাঁড়ায় ঝরনার নিরাপদ দূরত্বে। ঝরনার ওপরটা দেখা যায় না ভালো। সেদিকে তাকিয়ে পদম ঈশ্বরকে স্মরণ করে, একটা বিশাল বড়ো মত্ত হাতির দল যেন ধেয়ে আসছে নীচের পানে। লোকগুলো কিছু বোঝার আগেই ওদের ভাসিয়ে নিয়ে হাজার

ফিট নীচের দিকে নেমে যায় ঘোলাটে জলরাশি। পদম একটা বড়ো পাইন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দেখে ছোট্ট ঝরনাটা উন্মত্ত জলপ্রপাতের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। অ্যান্থনিস্যার ঝরনার ওপারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে। এই বিপুল জলরাশি পার করে এপাশে আসতে পারে না স্যার। দুজনেই অসহায়ের মতো দেখে পুঁটলিসহ খড়কুটোর মতো ভেসে গেল দলটা।

আচমকা পদমের ঘুমটা ভেঙে যায়। এত স্পষ্ট স্বপ্ন ও আগে দেখেনি কখনও। নিজের গায়ে চিমটি কেটে উঠে বসে পদম। আধো-অন্ধকার ঘরটায় বসে রয়েছে সে। অন্য বিদেশি লোকটা বসে বসেই ঘুমাচ্ছে। কী যেন নাম বলেছিল ... ম্যাক। বিদেশি লোকগুলো সহসা খারাপ হয় না। ওদের গ্রামের চার্চেও বিদেশিরা আসে মাঝেমধ্যে। যখন পদম স্কুলে পড়ত ওদের স্কুল দেখতে আসত বিদেশি লোকগুলো। ওদের চকোলেট, বিস্কুট, রঙিন ছবির বই রং, পেনসিল কত কী দিত। কী সুন্দর ছিল দিনগুলো। কিন্তু ওই টাকমাথা বিদেশিটা খুব খারাপ। ওকে কীসব জিজ্ঞেস করছিল ইংরেজিতে। চোখ দুটো যেন সাপের চোখ। কী ভয়ংকর চাহনি। ভয়ে আর-একবার কেঁপে ওঠে পদম।

ওর গ্রামের কথা, আম্মার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। দু-চোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা। ম্যাক ওর ফুলে ফুলে কান্নার আওয়াজে জেগে যায়। হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে বাচ্চাটা। জলের বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে ম্যাক বলে, 'নো ফিয়ার... ডোন্ট ক্রাই পডম।' ম্যাকের কথায় কাজ হয়। চোখ মোছে পদম।

২২

টিলার ওপর একটা লাল বাড়ি। বড়ো হলঘরটায় দুটো হ্যাজাক জ্বলছে। ইলেকট্রিক নেই। বাড়িটা কম করেও একশো বছরের পুরানো। ফায়ার প্লেসে নিভু নিভু আগুন হালকা ওম ছড়াচ্ছে এখনও।

গুপ্ত সংগঠনের সবাই আজ রাতে এখানে উপস্থিত। সেই কাপালিক, তান্ত্রিক, লামা সেরিং, অঘোরীবাবা ছাড়াও আজ এসেছে কালো স্যুট পরা এক নতুন আগন্তুক, মুখে রবারমাস্ক থাকায় তার আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে না। ফাদার থমাস অনুপস্থিত। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নতুন আগন্তুক বলে—'শয়তানের জয় হোক, দীর্ঘজীবী হোক লুসিফার। অবশেষে আমরা লক্ষ্যের একদম কাছে এসে পৌঁছে গেছি। থমাস যে এভাবে বিক্রি হয়ে যাবে আমার আগেই মনে হয়েছিল। ওর খুব লোভ। তাই আমি গোপনে নিজেই নেমে পড়েছিলাম অনুসন্ধানে। থমাস বিক্রি হয়েছে বিদেশি ডলারে। ওকে ক্ষমা করবে না শয়তান। ও বাচ্চাটাকে তুলে নিয়েছে আমাদের আগে। ভেবেছে চাপ দিলে বাচ্চাটা সব বলে দেবে। আমি সেই ভরসায় বসে থাকিনি, নিজে থেকে কোডেক্স গিগাসের খোঁজ পেয়েছি। আজ রাতেই তা আমাদের হাতে আসবে। আমার দুজন লোক কোডেক্স গিগাস উদ্ধারে চলে গেছে। আর কিছুক্ষণের ভেতর তা এসে পৌঁছে যাবে।'

সমবেত কণ্ঠে সবাই শয়তানের জয় কামনা করে আবার। লামা সেরিং তার ঝোলা থেকে স্ফটিক গোলক বার করে বলে, 'আমার এ গোলক শয়তানের কৃপায় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। আসুন আমরা দেখি শয়তানের বাইবেলের বিশেষ অংশ এখন কোথায়।'

টেবিলের ওপর গোলক স্থাপন করে লামা মন্ত্র পড়তে শুরু করে। ফায়ারপ্লেসের থেকে কালো ধোঁয়া এসে গোলকটিকে ঢেকে দেয়। রং বদলায় গোলক। গাঢ় থেকে হালকা আবার হালকা থেকে গাঢ় রঙের খেলা চলতে থাকে। আস্তে আস্তে আবছা নীল রঙের মাঝে দেখা যায় দুজন কালো মুখোশধারী লোক গাড়ি চালিয়ে আসছে। নতুন আগন্তুক বলে, 'ওরাই আমার কালো ঘোড়া, জিনিসটা নিয়ে ফিরে আসছে। আমরা এখন শয়তানের পুজোয় বসব। আজ তাজা রক্ত চাই। আজ দীর্ঘ কয়েক দশক পর জীবিত হবে লুসিফার।' সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। স্ফটিক বলয়ের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়, দেখাচ্ছে শুধুই জল, ঝরনা বয়ে চলেছে। লামা ছাড়া কেউ সেদিকে খেয়াল করে না। ভীত লামা তাড়াতাড়ি স্ফটিক বলয় তুলে ঝোলায় ভরে ফেলে। এখানে উপস্থিত সকলেই সাংঘাতিক হিংস্র। অঘোরী জ্যান্ত মানুষ চিবিয়ে খেতে পারে, তান্ত্রিকের খুন করতে হাত কাঁপে না। আগের অধিবেশনে জনকে নিজের চিমটা দিয়ে খুন করেছিল কাপালিক নিজে। একটা ভুল পদক্ষেপ তার জীবনপ্রদীপও নিভিয়ে দিতে পারে।

পাশের ঘরে শয়তানের বিশাল ভয়ংকর ছবি টাঙানো হয়েছে। মেঝেতে সাজানো পুজোর উপচার, জোড়া পায়রা, জোড়া মুরগি, একটা খাঁচায় দুটো প্যাঁচা, কাঁচা মাছ, মাথার খুলি, কিছু গাছের শিকড়, ধুনি সব রয়েছে। যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে পাঁচটা আসন পাতা হয়েছে। এক ধারে একটা মঞ্চের মতো বেদিতে হাড়িকাঠ, রক্তধারা গড়িয়ে গিয়ে পড়বে শয়তানের পদতলে এমন ব্যবস্থা। চকচকে খড়গ রয়েছে পাশে। দুজন ষণ্ডা-গুন্ডা চেহারার লোক রয়েছে এসব পাহারায়। কালো স্যুট ইতোমধ্যে পোশাক পরিবর্তন করে কুচকুচে কালো জোব্বা পরে এসেছে। মুখের রবার-মাস্ক অবশ্য খোলেনি। গুপ্তসংঘের কেউ ওর পরিচয় জানে না। বাইরে গাড়ির আওয়াজ এসে থামতেই সবাই উশখুশ করে ওঠে। দুজন কালো মুখোশে মুখ ঢাকা লোক প্রবেশ করেই বলে, শয়তানের জয় হোক। বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। মনে হয় মহাপ্রলয় আসন্ন। লোকগুলো একটা কাগজের প্যাকেট বার করে দেয়। নতুন আগন্তুক সেটা ছিনিয়ে নিয়ে কপালে বুকে ঠেকিয়ে বলে, অবশেষে শয়তানকে জীবিত করার অনুচ্ছেদ আমার হাতে এল। পাতাগুলো বার করতেই সবাই এগিয়ে আসে শত-শত বছরের প্রাচীন এই হাতে লেখা পুথি দেখতে। এক-একজন এক-একটা পাতা তুলে নিয়েছে। কালো জোব্বা পায়রা দুটোকে বলি দিয়ে সেই টাটকা রক্তে একটা তারা আঁকে। তারার পাঁচটা মাথায় পাঁচজনকে বসতে বলে। নিজে একটায় বসে। মাঝে আঁকে একটা গোল। সেখানে নরমুণ্ড স্থাপন করে। বলে, 'এবার সবাই আমার কথা শোনো। সবাই শয়তানকে স্মরণ করো। আমি পরপর বলি দিয়ে রক্ত উৎসর্গ করব। প্রথম পাতাটা

তুলে কীসব বিজাতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করে চলে সে। কাপালিক, অঘোরী, লামা ও তান্ত্রিকের চোখে ভয়। নরবলি চাই ওরা জানে। পাঁচটি তাজা প্রাণের রক্ত চাই। পুজো শুরু হয়েছে। এবার কার পালা? গুপ্তসংঘের নিয়মে যাকে ইচ্ছা বলি দেওয়া যায়। তবে কি ওরা চারজন এবারের শিকার? সবাই উশখুশ করছে, কথা নেই কারও মুখে। এবার বোধহয় শয়তানকে জীবিত করতে আত্মবলিদান দেওয়ার সময় এল। সবার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বলা যত সহজ করা কঠিন। এতদিন ধরে যে শয়তানের পুজো ওরা করেছে আজ তাকে দেখেই ভয় লাগছে। জীবন্ত হচ্ছে শয়তান। দুটো প্যাঁচার চোখ উৎসর্গ করতেই শয়তানের চোখ যেন জ্বলে উঠল। ছটফট করতে করতে প্যাঁচা দুটো প্রাণ ত্যাগ করতেই ওদের যজ্ঞের আগুনে ঝলসে নিল মুখোশধারী। এমন সময় বেশ কিছু পায়ের শব্দে সবাই চমকে উঠল।

কয়েকজন মুখোশধারী ঘরের মেঝেতে ছুড়ে ফেলেছে তিনজনকে, ফাদার থমাস আর তার এক শাগরেদকে চিনতে পারলেও টাকমাথা বিদেশিকে কেউ চেনে না। লোকটার শরীরে অসীম ক্ষমতা। হাত-পা বাঁধা, তবু স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে উঠে বসে হিসহিসে গলায় ইংরেজিতে বলল, 'আমি বিদেশি। আমায় বন্দি করলে আমার দেশের সরকার তোমাদের ছাড়বে না। আমায় ছেড়ে দাও বলছি।'

পাত্তা দেয় না পূজারি, ফাদারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাহলে টাকার জন্য গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! তার শাস্তি এবার পাবে তুমি।'

ফাদার থমাস ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে একভাবে। বাকিরা ঘৃণার চোখে তাকায় তার দিকে।

'তিনজন কেন? বাচ্চাটা আর বিদেশিটা কোথায়?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে মুখোশধারী শয়তানের পূজারি। ওর লোকেদের মাথা হেঁট।

একজন মিনমিনে স্বরে বলে 'ওই দুজন আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। ওদের পাইনি।'

রাগের চোটে আগুনে কী একটা ছুড়ে মারতেই দাউদাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা জেগে ওঠে। মুখোশধারী এবার হিন্দিতে বলে, 'এর শাস্তি জানো তোমরা? আমি পুজোয় বসেছি। পাঁচটা বলি চাই। তিনটে এনেছ। বাকি দুটো ঘাটতি কী করে মিটবে?'

'ওসব হিসাব-কিতাব অব জেল মে বৈঠকে করনা মিঃ পূজারি। আপকা বাংলো পুলিশ নে ঘের লিয়া, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে ঘরে ঢোকেন একজন পুলিশের বড়োকর্তা। হাতে উদ্যত রিভলভার। পেছন পেছন ঢুকে পড়েছে বেশ কিছু পুলিশ। সবার হাতে রয়েছে আগ্নেয়অস্ত্র। শয়তানের বাকি উপাসকেরা স্থির।

মুখোশধারী ছিটকে ওঠে। ওর হাতেও একটা ছোট্ট অটোমেটিক আধুনিক রিভলভার ঝলসে উঠেছে। বলে, 'খবরদার, শয়তানের উপাসকের রক্ষক শয়তান স্বয়ং। আমার গায়ে

হাত দিলে মহাপ্রলয় নামবে। পুজো শুরু হয়ে গেছে। বন্ধ করা যাবে না এ পুজো। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি শয়তানের।'

বাইরে ভীষণ জোরে একটা বাজ পরে কোথাও। পুলিশ অফিসার মুখোশধারীকে গান পয়েন্টে রেখে হিন্দিতে বলেন, 'অস্ত্রটা ফেলে দিন মিঃ উইলিয়াম জেকব স্মিথ। আপনি ধরা পড়ে গেছেন। এতগুলো আগ্নেয় অস্ত্রের সঙ্গে আপনার ওই একটা রিভলভার কতক্ষণ পারবে বলুন তো?'

মুখোশধারীর চোখ জ্বলে ওঠে। একটানে মুখোশ খুলে ফেলে জেকব। বলে,'চিনেই যখন ফেলেছিস এবার আসল রূপও দেখ। কেউ পার পাবি না শয়তানের প্রকোপ থেকে।'

একজন কনস্টেবল অফিসারের নির্দেশে কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো গুছিয়ে প্যাকেট বন্দি করে নেয়। বাকিদের হাতকড়া পরায় আর-একজন। সবার মাথা নীচু। কিন্তু জেকব যেন একটা পাথরের মূর্তি, এক চুল নড়ে না। হঠাৎ ঘরের হ্যাজাক দুটোর তেলের ট্যাংকে গুলি করে বসে সে, মুহূর্তের ভেতর আগুন লেগে যায় কাঠের ঘরে। ও কোডেক্স গিগাসের প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে শয়তানের ছবি টাঙানো দেয়ালটার পেছনের একটা গুপ্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তের ভেতর গুলির শব্দ ও হ্যাজাকের আগুনে সবাই হতচকিত হয়ে উঠেছিল। পুলিশের অফিসার যেই দেখলেন ও পালাচ্ছে তিনিও ছুটলেন ওর পেছনে। বাড়ির পেছন দিকের খাড়াই পথ বেয়ে পাইনবনের দিকে ছুটছে কালো জোব্বা পরা জেকব। বৃষ্টিতে চারদিক ঝাপসা। পেছনে ছুটছে দু-তিনজন পুলিশসহ অফিসার নিজে। বাইরে যারা বাড়িটাকে ঘিরে পাহারায় ছিল তারাও কয়েকজন পাইন বনের দিকে ছুটল।

বাইরের গাড়িতে বসা ম্যাক ও পদমও নেমে ছুটল। সন্ধ্যাবেলায় বাথরুমের জানালা দিয়ে ম্যাক আর পদম পালিয়েছিল। সামনের দরজায় দুজন পাহারা থাকলেও পেছনে কেউ ছিল না। জানালাটার নড়বড়ে শিক খুলে ওরা বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। পাইন বনের ফাঁকে ছুটতে ছুটতে ওরা বড়ো রাস্তায় নেমে এসেছিল সাহায্যের জন্য। রাতে আশেপাশের গ্রামের আলো জ্বলে ওঠায় সহজেই একটা গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। পদমের কথায় সেই গ্রামের লোকেরা ওদের পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। ফাদার ডিমেলো আর অ্যান্থনি তখনও ফাঁড়িতেই ছিল। আসলে ওরা তিন ঘণ্টা থানায় থেকে সব ইনফরমেশন দিয়ে রাত আটটায় চার্চে ফিরেই আবার থানায় ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ যে কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো যত্ন করে সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন ফাদার, ফিরে দেখেন সেই সিন্দুক ভাঙা, পাতাগুলোর প্যাকেটটা কোথাও নেই। শুধু রুপোর ক্রুশটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে। আর ওদের দারোয়ান অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে দরজার পাশে।

প্রথমেই জল ছিটিয়ে দারোয়ানের জ্ঞান ফেরানো হয়। সে বলে ফাদারের খোঁজে

দু-জন লোক এসেছিল। তাদের ও অফিস ঘরে বসায়। হঠাৎ ওদের হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে, হাতে একটা কাগজের প্যাকেট। ও বাধা দিতেই ওরা ওর মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দেয়। তারপর ওর কিছু মনে নেই। সব শুনে ফাদার আর অ্যান্থনি দুজন হতভম্বের মতো দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অ্যান্থনি বলে, 'আমার শেষ মুহূর্তে একটু সন্দেহ হয়েছিল। জেকব লোকটা কোডেক্স গিগাসের দর্শন পাওয়ার পর কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ফেরার জন্য। বাইরে দাঁড়িয়ে দুটো ফোন ও করেছিল। আমাদের ফাঁড়িতে নামিয়ে নিজে ঢোকেনি। অপরাধীরা ফাঁড়ি বা থানায় ঢুকতে ভয় পায় আসলে। বিদায় নেওয়ার সময় ঈশ্বরের নামও নেয়নি। খবর দিতে বলল অথচ ফোন নম্বর দিল না। কীসের তাড়ায় চলে গিয়েছিল ও তখন বুঝিনি। একমাত্র ওই জানত পাতাগুলো কোথায় রয়েছে। আমরা যখন থানাতে ছিলাম ও লোক দিয়ে চুরি করিয়েছে।'

ওরা আবার থানায় এসেছিল নতুন করে অভিযোগ জানাতে। শহরের বড়ো থানা থেকে ফোর্স এসে গেছে ততক্ষণে। অ্যান্থনি এবার সবটা খুলে বলে। কোডেক্সের পাতা চুরি গেছে এবং উইলিয়াম জেকব স্মিথ চুরি করিয়েছে ওর সন্দেহ তা-ও জানায় থানায়।

এর মধ্যে পদম আর ম্যাক এসে থানায় ঢোকে। অ্যান্থনিকে দেখে পদম জড়িয়ে ধরে ওদের। ফাদারকে দেখে ও খুব খুশি। একটু স্থির হয়ে নিয়ে পদম সব খুলে বলে থানায়। ম্যাক দলটার সবার পরিচয় ও উদ্দেশ্য বলে দেয়। পুলিশের বড়োকর্তা সব শুনে নড়ে-চড়ে বসেছে ততক্ষণে। একটু পরেই পুলিশের একটা বড়ো দল ওদের নিয়ে পদমরা যেখানে বন্দি ছিল সেদিকে রওনা দেয়। কিন্তু কাঁচা রাস্তায় ঢোকার আগেই ওরা লক্ষ করে দুটো কালো স্করপিয়ো তির বেগে ছুটে চলেছে উলটোদিকে। এক ঝলক রবিনকে দেখে ম্যাক চিনতে পারে। তাই পুলিশের গাড়িগুলোকে বলে আগে এদেরকে ফলো করতে। ওর মনে হচ্ছিল কিছু হয়েছে। দাবার চাল যে উলটে গেছে তখনও ওরা বোঝেনি।

বৃষ্টির মধ্যে কে পালাচ্ছে না বুঝেই সবাই তাড়া করেছিল। ফাদার ডিমেলো পকেট থেকে মন্ত্রপূত ক্রুশটা বের করেন। চোর এটা ফেলে গিয়েছিল। এটা কপালে ঠেকিয়ে এক মনে প্রার্থনা করতে থাকেন। বৃষ্টি থেমে যায় ধীরে ধীরে, অমাবস্যার মিশকালো আকাশে প্রচুর তারা, দূষণ-মুক্ত আকাশ যেন নেমে এসেছে পাইন বনের মাথায়। তাতে লক্ষ চুমকির ঝিকিমিকি। এবার দেখা যাচ্ছে জেকব স্মিথকে। বর্ষাকালে পাহাড়ে তৈরি হয় হাজার ঝরনা। তেমনি একটা ঝরনায় জলস্তর বেড়েছে বলে জেকব টপকাতে পারছে না। মাঝ ঝরনায় একটা বড়ো পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে পুলিশ। ম্যাক আর পদমও পৌঁছে গেছে ঝরনার ধারে।

দুটো ব্ল্যাংক ফায়ার করে জেকব। বলে, 'ঈশ্বর কী দিয়েছে আমাকে? এক পূর্বপুরুষের দোষের খাঁড়া আমাদের পুরো পরিবার যুগ যুগ ধরে ভোগ করে আসছে। কিন্তু কেন?

হারম্যান কোনো দোষ-না করে শাস্তি পেয়েছিল। আমাদের বংশের সবাই দোষ না-করে শাস্তি পেয়ে এসেছে এতদিন। ঈশ্বরের স্বার্থে দুশো বছর এগুলো লুকিয়ে রেখে আমার পূর্বপুরুষরা পালিয়ে বেড়িয়েছে। মারা গেছে অপঘাতে। কেন? আসলে ঈশ্বর শয়তানের ক্ষমতাকে ভয় পায়। ঈশ্বর ভীতু, কাপুরুষ। সাধারণ মানুষের সাহায্য নিয়ে তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়।'

একটানা বলে হাঁফিয়ে গিয়েছিল জেকব। একটু থেমে দম নেয়। ফাদার ডিমেলো পবিত্র ক্রুশটা অ্যান্থনির হাতে তুলে দিয়ে কিছু বলেন। পুলিশের বড়োকর্তা চিৎকার করে বলেন, 'তুমি পালাতে পারবে না, সব পথ বন্ধ। তাই বলছি নিজেকে সারেন্ডার করো। জল বাড়ছে ঝরনায়। ভেসে যাবে কিন্তু।'

জেকব রাতের অন্ধকারে চারপাশটা তাকিয়ে দেখে নেয়। তারপর বলে, 'আমি ঈশ্বরকে ছেড়ে শয়তানের উপাসক হয়েছিলাম। অবশেষে আমার হাতে এসেছে শয়তানের লেখাগুলো। আমি পারব শয়তানকে জীবন দিতে। শয়তানের উপাসকের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। শয়তান দীর্ঘজীবী হোক। আমার বলিদান গ্রহণ করো লুসিফার।' ও রিভলভারটা নিজের মাথায় লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যান্থনি ওর বুকে ছুড়ে মারে মন্ত্রপূত ক্রুশ, যা দিয়ে হ্যারির জীবনাবসান ঘটেছিল একদিন। অব্যর্থ লক্ষ্য, বুকের বাঁদিকে বসে গেছে ক্রুশ। ছিটকে পড়েছে রিভলভার। কিন্তু কোডেক্স গিগাসের প্যাকেটটাও ছিটকে পড়েছে জলে আর স্রোতস্বিনী ঝরনা মুহূর্তের ভেতর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নীচের দিকে। পদম জলের মধ্যে লাফাতে যাচ্ছিল। কিন্তু ম্যাক ওকে টেনে ধরে। বর্ষার জলে উন্মত্ত ঝরনায় লাফানো মানেই মৃত্যু। এত বড়ো বড়ো পাথর ভেসে আসছে একটা হাড়গোড়ও আস্ত থাকবে না। ম্যাক অবাক হয়ে দেখছিল জেকব ওই পাথরের থেকে গড়িয়ে পড়ল জলে, ছোটো-বড়ো পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে ওর শরীরটা ভেসে চলল নীচের দিকে।

অফিসার বললেন, 'এত রাতে আর কিছুই করার নেই। সকালে নদীতে পুলিশ নামিয়ে খোঁজা হবে ওই প্যাকেট আর বডি।' আপাতত বাকিদের নিয়ে গাড়ি ধরমশালার পথে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ম্যাক, পদম, অ্যান্থনি, ফাদার ডিমেলোসহ আরও অনেকেই থানায় এসেছিল। রবিনকে দিল্লি পাঠানো হবে। ও একজন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল। সতেরোটা দেশ ওকে খুঁজছে। ফাদার থমাস-সহ বাকিদের আপাতত কাংরা কোর্টে তোলা হবে। থমাসসহ বাকিদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু খুনের অভিযোগ রয়েছে। গুপ্ত সংগঠনের আর কোনো মাথা রয়েছে কিনা খুঁজে দেখছে গোয়েন্দারা। জেকবের ক্ষতবিক্ষত ডেডবডিটা পাওয়া গেছে নীচের বড়ো রাবি (ইরাবতী) নদীর উজানে। কিন্তু পাথরের ধাক্কায় ওর বুক থেকে ক্রুশটা বোধহয় আগেই খুলে গিয়েছিল। ঝরনা এবং নদীটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও

কোডেক্সের পাতার প্যাকেটটা পাওয়া যায়নি। পুলিশের বক্তব্য কাগজ জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

অ্যান্থনি বলে, 'নষ্ট কী করে হবে, ওগুলো পশুর চামড়া, কাগজ নয়, ছিঁড়ে গেলেও কোথাও আটকে থাকবে পাথরের খাঁজে।'

অফিসার বলেন, 'জিনিসটা অ্যান্টিক হতে পারে, কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই ওটার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে। আমরা রিপোর্টেও এসব গল্প উল্লেখ করতে পারব না। প্রাচীন পুথি লিখে দিয়েছি। আর এত বছরের প্রাচীন জিনিস জলে ভিজলে নষ্ট হবে না? আপনি তো শিক্ষক, এসব গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করছেন!' অ্যান্থনি তর্কে যায় না।

ফাদার ডিমেলো বিড়বিড় করে বলেন, 'কোডেক্সের পাতা জলে নষ্ট হয় না, আগুনে পোড়ে না, ছেঁড়া যায় না। সে আছে, কোথাও আছে।'

শেষের কথা

আপাতত সাহসিকতার জন্য পদম জেলা থেকে পুরস্কার পাবে। পুলিশ কমিশনার ওর বুদ্ধি আর সাহস দেখে খুশি হয়ে ওর নাম পাঠিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে। আর অ্যান্থনি ঠিক করেছে ওকে বড়ো কোনো চার্চের মিশনে রেখে পড়াবে। কারণ ওর পড়ার খুব শখ। ওকে আর পাহাড়ে ভেড়া চরাতে হবে না। ছেলেকে ফিরে পেয়ে ওর আম্মা খুব খুশি। অ্যান্থনির কথায় ওর আম্মাও ছেলেকে পড়াতে রাজি হয়।

ম্যাক শূন্য হাতে দেশে ফেরার আগে ভেবেছিল একবার সুজানআন্টির সঙ্গে দেখা করবে। ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তাই ও ফিরে যেতেই পারে সুইডেন। সুজানআন্টি ওর মায়ের মাসির মেয়ে। তিনিও ওকে দেখে আপ্লুত। বৃদ্ধা শেষজীবনে ওর দেখা পাবেন কখনও ভাবেননি। কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো যে উদ্ধার হয়েছিল শুনেই বৃদ্ধা খুশি। জেকবের কৃতকর্মের কথা শুনে বারবার ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইছিলেন উনি। অবশেষে ম্যাককে নিয়ে নিজের উকিলের কাছে গিয়ে উইল পরিবর্তন করলেন তিনি। ওঁর অবর্তমানে ওঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ হবে ওঁর বোনের ছেলে ম্যাক। ম্যাকের কাছে এ তো লটারি। সুজানআন্টি বলেছেন ওকে আবার ভারতে চলে আসতে। ওঁর কাছেই থাকতে। আপাতত ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ওকে ফিরতে হবে দেশে।

ভারতের কিছুই দেখা হয়নি ওর। আসতে তো হবেই। কোডেক্স গিগাসের পাতাগুলো

কি সত্যিই হারিয়ে গেল? এটা জানার জন্য ওকে আসতেই হবে। ও এতদিনে বুঝেছে কোডেক্স গিগাসকে রক্ষা করাই ওর আসল কাজ। দিল্লি থেকে সুইডেনের বিমানে বসে ও ভাবছিল খুব শিগগিরি আবার ফিরে আসবে এ-দেশে।

******

রাবি (ইরাবতী) নদীতে বেশ জল হয়েছে এবার। মোহন মাছ ধরতে এসেছিল রোজকার মতো। ফাতনায় টান পড়েছে, বড়ো মাছ ভেবে বঁড়শি তুলতেই দেখে একটা প্যাকেট মতো কী যেন উঠে এসেছে। কাগজের প্যাকেটটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, জলে ভিজে ভেতরের জিনিস ফুলে উঠেছে। ও একবার প্যাকেটটা খুলে দেখে। অচেনা ভাষায় লেখা কীসব জিনিস। ধুর, বিরক্ত মোহন প্যাকেটটা ছুড়ে ফেলে রাবির বুকে। আবার বঁড়শি ডুবিয়ে দেয় জলে। একটা ঝোড়ো হাওয়া পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যায় নদীর ওপারে।